উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,৫৭০.৯১ (+৩১৭.৪৫)
নিফটি : ২৫,১৯৫.৮০ (+১১৩.৫০)

৭১টি ওষুধের দাম বাঁধল কেন্দ্র
মঙ্গলবার মোট ৭১টি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম বেঁধে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে স্তন ক্যানসার, অ্যালার্জি, ডায়াবিটিসের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগের ওষুধ রয়েছে। » ৭

জিলিপি-শিঙাড়া বিতর্কে সাফাই
চপ, শিঙাড়া, জিলিপি নিয়ে কেন্দ্রের 'অ্যাডভাইজারি' সামনে আসতেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, সতর্কীকরণ নয়, বরং তাদের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩০°	৩০°	৩১°	৩১°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৬°	২৬°

রাহুলের তোপে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর » ৭

শিলিগুড়ি ৩১ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 16 July 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 59

মেয়রের কাছে নালিশ শিক্ষিকার

তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ধীমান বসু এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এবার পুলিশের কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত চিঠি বা মাস পিটিশন জমা পড়ছে। এই মাস পিটিশনে ১৭ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি এলাকার মানুষের সই থাকবে। এলাকার পরিবেশ কলুষিত করা, স্থানীয় লোকজনকে উত্ত্যক্ত করা এবং মদের আড্ডা বন্ধ করার দাবিতেই এই মাস পিটিশন দেওয়া হচ্ছে।

মঙ্গলবার সকালে মেয়র গৌতম দেবের কাছে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শিক্ষিকা রমিলা কৈরালা (ঘোষ) নালিশও করেছেন। মেয়র বলেছেন, 'ওই শিক্ষিকা আমার কাছে এসেছিলেন। পুরো ঘটনা শুনেছি। ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং ধীমান দুজনের সঙ্গেই কথা বলব।'

> ওই শিক্ষিকা আমার কাছে এসেছিলেন। পুরো ঘটনা শুনেছি। ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং ধীমান দুজনের সঙ্গেই কথা বলব।
>
> **গৌতম দেব**, *মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

> মেয়র-ঘনিষ্ঠ নেতা হওয়ায় এক শিক্ষিকার অভিযোগের পরেও পুলিশ ধীমানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না। এটা মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছেন না। এভাবে শহরের পরিবেশকে নষ্ট করতে দেওয়া হবে না।
>
> **অমিত জৈন**, *বিরোধী দলনেতা, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

তবে, থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ না করায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন এই ঘটনায় দ্রুত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'মেয়র-ঘনিষ্ঠ নেতা হওয়ায় এক শিক্ষিকার অভিযোগের পরেও পুলিশ ধীমানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছে না। এটা মানুষ ভালোভাবে নিচ্ছেন না। এভাবে শহরের পরিবেশকে নষ্ট করতে দেওয়া হবে না।' পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সুভাষপল্লিতে ১৭ এবং ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলে ধীমানের ওষুধের দোকান রয়েছে। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই তৃণমূল নেতা ওষুধের দোকানের উলটোদিকে ফুটপাথ দখল করে গজিয়ে ওঠা খাবারের দোকানগুলির সামনে চেয়ার, টেবিল নিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে আড্ডা দেন। এমনিতেই সরু রাস্তার পাশে এভাবে ফুটপাথ দখল হয়ে থাকায় মানুষের যাতায়াতে সমস্যা হয়।

এরপর দশের পাতায়

> ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রেখে কোটি কোটি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন। এই অভিযান আমাদের গগনযান মিশনের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। *-নরেন্দ্র মোদি*

নয়া দিগন্ত

শুভক্ষণ

- পৃথিবীতে ফিরলেন ভারতের শুভাংশু শুক্লা সহ চার মহাকাশচারী
- ১৮ দিন মহাকাশে কাটিয়ে ভারতীয় সময় মঙ্গলবার দুপুর ৩টে ১ মিনিটে ফিরেছেন তাঁরা
- সোমবার তাঁরা পৃথিবীর উদ্দেশে রওনা হন

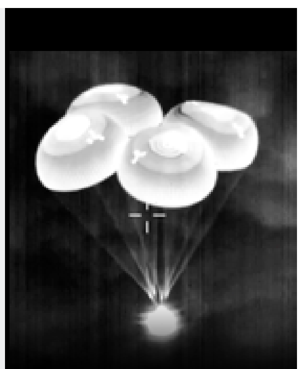

কীভাবে অবতরণ

সাড়ে ২২ ঘণ্টার যাত্রা শেষে এদিন তাঁদের নিয়ে ভাসতে ভাসতে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে স্পেস-এক্সের মহাকাশযান 'ড্রাগন'। অবতরণের পরই রিকভারি ভেসেল শ্যানন শুভাংশুদের ক্যাপসুলের কাছে পৌঁছে যায়। তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে হাউস্টনে।

ছেলে পৃথিবীতে ফেরার পর বাবা-মায়ের উচ্ছ্বাস।

গর্বিত বাবা-মা

ছেলে 'ঘরে ফেরা'য় উৎসবের আবহ শুভাংশুর শহর লখনউয়ে। তাঁর বাবা শম্ভুদয়াল শুক্লা ও মা আশা শুক্লা জানিয়েছেন, ছেলের সাফল্যে তাঁরা গর্বিত।

রাকেশ এবং শুভাংশু

১৯৮৪ সালে রাকেশ শর্মা প্রথম ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে গিয়েছিলেন। ৪১ বছর পর তাঁর কীর্তি স্পর্শ করেছেন শুভাংশু। লখনউয়ের এই সন্তানই প্রথম ভারতীয়, যিনি মহাকাশ স্টেশনে ১৮ দিন কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন।

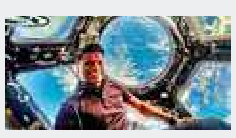

মহাকাশে পরীক্ষা

এই ক'দিনে আইএসএসে বেশ কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়েছেন শুভাংশুরা। মেথি এবং মুগের অঙ্কুরোদগম, সায়ানোব্যাকটিরিয়া, মাইক্রোঅ্যালগি, ফসলের বীজের উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছে।

'স্প্ল্যাশডাউন'

সমুদ্রে মহাকাশযান অবতরণের প্রক্রিয়াকে 'স্প্ল্যাশডাউন' বলা হয়। এদিন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগো উপকূলে নেমেছে ক্যাপসুল।

ফেরার পর

ক্যাপসুল থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসেন কমান্ডার পেগি হুইটসন। এরপর বের করে আনা হয় শুভাংশুকে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (আইএসএস) থেকে ফেরার পর বেশ কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তাঁদের। ইতিমধ্যে প্রত্যেকের কয়েক দফা শারীরিক পরীক্ষা হয়েছে। আগামী সাতদিন বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে।

ড্রাগনের আলোয় শুভাংশু যেন মাইলফলক

সান দিয়েগো (ক্যালিফোর্নিয়া), ১৫ জুলাই : ভারতীয় সময় তখন ৩টা ১ মিনিট। প্রশান্ত মহাসাগরে তখন নিঃসীম অন্ধকার। সেই আঁধার চিরে সাদা আলোর রেখা স্পষ্ট হল ক্রমশ। পৃথিবীতে নেমে এল স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুল। গোটা বিশ্বের সাফল্য হলেও মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে লেখা হয়ে গেল ভারতের নাম। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পা রাখা প্রথম ভারতীয় তিনি। ভারতের মহাকাশ গবেষণার নয়া দিগন্ত খুলে খেল ১৮ দিনের সফল মহাকাশ অভিযানে ভারতের শুভাংশু শুক্লার হাত ধরে।

মুহূর্তে উচ্ছ্বাসে ভাসল ভারত। নির্বিঘ্ন যাত্রা শেষ হল। রাকেশ শর্মার পর শুভাংশু দ্বিতীয় ভারতীয় নভশ্চর যিনি মহাকাশযাত্রার অংশীদার হলেন। তবে রাকেশের রেকর্ড ভেঙে শুভাংশুই পৃথিবীর বাইরে সবচেয়ে বেশি সময় কাটানো ভারতীয় নভশ্চর। ৪টি প্যারাসুটে ঝুলতে ঝুলতে শেষমুহূর্তে ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার গতিতে ক্যালিফোর্নিয়ার সান দিয়েগো উপকূলে জলস্পর্শ করল বটে স্পেসএক্স ড্রাগন, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সময় গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৮ হাজার কিমি।

সমুদ্রে অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যে ক্যাপসুলটির সঙ্গে জুড়ে গেল স্পেসএক্সের বিশেষ জলযান। ততক্ষণে উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে ভারতে। ঘরের ছেলের সফল প্রত্যাবর্তনে আবেগে ভাসছে শুভাংশুর শহর লখনউ। সেখানে জায়েন্ট স্ক্রিনে ছেলের ঘরওয়াপসি দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলেন শুভাংশুর মা আশা শুক্লা এবং বাবা শম্ভুদয়াল শুক্লা। স্ত্রী কামনা মিশ্রর চোখও জলে চিকচিক করছিল।

ক্যাপসুল থেকে মহাকাশযাত্রীদের বেরিয়ে আসা তখন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। প্রথমে ক্যাপসুলের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল বিশেষজ্ঞ টিম। মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন তাঁরা। মাধ্যাকর্ষণহীন অবস্থায় ১৮ দিন কাটানোর কারণে তাঁদের কোনও সমস্যা হয়েছে কি না, খতিয়ে দেখেন বিশেষজ্ঞরা। তারপর একে একে ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসেন ৪ মহাকাশচারী।

ক্যাপসুল থেকে রিকভারি ভেহিকলে পা রাখেন কমান্ডার পেগি হুইটসন। তারপরই ক্যাপসুলের দরজায় উঁকি মারতে দেখা যায় শুভাংশুকে। মুখে একরাশ হাসি। কে বলবে মহাকাশে ১৮ দিন একের পর এক পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

জলের ওপর রাস্তা, নাকি রাস্তার ওপর জল... মঙ্গলবার বিকেলে হায়দরপাড়া বাজারে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শমীকের দাবিতে তোলপাড়

'হিন্দু হলে নথি লাগবে না'

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৫ জুলাই : হিন্দু হলে এনআরসি-র ক্ষেত্রে কাগজের প্রয়োজন নেই। কোচবিহারে এসে এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এমনিতেই এনআরসি ইস্যুতে কোচবিহারের রাজনীতি এখন সরগরম। এই পরিস্থিতিতে শমীকের বক্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিন তিনি বলেছেন, 'হিন্দুরা এনআরসি-র কোনও পরিচয়পত্র দেবেন না। হিন্দুরা সরাসরি গিয়ে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেবেন। পরিস্থিতির চাপে যে হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছেন তাঁদের চিন্তার কোনও কারণ নেই।' শমীকের বক্তব্যের পরই তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক প্রশ্ন তুলেছেন, 'তাহলে বিজেপি শাসিত অসম সরকার দিনহাটার উত্তম ব্রজবাসীকে কেন এনআরসি ইস্যুতে চিঠি পাঠাল? আসলে বিজেপি এখনও একের পর এক মিথ্যা বলে যাচ্ছে।'

মঙ্গলবার কোচবিহারের গুঞ্জবাড়িতে পঞ্চানন ভবনে বিজেপির তরফে রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া শমীককে সংবর্ধনা জানানো হয়। শমীক কোচবিহারে আসতেই বহুদিন পর সেখানে বসে যাওয়া পুরোনো নেতাদের দেখা যায়। মঞ্চে বেশ কয়েকজন প্রাক্তন জেলা সভাপতির পায়ে হাত দিয়ে আশীর্বাদ নেন শমীক। সেখানে দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন, সাংসদ নগেন রায়কেও এদিনের কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। চার বছর আগে একসময় যাঁরা জেলাজুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তাঁদেরই এদিন আধিক্য দেখা যায়। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বহুদিন দলীয় কর্মসূচি থেকে

গুঞ্জবাড়ির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শমীক ভট্টাচার্য। ছবি : জয়দেব দাস

বিধায়ক মালতী রাভা, সুকুমার রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক উপস্থিত ছিলেন। তবে জেলায় বিজেপির চারজন বিধায়ক অনুপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেছেন, 'আমি ও আরেক বিধায়ক বরেন বর্মন কলকাতায় কাজে রয়েছি। তাই আমরা থাকতে পারিনি।' রাজ্যসভার দূরেই ছিলেন। এদিন উপস্থিত থেকে তিনি বলেছেন, 'সামনে মহাযুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে বিজেপির কর্মী হিসেবে বাড়িতে বসে থাকতে পারি না।'

এদিন সংবর্ধনা মঞ্চ থেকে রাজ্যের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন শমীকবাবু।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

ভোটের লক্ষ্যে অস্ত্র এসজেডিএ » তিনের পাতায়

ঝুঁকি নিয়ে রিভার রেস্তোরাঁ » চারের পাতায়

অ্যাম্বুল্যান্সে বসেই মাদক সেবন » নয়ের পাতায়

প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চটেরহাটে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : দলীয় কোন্দল থামাতে বহু চেষ্টা করেও ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা আটকাতে পারল না তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার এই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ জন সদস্য অনাস্থার চিঠিতে সই করে সেটি ফাঁসিদেওয়ার বিডিওর কাছে জমা দিয়েছেন। আগেরবার বিডিও অফিস অনাস্থার চিঠি ফেরত দিলেও এবার সই করে গ্রহণ করে নিয়েছে।

২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি নিয়ে বুধবার চটেরহাটে জেলাভিত্তিক মিছিলের ডাক দিয়েছে তৃণমূল। তার আগেই এই ঘটনায় শাসকদলে অস্বস্তি বাড়ল বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'অনাস্থা পেশ হয়েছে, কিন্তু পাশ তো এখনও হয়নি। জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে দলীয়ভাবে আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হবে।' তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়ালের সঙ্গে রাতে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এমন খবর আমার জানা নেই। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮ জনই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দলে কোনও সমস্যা থাকলে সেটা মিটে যাবে।'

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে বিরোধীশূন্য বোর্ড রয়েছে। গত পঞ্চায়েত ভোটে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের প্রত্যেকটিতেই তৃণমূল জয়ী হয়। গত ১৮ জুন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ ১৬ জন সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থায় সই করেছিলেন। সেই অনাস্থার চিঠি তাঁরা বিডিও অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিডিও তা ফেরত দিয়েছিলেন। একইভাবে

অনাস্থার চিঠি

- চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ ১২ জন পঞ্চায়েত সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন
- ফাঁসিদেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের ৬ জন এবং বিজেপির ৪ জন প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থার চিঠি বিডিওর কাছে নিয়ে যান
- ফাঁসিদেওয়ার পরিস্থিতি সামলাতে পারলেও তৃণমূল চটেরহাট নিয়ে বিপাকে

ফাঁসিদেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ জন সদস্যের মধ্যে তৃণমূলের ছয়জন এবং বিজেপির চারজন সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থার চিঠিতে সই করে বিডিওর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে তৃণমূলের নেতারা হস্তক্ষেপ করেন। ফলে সেই অনাস্থাও পেশ করা যায়নি।

এরপর দশের পাতায়

রোগীকে পরিষেবা না দিয়ে ভুয়ো বিল তৈরি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : রোগীকে অন্তর্বিভাগে ভর্তি করার সময় পরিবারের কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চাওয়া হয়। কার্ড থাকলে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসাথী কাউন্টারে গিয়ে সেই কার্ড মেশিনে পাঞ্চ করাতে হয়। অর্থাৎ কার্ড পাঞ্চ করানো মাত্রই রোগীর চিকিৎসার সমস্ত খরচ সেই তহবিল থেকেই কেটে নেওয়া হবে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী খাতে প্রচুর আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠছে। নিয়ম অনুযায়ী, রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সময় চিকিৎসক যে ওষুধ লিখবেন সেই সমস্ত ওষুধ এই খাত থেকে কিনে দেওয়ার কথা। রোগীকে বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িভাড়াও এই খাতেই দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু রোগীরা বিষয়টি না জানায় সুস্থ হয়ে ওঠার পরে নিজেদের মতো করে ওষুধ কিনে নিয়ে গাড়িভাড়া করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। আর সেই সুযোগে রোগীর নামে ভুয়ো বিল তৈরি করে টাকা হাপিস হয়ে যাচ্ছে।

মেডিকেলে এমন ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। অথচ নীরব প্রশাসন। মেডিকেলের ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডলের বক্তব্য, 'স্বাস্থ্যসাথী খাতে আর্থিক অনটনের জন্য ওষুধ কিনে না দিলেও রোগীর বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িভাড়া দেওয়ার কথা। কিন্তু সেটাও কেন দেওয়া হচ্ছে না আমরা খতিয়ে দেখছি।'

মেডিকেলে প্রতিদিন অন্তর্বিভাগে প্রচুর রোগী চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। রোগী ভর্তি হওয়ার সময় জরুরি বিভাগ থেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড রয়েছে কি না সেটা জানতে চাওয়া হয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বেশিরভাগ রোগীই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে চিকিৎসার জন্য আসেন। তাঁদের কার্ডগুলি জরুরি বিভাগের পাশে থাকা স্বাস্থ্যসাথী কাউন্টারে পাঞ্চ করাতে হয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নম্বর নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে ওই রোগীর চিকিৎসার সমস্ত খরচ ওই খাত থেকে দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, শুধু অন্তর্বিভাগে রোগীকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করাই নয়, সেই রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সময় চিকিৎসকের পরামর্শমতো তাঁর আগামী কিছুদিনের ওষুধ স্বাস্থ্যসাথী খাতেই কিনে দেওয়ার কথা। পাশাপাশি রোগীর বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িভাড়াও দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বাস্থ্যসাথী খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। -ফাইল চিত্র

স্বাস্থ্যে অনিয়ম

- স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে রোগী বাড়ি ফেরার সময় চিকিৎসক যে ওষুধ লিখবেন তা দেওয়ার কথা
- রোগীদের বাড়ি পৌঁছানোর খরচও পাওয়ার কথা
- মেডিকেলে ওষুধ কিনে না দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন হাসপাতালের ডেপুটি সুপার
- গাড়ি ভাড়া কেন দেওয়া হচ্ছে না, খতিয়ে দেখা হবে

কিন্তু ক'জন রোগী এই নিয়ম জানেন? হাসপাতাল সূত্রের খবর, প্রায় ১০০ শতাংশ রোগীই এই নিয়ম জানেন না। তাঁরা সুস্থ হয়ে নিজেই গাড়িভাড়া করে বাড়ি ফেরেন। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ওষুধের দোকান থেকে আগামী কিছুদিনের জন্য ওষুধও নিজের খরচেই কিনে নেন। অন্যদিকে, প্রতিদিন রোগীদের নামে ওষুধ এবং গাড়িভাড়ার ভুয়ো বিল তৈরি করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

হাসপাতাল সূত্রেই দাবি, প্রতিদিন এই খাতে সরকারি তহবিল থেকে ৫০-৬০ হাজার টাকা লুট হচ্ছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, স্বাস্থ্যসাথী খাতে সেভাবে বরাদ্দ নেই। তাই রোগীদের ওষুধ কিনে দেওয়া যাচ্ছে না। শুধুমাত্র গাড়িভাড়া দেওয়া হচ্ছে। ইদানীং আবার শুধু দার্জিলিং জেলার রোগীদেরই বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িভাড়া দেওয়া হচ্ছে।

গ্রেপ্তার বাংলাদেশি

নকশালবাড়ি, ১৫ জুলাই : এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের অভিযানে গ্রেপ্তার হলেন সুকুমারচন্দ্র শীল নামে এক বাংলাদেশি তরুণ। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে নকশালবাড়ি থানার খালবস্তি থেকে পাকড়াও করা হয়। তাকে এদিন নকশালবাড়ি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের রংপুর জেলার বাসিন্দা। সুকুমারের কাছ থেকে একটি ভুয়ো আধার কার্ডের পাশাপাশি বাংলাদেশের পরিচয়পত্রও বাজেয়াপ্ত করেছে এসএসবি।

পাঁচ মাস আগে ধৃত ব্যক্তি ফুলবাড়ি সীমান্ত পেরিয়ে বাগডোগরায় আসেন। সেখান থেকে নকশালবাড়ির রথখোলায় বল্টু রায় নামে একজনের বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে থাকতে শুরু করেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনিও বাংলাদেশের বাসিন্দা। নকশালবাড়ি সাতভাইয়ায় একটি সেলুনে কাজ করতেন সুকুমার। ভবেশ শীল নামে এক ব্যক্তির সহযোগিতায় সুকুমার কালিয়াগঞ্জ থেকে ভুয়ো আধার কার্ডটি তৈরি করেছেন বলে এসএসবি সূত্রে খবর।

ল্যাম্পসের বোর্ড নেই, সমস্যায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী

আন্দোলনের হুমকি বিকাশ পরিষদের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : অফিস আছে, কিন্তু বোর্ড নেই। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী উন্নয়নে গঠিত হয়েছিল লার্জ এরিয়া মাল্টি পারপাস সোসাইটি (ল্যাম্পস)। কিন্তু করোনাকালে ল্যাম্পস বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যার জেরে ল্যাম্পসের নিজস্ব ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা জমে থাকলেও, তা কাজে লাগাতে পারছেন না আদিবাসী ও বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ। বড় প্রকল্প রূপায়ণও থমকে। রাজ্যজুড়ে বিডিওদের ল্যাম্পসের স্পেশাল অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁরা প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় ল্যাম্পসের জন্য সময় দিতে পারছেন না। তাই দ্রুত ল্যাম্পসের বোর্ড গঠনের দাবি তুলেছে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ।

মাটিগাড়ায় সিধো-কানহো ল্যাম্পস অফিস।

বাম জমানায় আদিবাসী ও বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব সোসাইটি হিসেবে গড়ে তোলা হয় ল্যাম্পসগুলি। সমবায় সমিতির নির্বাচনের মতোই নিয়ম মেনে ল্যাম্পসেও বোর্ড গঠনের ভোট হত। নিজস্ব ব্যাংকে সরকারি প্রকল্পের অর্থ ছাড়াও সদস্যদের জমানো অর্থ থাকে। প্রয়োজনে সেখান থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেন আদিবাসী ও বিভিন্ন জনজাতির মানুষ। এমনকি নিজস্ব এলাকায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে, সেই বিষয়েও সিদ্ধান্ত নিয়ে তা ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেটিভ কর্পোরেশন লিমিটেডকে জানাত বোর্ডগুলি। কৃষিকাজ, পশুপালন, হোমস্টে, মৌমাছি প্রতিপালন, হাঁস, মুরগি, শুয়োর পালনের মতো বিভিন্ন কাজে সদস্যরা ল্যাম্পসের টাকা কাজে লাগাতেন। কিন্তু বোর্ড না থাকায় গত চার-পাঁচ বছর ধরে সমস্ত কাজই বন্ধ। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বড় ল্যাম্পস শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার সিধো-কানহো-বিরসা ল্যাম্পস। যারা বাৎসরিক সুদ ৩৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে। এই ল্যাম্পসের ম্যানেজার অশোক তিরকে বলেন, 'বোর্ড ভেঙে দেওয়াতে উন্নয়নমূলক কাজ কোথায় কী হবে, তার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনিক কাজের চাপের বাইরে বিডিওর পক্ষে ল্যাম্পস অফিসে এসে কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোর্ডবিহীন ল্যাম্পসের কাজ করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ির কলাবাড়ি ল্যাম্পসের সদস্য সূর্য বড়াইক, আলিপুরদুয়ারের খোয়ারডাঙা ল্যাম্পসের সদস্য দীপক বর্মনের বক্তব্য, পশুপালন ও হ্যাচারি ব্যবসার জন্য ল্যাম্পসে ঋণ চেয়েও পাচ্ছেন না। আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নাগরাকাটা ব্লকের সভাপতি সঞ্জয় চিকবড়াইকের অভিযোগ, নাগরাকাটা ল্যাম্পস দীর্ঘ ৬ বছর ধরে নিষ্ক্রিয়। আদিবাসীদের কোনও উন্নয়নেই আসছে না।' দ্রুত বোর্ড গঠন না হলে আন্দোলনে নামার 'হুমকি চিঠি' আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরকে দিয়েছে বিকাশ পরিষদ।

ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেটিভ কর্পোরেশন লিমিটেডের উত্তরবঙ্গের রিজিওনাল ম্যানেজার অশোককুমার মোদকের দাবি, 'ল্যাম্পসগুলির সুষ্ঠু পরিচালনায় সরকার সবরকমের চেষ্টা করছে।' রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'আমরাও চাই সুষ্ঠুভাবে ল্যাম্পস চলুক। কিন্তু যতদিন না ল্যাম্পসের নির্বাচন হচ্ছে, ততদিন বিডিওরা নিজ নিজ এলাকার ল্যাম্পসের কাজ দেখভাল করবেন।' উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় ৭টি, আলিপুরদুয়ারে ১০টি, কালিম্পংয়ে ২টি, দার্জিলিংয়ে ২টি এবং সমতল শিলিগুড়িতে ৪টি ল্যাম্পস রয়েছে।

সমস্যা যেখানে

- করোনার সময় ভেঙে দেওয়া হয় ল্যাম্পসের বোর্ড
- বোর্ড না থাকায় নিজস্ব ব্যাংকে পড়ে থাকা টাকাও খরচ হচ্ছে না
- প্রয়োজনে ঋণ পাচ্ছেন না ল্যাম্পসের সদস্যরা, দিন-দিন বাড়ছে সমস্যা

আজ টিভিতে

শোলক সারি সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৩.২০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৬.১০ অগ্নি, রাত ৯.৩০ গোত্র

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মায়ের আশীর্বাদ, বেলা ১১.৩০ চৌধুরী পরিবার, দুপুর ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, সন্ধে ৭.০০ মায়ের অধিকার, রাত ১০.৩০ তবু ভালোবাসি, ১.১৫ থাই কারি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সুদ আসল, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.০০ অগ্নিপরীক্ষা, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ প্রতারক, ১.০০ বেদের মেয়ে কাঞ্চনমালা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ব্ল্যাকমেল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ হীরক জয়ন্তী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা

কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি : দুপুর ১২.০০ লাল সিং চড্ডা, বিকেল ৩.০০ বাগি-টু, বিকেল ৫.০০ পদ্মাবত, রাত ৮.০০ মিডলক্লাস অব্যয়ী, ১০.৩০ বু

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.৪০ গদর টু, বিকেল ৫.০৯ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৫৫ কল্কি ২৮৯৮ এডি, রাত ১০.৩২ অখণ্ড

জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৫৫ ফুল বনে অঙ্গারে, বিকেল ৫.১৫ বিন্দি, সন্ধে ৭.৩০ স্কন্দ, রাত ১০.৫৬ ঢুন্ডতি আঁখে

পদ্মাবত বিকেল ৫.০০
কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি

আওয়ারা সন্ধে ৭.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০৭ শাদি মে জরুর আনা, ২.৩৬ দবং-টু, সন্ধে ৭.৩০ কোই মিল গ্যায়া, রাত ১০.৪৫ লেজেন্ড অফ দ্য নাগা পার্লস

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১৩ উড়তা পঞ্জাব, ২.৪১ ফোন ভূত, বিকেল ৪.৫৮ ডক্টর জি, সন্ধে ৬.৫৬ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস, রাত ৯.০০ রাজি, ১১.২১ স্বতন্ত্র-বীর সাভারকর

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

কল্যাণীতে যাচ্ছে মালদার বীজ

হিজল সংরক্ষণে একাধিক পরিকল্পনা

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ জুলাই : রাজেশ রায়, পল্টু মণ্ডল অথবা ক্ষিতিশ পান্ডে। ওদের কেউ স্কুলছুট, কেউবা একাদশ শ্রেণিতে পড়ে, কেউ আবার টোটো চালায় বা সবজি নিয়ে বাজারে বসে। কিন্তু প্রত্যেকেই ভালোবাসে প্রকৃতি, ওরা চায় বেঁচে থাকুক গাছ। ওরা চায় না জীববৈচিত্র্যের ব্যাঘাত। তাই তো আর পাঁচটা তরুণের মতো মোবাইলে রিলস বানায় না ওরা। নির্দিষ্ট সময়ে পর ওরা ছুটে যায় বনেবাদাড়ে। হিজলের জঙ্গল থেকে ওরা বীজ নিয়ে এসে গাছ তৈরি করে। বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের উদ্যোগে ওদের তৈরি হিজলের চারাই এবার মালদা থেকে পাড়ি দিচ্ছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের জীববৈচিত্র্য পার্কে রোপণ করা হবে চারাগুলি। বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের মালদা জেলার সদস্য তথা শিক্ষক জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, 'প্রাথমিকভাবে হিজলের কিছু চারা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে আমাদের কাছে চেয়ে পাঠানো হয়েছে। আগামীতে মালদা জেলার বিভিন্ন নদীর ধারবরাবর ছোট ছোট হিজল বন তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

পরপর অগ্নিকাণ্ড, কাঠ চুরি এবং পিকনিক, নানান ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মালদা জেলার হবিবপুরে থাকা এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের হিজল বন। তবে বায়োডাইভার্সিটি বোর্ডের প্রচেষ্টায় মালদা শহরের উপকণ্ঠ রায়পুরে গড়ে উঠেছে হিজল প্ল্যান্ট রেসকিউ সেন্টার। যেখানে শুভ মণ্ডল, শুভঙ্কর মণ্ডল, দেবদুলাল মণ্ডল, অনুপ মণ্ডল, বিষয় মণ্ডল, সাগর মণ্ডলরা হিজল বন থেকে বীজ সংগ্রহ করে চারাগাছ তৈরি করছে। বোর্ডের জেলার কোঅর্ডিনেটর নাজির হোসেন বলছেন, 'আমরাও চাইছি যাতে মিষ্টি জলের হিজল গাছ হারিয়ে না যায়।' মঙ্গলবারই এখান থেকে হিজলের চারা ও বীজ পাঠানো হয়েছে কল্যাণীতে। এদিনও রায়পুরের রেসকিউ সেন্টারে চারা তৈরির কাজে মনোযোগী দেখা গিয়েছে অনুপ, রাজেশদের। রাজেশ বলছিল, 'পেটের দায়ে আমাকে টোটো চালাতে হয়। কিন্তু আমি গাছ ভালোবাসি, ভালোবাসি প্রকৃতি। তাই প্রত্যেকে মিলে হিজল গাছ বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের তৈরি চারা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গেল, ভীষণ ভালো লাগছে।' দেবদুলালের স্বীকারোক্তি, 'আগে হিজলের চারা তৈরি করতে জানতাম না। আমাদের হাতেকলমে শিখিয়েছেন স্যররা।'

বোর্ডের গবেষক ডঃ অনির্বাণ রায়ের কথায়, 'যে সমস্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বনভূমি ও জলাভূমি আছে, সেগুলি সংরক্ষণ এবং বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ছেলেগুলির সহযোগিতা আমাদের কাজকে অনেকটা সহজ করে তুলছে।' বোর্ডের জুনিয়ার রিসার্চ অফিসার ডঃ প্রকাশ প্রধান জানিয়েছেন, মিষ্টি জলের হিজলের জন্য কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োডাইভার্সিটি পার্কের একটি নীচু জায়গা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

হিজলের চারা হাতে রাজেশরা। -সংবাদচিত্র

> পেটের দায়ে আমাকে টোটো চালাতে হয়। কিন্তু আমি গাছ ভালোবাসি, ভালোবাসি প্রকৃতি। তাই প্রত্যেকে মিলে হিজল গাছ বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছি। আমাদের তৈরি চারা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল, ভীষণ ভালো লাগছে।
>
> **-রাজেশ রায়,** *টোটোচালক*

অস্ত্র উদ্ধারে বিহার-যোগ

মালদা, ১৫ জুলাই : মালদায় একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় বিহার-যোগ দেখছে পুলিশ। পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, 'বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, মানিকচক ও ইংরেজবাজার থানা এলাকা থেকে বেশি পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। উদ্ধার হওয়া সেমি অটোম্যাটিক আগ্নেয়াস্ত্রগুলির সঙ্গে বিহারের মুঙ্গেরের যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের কিছু মিডলম্যানও এই কারবারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। চলতি বছরে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রগুলি ভিনরাজ্যে তৈরি। আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের জন্য ব্যবহৃত রুটগুলির ওপর আমরা নজর রাখছি।'

আগ্নেয়াস্ত্রের মান, কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, মিডলম্যান কে, যে কিনছে তার কেমন ডিমান্ড রয়েছে, এই সমস্ত কিছুর ওপর ভিত্তি করে আগ্নেয়াস্ত্রের দাম নির্ধারণ করে কারবারিরা। পুলিশের ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপ সমস্ত বিষয়ের ওপর নজর রাখছে বলে জানান এসপি। পুলিশের অনুমান মালদাকে রুট হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে অস্ত্রকারবারীরা।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে যার্ডের উন্নতকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১০-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১৬-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ যার্ডের উন্নতকরণ-বামনহাট যার্ড। টেন্ডার রাশিঃ ৮০,৪৯,০০৮.৬২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৫১,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বর্ষা এবং শীতের মৌসমে পেট্রোলিং

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৩১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১১-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ২৭-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে এডিইএন/II/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে বর্ষা এবং শীতের মৌসমে পেট্রোলিং। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৭,৪৮,৮৭৯.৪৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,১৮,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৪-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor / Bidder for NIT No. Din-I P.S./04/25-26, dated - 10.07.2025 & NIT No. Din-I P.S./05/25-26, dated - 10.07.2025 & NIT No. Din-I P.S./02/25-26 (3rd Call), dated - 10.07.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 12 nos scheme under 15th CFC. Details are shown in W.W.W.Wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 26.07.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

কাটিহার ডিভিশনে এসঅ্যান্ডটি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৩১; তারিখ : ১১-০৭-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন; কাজের নাম : হাটোয়ার, কাঁকি, সূর্যকমল, তালখোলা, তেলতা, সুধনী, বরসোই, মুকুরিয়া, আজমনগর, খুড়িয়াল, কুমেদপুর, ভালুকা রোড, হরিশচন্দ্রপুর, সামসি, কুমারগঞ্জ, একলাখি, আদিনা, গুড্ড মালদা-তে ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য সিগন্যালিং কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৩,০৩,৪০,৮৮২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,০১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৮-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহক চিত্তে মানুষের সেবায়

Holiday Home

ENFRCBWF intends to open Holiday home by taking rooms in well-known hotels at Sittong and Vellore. Details are available in the website i.e.www.enfrcb.in. (K)

জ্যোতিষ

জ্যোতিষ আচার্য্য তাপস শাস্ত্রীকে পাবেন, 17/7 কুচবিহার, 18/7 ময়নাগুড়ি, 19/7 চালসা, বুকিং-8420576049. (C/117512)

কর্মখালি

দিনহাটায় অবস্থিত একটি ঔষধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারী চাই। কাজের সময় : সকাল 8.30 - রাত্রি 9.30, বেতন : 10,000+, (M) 9832499941. (C/117110)

•

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur (U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging. (M) 86044-60736, 96963-01588. (C/117513)

•

Required accountant for back office Trade Co. M-8167393999. (C/117514)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ulopi Roy, পিতা দীননাথ রায়, ছাত্রী, মধ্য শাল বাড়ি, জল্পেশ মন্দির, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। গত 27.6.25 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে Ulopi Roy ও Kulopi Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (S.C)

•

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা 15/07/25 তারিখে Prem Kumar Chhetri ও Prem Chhetri একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/117378)

•

আমার এবং বাবার নাম ড্রাইভিং লাইসেন্স (No- WB-6920130923950)-এ ভুল থাকায় ০৮/০৭/২০২৫-এ আলিপুরদুয়ার EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Bhaskar Narjinary, পিতা- H.S Narjinary থেকে Bhaskar Narjary পিতা- Harensing Narjary হলাম। (C/ 117031)

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আঞ্চলিক কার্যালয় : ২, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পঃবঃ)
দূরভাষ : (০৩৫৩) ২৪৩১১৪৮, ২৫২৫৫৩৮, ২৫২১২৯৪ * ই-মেল : Z748@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট – IV-A [রুল ৮(৬) এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)/৯(১) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের মালদা প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২০.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ১৯,৭১,৩৬৭/- (টাকা উনিশ লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশত সাতষট্টি মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকে (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংকে), মালদা প্রধান শাখার কাছে মেসার্স চন্দন স্টোর, মালিক : চন্দন প্রামানিক (ঋণগ্রহীতা) ডিপিআর মার্কেট, ঘর নং – পুরাতন ১২, ইংরেজবাজার, পোস্ট : পিরোজপুর, মালদা – ৭৩২১০১-এ ব্যবসা চালান। শ্রীমতী মুক্তা বসাক প্রামানিক প্রয়াত চন্দন প্রামানিক (জামিনদাতা)-এর স্ত্রী এবং স্থাবর সম্পত্তি মৃত প্রয়াত চন্দন প্রামানিক (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) আইনগত উত্তরাধিকারী শ্রীমতী মুক্তা বসাক প্রামানিক প্রয়াত চন্দন প্রামানিক-এর স্ত্রী এর দ্বারা প্রতিনিধিত্বে হায়দারপুর, পোস্ট + জেলা – মালদা – ৭৩২১০১-তে বসবাসরত বাসিন্দার কাছে ০৮.০৭.২০২৫ তারিখের হিসেবে বকেয়া রয়েছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :	জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ৩২৫ স্কোয়ার ফিট পরিমাপগত এলাকায় অবস্থিত। দ্রষ্টব্য বিক্রিত দলিল নং – I – ৫৮৯২ ০৩.১০.২০০৭ তারিখের হিসেবে শ্রী চন্দন প্রামানিকের স্বত্ত্বাধিকরণে মৌজা – পুরাপাড়া, থানা – ইংরেজবাজার, উপ- নিবন্ধিত কার্যালয় – মালদা, জে.এল নং – ৬৫, খতিয়ান নং – ১১৭, আর.এস প্লট নং – ৬৬, ওয়ার্ড নং – ১৮, হোল্ডিং নং – ৬০/৪২(এ)-তে অবস্থিত। সীমানা উত্তর : ২২'/২'৬" প্যাসেজ দক্ষিণ : শ্রীমতী মীরা কুণ্ডুর সম্পত্তি পূর্ব : শ্রীমতী রেবা সাহা পশ্চিম : রাস্তা
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ২৪,২০,০০০/- (টাকা চব্বিশ লক্ষ কুড়ি হাজার মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টাঃ ২,৪২,০০০/- (টাকা দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২০.০৮.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি ৫০২৬৭৬৫১৫৯৩

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শনের অনুরোধ করা হচ্ছে, কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন – ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ইমেল করুন – support.baanknet@psballiance.com-এ। সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন https://baanknet.com-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : PSB Alliance Pvt. Ltd-এ এবং যোগাযোগের নং - ৮২৯১২২০২২০-তে। দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://baanknet.com-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নং টি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ০৮.০৭.২০২৫ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : মালদা
যোগাযোগের ব্যক্তি : পঙ্কজ কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং - ৮৫২৭৭১৭৭৯৯

WALK-IN-INTERVIEW

A walk-in-Interview will be conducted on 24th July 2025 in Quality Control Laboratory, Tea Board, Bhola More, Siliguri- 735135 at 11.30 A.M. for engaging two Trainee Analysts purely on temporary basis for a period of one year. For details, please visit the vacancy section of board's website www.teaboard.gov.in

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১১টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-৭ডি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ১০টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১১টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৪.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। HWH-190/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri - 734001
NIeT No. - 14-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Date & time schedule for Bids of works Sl. No. 1 to 6
Start date of submission of bid : 16.07.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 29.07.2025 (server clock)
Date & time schedule for Bids of works Sl. No. 7, 8 to 9
Start date of submission of bid : 16.07.2025 (server clock)
Last date of submission of bid : 22.07.2025 (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১২৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১২৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে সাংসারিক সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করুন। বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বৃষ : আবেগের বশে কাউকে কোনও কথা দিতে যাবেন না। ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করলেই ভালো। মিথুন : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার অবসান। ব্যবসায় সুফল পাবেন। কর্কট : আপনার কোনও সিদ্ধান্তকে পরিবার সমর্থন করবে। প্রেমে মনোমালিন্য থাকবে। আর্থিক সংকট কাটবে। সিংহ : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় সংসারের আর্থিক সমস্যা দূর হবে। নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। কন্যা : ব্যবসার জটিলতা কেটে যাবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তি। ভাইবোনেদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে। তুলা : বাড়ির গুরুজনের সঙ্গে পরামর্শ করে কোনও জমি কিনবেন না। কোনও আত্মীয়ের কূটকচালে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। বৃশ্চিক : অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। অনৈতিক জীবনযাত্রা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখুন। ধনু : অতিরিক্ত বিলাসিতার কারণে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। মকর : দাম্পত্যে অশান্তি কেটে যাবে। বিশেষ কোনও কাজ করার ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের পূর্ণ সমর্থন পাবেন। কুম্ভ : কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে শান্তি পাবেন। বাড়ি সংস্কার করতে গিয়ে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে। মীন : বন্ধু বা আত্মীয়ের সাহায্যে পারিবারিক বিরোধ মিটিয়ে নিতে সক্ষম হবেন। কর্মক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির দ্বারা প্রশংসিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩১ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ আষাঢ়, ১৬ জুলাই, ২০২৫, ৩১ আহার, সংবৎ ৬ শ্রাবণ বদি, ২০ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৪, অঃ ৬।২৩। বুধবার, ষষ্ঠী রাত ৮।২২। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ৬।৯ পরে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৫৪। শোভনযোগ দিবা ১।০। গরকরণ দিবা ৯।২০ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৮।২২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৬।৯ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।৫৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ৬।৯ গতে দোষ নাই, রাত্রি ৮।২২ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৮।২২ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।২৪ গতে ১০।৪ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৪ গতে ৩।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৯ মধ্যে ধান্যরোপণ, দিবা ৬।৯ গতে ১।০ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ কারখানারম্ভ, দিবা ৬।৯ গতে ১।০ মধ্যে পুনঃ দিবা ৩।৪৪ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ, বিপণ্যারম্ভ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান, দিব ১।০ মধ্যে পুনঃ দিবা ৩।৪৪ গতে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১।৫৬ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুরনিগম-মহকুমা পরিষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ

ভোটের লক্ষ্যে অস্ত্র এসজেডিএ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : লক্ষ্য বিধানসভা ভোট। শিলিগুড়ির তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) ওপরেই ভরসা। আর তাই মেয়র গৌতম দেব এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে পাশে নিয়েই পা ফেলতে চাইছেন এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। তিনি দফায় দফায় মেয়র এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির সঙ্গে বৈঠক করছেন। মহকুমার উন্নয়নের স্বার্থে এই দুই প্রশাসনিক কর্তাকে নিয়ে তিনি কলকাতায় গিয়ে দরবার করবেন বলেও এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। পাশাপাশি শহর এবং গ্রামের উন্নয়নে শামিল হতে প্রতি মাসে দু'বার করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলের অন্দরেই গুঞ্জন যে, এর আগে কোনওদিন পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদকে পাশে নিয়ে এসজেডিএ'র চেয়ারম্যানের কাজ করার ঘটনা দেখা যায়নি। সামনে বিধানসভা ভোট থাকায় এসজেডিএ-কে রাজ্য থেকেই এই বার্তা দেওয়া হয়েছে কি না সেই জল্পনাও রয়েছে।

দিলীপ এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান হওয়ার পরেই মেয়র গৌতম দেবকে সংস্থার অফিসে ডেকে বৈঠক করেছিলেন। দু'দিন পরেই দিলীপ পুরনিগমে এসেও গৌতমের সঙ্গে বৈঠক করে যান। গত বৃহস্পতিবার মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি এসজেডিএ অফিসে গিয়ে চেয়ারম্যানকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বৈঠক করেছিলেন। মঙ্গলবার খোদ এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান মহকুমা পরিষদে এসে বৈঠক করলেন। এর থেকেই স্পষ্ট যে, বিধানসভা ভোটের আগে এসজেডিএ পুরনিগম এবং মহকুমা পরিষদ এলাকার উন্নয়নকেই পাখির চোখ করছে।

এসজেডিএ'র বৈঠকে চেয়ারম্যান সহ অন্যরা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

এদিনের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ইকো ট্যুরিজম হাব গড়তে এসজেডিএ'র হাত ধরতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। পর্যটন সেন্টার গড়তে ইতিমধ্যে মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ নকশালবাড়ি ব্লকে দুটি জায়গা চিহ্নিত করেছে। সেখানে এসজেডিএ'র সহযোগিতায় মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চাইছে। পর্যটন সেন্টার গড়ে তুলতে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বিধাননগরের আনারস উন্নয়ন কেন্দ্রটি চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ট্যুরিজম সেন্টার গড়তে নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের রকমজোত এলাকায় ইতিমধ্যে মহকুমা পরিষদ একটি জমির সীমানা নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে, পানিঘাটা যাওয়ার পথে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) এলাকার সীমানা সংলগ্ন একটি চা বাগানের ছয় বিঘা জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। তরাই এলাকার দুটি জায়গা পর্যটকদের আকর্ষণের জায়গা হয়ে উঠতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এদিনের বৈঠকের পর বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'পর্যটন সেন্টার করার বিষয়ে পানিঘাটার চা বাগানটির কাছে এনওসি চেয়ে আর্জি জানানো হয়েছে। মহকুমা পরিষদের তরফে পরিকাঠামো গড়া হলে, সেই কাজ নিজস্ব তহবিল থেকে করা হবে। যদি এসজেডিএ'র সহযোগিতায় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেলে গড়ে তোলা হয়, সেই ক্ষেত্রে বড় আকারে পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে।'

চেয়ারম্যানের উদ্যোগ

- মেয়র গৌতম দেব এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে পাশে নিয়েই পা ফেলতে চাইছেন এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান
- দফায় দফায় মেয়র এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতির সঙ্গে বৈঠক করছেন চেয়ারম্যান
- সামনে বিধানসভা ভোট থাকায় এসজেডিএ-কে রাজ্য থেকেই এই বার্তা দেওয়া হয়েছে কি না তা নিয়ে জল্পনা

এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগারের কথায়, 'ইকো ট্যুরিজম হাব গড়তে প্রয়োজনে কলকাতায় গিয়ে পর্যটনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। আনারস উন্নয়ন কেন্দ্রটি চালুর বিষয়ে গত কিছুদিনে আমরা অনেকগুলি বৈঠক করেছি। বুধবার সভাধিপতি ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে সঙ্গে নিয়ে আনারস উন্নয়ন কেন্দ্রে যাব।' আনারস কেন্দ্রটি চালুর বিষয়ে বিকল্প রাস্তা সবচাইতে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা তৈরির জন্য সরকারি জায়গায় বসে থাকায় দখলদারদের সরানোর পাশাপাশি জমি অধিগ্রহণ করাও প্রয়োজন।

দিলীপের সংযোজন, 'স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে, সমাধানসূত্র বের করা হবে। আনারস উন্নয়ন কেন্দ্রটি চালু হলে ওই এলাকার সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে।' শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে এসজেডিএ মিলিতভাবে উন্নয়নের ইঙ্গিত দিয়েছে। মহকুমা পরিষদ এবং এসজেডিএ প্রত্যেক ১৫ দিন অন্তর বৈঠকে বসবে বলেও ঠিক হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, এসজেডিএ'র কার্যনির্বাহী আধিকারিক অর্চনা ওয়াংখেড়ে সহ অন্যরা।

ধান রোপণে ব্যস্ত কৃষক। মঙ্গলবার ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

পাহাড়ে নানা সমস্যার সমাধানে অনীতকে চিঠি অজয়ের

জিটিএ'র সভা ডাকার দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে (জিটিএ) নিয়মিত সাধারণ সভা ডাকা হচ্ছে না। ফলে চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা, চা পর্যটন প্রকল্প সহ একাধিক ইস্যু নিয়ে আলোচনাও আটকে। মঙ্গলবার জিটিএ'র সদস্য তথা ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের আহ্বায়ক অজয় এডওয়ার্ড এই অভিযোগ তোলেন।

তাঁর বক্তব্য, 'প্রতি তিন মাস অন্তর জিটিএ'র সাধারণ সভা হওয়ার কথা। কিন্তু ২০২২ সালে বোর্ড গঠনের পর থেকে মাত্র তিনটি সাধারণ সভা ও একটি জরুরি সভা হয়েছে।' তাই দ্রুত সাধারণ সভা ডাকার আবেদন জানিয়ে অনীত থাপাকে মঙ্গলবার চিঠি দেন তিনি। সংস্থার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার অবশ্য দাবি, 'তিন মাস অন্তর সাধারণ সভা করতে হবে, এমন কোনও নিয়ম নেই। জিটিএ'র বিভিন্ন দপ্তর আলাদাভাবে নিয়মিত বৈঠক করছে। অজয় এডওয়ার্ড শুধু খবরে আসতেই এসব বলেন।'

২০২২ সালের ১৫ জুলাই অনীত থাপা জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ হিসেবে দায়িত্ব নেন। অজয়ের কথায়, 'প্রতি তিন মাস অন্তর সাধারণ সভা হওয়ার কথা। কিন্তু ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর জিটিএ-তে কোনও সাধারণ সভা হয়নি। ফলে পাহাড়ে প্রচুর সমস্যা থাকলেও সেসব নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না।' তাঁর অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার চা পর্যটন নীতি নিয়ে বাগানের ৩০ শতাংশ জমি মালিকপক্ষকে অন্য ব্যবসার জন্য দিচ্ছে। এব্যাপারে পাহাড়ে ক্ষোভ জমেছে। জিটিএ'র উচিত সভা ডেকে এ বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যকে জানানো। চা শ্রমিকদের জমির অধিকার পাইয়ে দিতে নির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিস্তায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দেওয়া নিয়ে এখনও কোনওরকম সিদ্ধান্ত নেয়নি সংস্থাটি। এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা জিটিএ'র সভাতেই হওয়ার কথা।'

প্রতি তিন মাস অন্তর সাধারণ সভা হওয়ার কথা। কিন্তু ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর জিটিএ-তে কোনও সাধারণ সভা হয়নি। ফলে পাহাড়ে প্রচুর সমস্যা থাকলেও সেসব নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনীত থাপা নিয়মিত লালকুঠিতে আসেন না। তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছেন আর ভিডিও বানাচ্ছেন।

অজয় এডওয়ার্ড *আহ্বায়ক, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট*

মঙ্গলবার অজয় অনীতের উদ্দেশে কটাক্ষের সুরে বলেন, 'অনীত থাপা নিয়মিত লালকুঠিতে আসেন না। তিনি বিভিন্ন এলাকায় ঘুরছেন আর ভিডিও বানাচ্ছেন। অথচ বিভিন্ন প্রয়োজনে এসে তাঁকে মানুষ পাচ্ছেন না। ঘুরে যেতে হয় তাঁদের।'

সোমবার অনীত লালকুঠিতে একটি সভা করেন। তারপরই এদিন অনীতকে চিঠি দিয়ে অজয় জিটিএ'র সাধারণ সভা ডাকার আবেদন জানান। এদিকে, বিনয় তামাংয়ের অভিযোগ, 'জিটিএ নিয়মবহির্ভূত কাজকর্ম করছে। অনীত বিরোধীদের আক্রমণকে ভয় পেয়েই সাধারণ সভা ডাকা থেকে বিরত থাকছেন।'

ধর্ষণের চেষ্টায় গ্রেপ্তার

খড়িবাড়ি, ১৫ জুলাই : মামাবাড়িতে এসে প্রতিবেশীর লালসার শিকার নাবালিকা। শোয়ার ঘরে খাটের নীচে লুকিয়ে থেকে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত তরুণ। ধৃত প্রতিবেশী তরুণের নাম বিকাশ বির্জা। পকসো আইনে মামলা রুজু করে মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

খড়িবাড়ির একটি চা বাগান সংলগ্ন এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ সকলে খাওয়াদাওয়ার পর নাবালিকা পাশের ঘরে ঘুমোতে যায়। সুযোগ বুঝে ওই ঘরে খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন অভিযুক্ত তরুণ। খাটে শোয়ার কিছুক্ষণ পর নাবালিকা বুঝতে পারে নীচে কিছু একটা আছে! খাট থেকে নামতেই তাকে ঘরে একা পেয়ে ধরে অভিযুক্ত ধর্ষণ করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। নাবালিকার চিৎকারে পরিবারের সদস্যরা ছুটে এলে অভিযুক্ত পালিয়ে যান। নির্যাতিতার পরিবার সোমবার খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগে দায়ের করে। তদন্তে নেমে সোমবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সেজে প্রতারণার চেষ্টা

নকশালবাড়ি, ১৫ জুলাই : ভুয়ো পুলিশ পরিচয় দিয়ে বিজেপি কর্মীকে অপহরণের চেষ্টা ও মোটা অঙ্কের টাকা দাবি। নকশালবাড়ি থানায় বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে না বলে অভিযোগ। অভিযোগকারী শ্যামল রায় জানান, তাঁকে অভিযোগপত্রের প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে না। যদিও থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী নিজে কয়েকদিন আগে একটি ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং তাঁর অভিযোগপত্রের বয়ানে অসংগতি রয়েছে।

নকশালবাড়ি বাজারের ঘাটানি মোড়ে একটি সোনার দোকান রয়েছে শ্যামলের। তিনি বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। প্রায় দেড় মাস আগে মন্দিরে চুরি হওয়া সোনা কেনার অভিযোগে শ্যামলকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি কিছুদিন জেলও খেটেছেন।

মূল ঘটনার সূত্রপাত গত ৯ জুলাই। শ্যামলের অভিযোগ, সেদিন দুপুরে গাড়ি করে তিনজন পুরুষ ও দুজন মহিলা দোকানে ঢুকে তাঁর ওপর চড়াও হয়। তাঁদের মধ্যে মিলন থাপা নামে এক তরুণ নিজেকে শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার ওসি বলে পরিচয় দেন। ওই দলেরই এক মহিলা তাঁর কাছে ৬ ভরি সোনা দাবি করে। পরে খোঁজখবর নিয়ে শ্যামল জানতে পারেন, মিলন থাপা নামে কোনও ব্যক্তি প্রধাননগর থানায় কাজ করেন না। গত ১১ জুলাই নকশালবাড়ি থানায় অভিযুক্তদের নাম ও গাড়ির নম্বর দিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন শ্যামল।

ব্রাউন সুগার উদ্ধার, ধৃত ১

নকশালবাড়ি, ১৫ জুলাই : ব্রাউন সুগার পাচারের অভিযোগে মঙ্গলবার এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃত অমর সিংহ খড়িবাড়ির গৌরসিংজোতের বাসিন্দা। নকশালবাড়ি ২ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের একটি পেট্রোল পাম্প থেকে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অমরের কাছ থেকে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ডেঙ্গি প্রতিরোধ

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : ডেঙ্গি প্রতিরোধের জন্য গাপ্পি মাছ ছাড়া হল নিকাশিনালায়। মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সেই কাজ হয়েছে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সানুপাড়ায়। এলাকার ৫০ জনের হাতে বিভিন্ন গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সদস্য গণেশ ঘোষ বলেন, 'গাপ্পি মাছ ছাড়ার পাশাপাশি পরিবেশের কথা মাথায় রেখে গাছের চারা বিতরণ করা হল। গাছগুলো যারা পরিচর্যা করবে, এক বছর পর তাদের একটি সংস্থার তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।'

মিলল মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ, শিশুখাদ্য

ওষুধের দোকানে হানা প্রশাসনের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : ড্রাগ লাইসেন্স নেই। দোকান ভর্তি মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ। অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট ওষুধের দোকানে অভিযান চালালেন বিডিও (সদর)। উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ এবং শিশুখাদ্য। খবরে পেয়ে ঘটনাস্থলে যান ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিকরাও। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শোভারহাট এলাকায় ওই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ওষুধ ব্যবসায়ী রণজিৎ হালদার নিজেকে গ্রামীণ চিকিৎসক বলে দাবি করছেন। প্রশ্ন উঠেছে, গ্রামীণ চিকিৎসক হয়ে তিনি কীভাবে ওষুধের দোকান খুলছেন। নিয়মে রয়েছে গ্রামীণ চিকিৎসকরা কারও প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারেন। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ওষুধ মজুত রেখে ব্যবসা করতে পারেন না। রণজিতের বিরুদ্ধে এর আগেও এলাকায় কাশির সিরাপ বিক্রি থেকে শুরু করে ভুল ইনজেকশন এবং শিশুকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। রণজিৎ বলেন, 'আমি একজন গ্রামীণ চিকিৎসক। যে কারণে কিছু ওষুধ আমরা রাখতেই পারি। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ আমি কাউকে দিইনি।'

সদর বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, 'আমার কাছে অভিযোগ আসে শোভারহাটের এই দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি হচ্ছে। এসে আমি নিজেও দেখলাম দোকানের প্রচুর ওষুধ এবং শিশুখাদ্যের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও মজুত করা রয়েছে। ওষুধের দোকান হলেও কোনও ড্রাগ লাইসেন্স নেই। আমি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়েছি। দোকানটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

ড্রাগ কন্ট্রোল ইনস্পেক্টর জয়ন্ত মণ্ডল বলেন, 'আমরা ওই দোকান থেকে বেশ ভালো পরিমাণে মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং নমুনা ওষুধ (যেটা বিক্রির জন্য নয়) বাজেয়াপ্ত করেছি। ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কোনও গ্রামীণ চিকিৎসক এত পরিমাণ ওষুধ দোকানে মজুত রাখতে পারেন না।'

বছরখানেক আগে এলাকার বাসিন্দা রত্না রায় তাঁর সন্তানের জ্বরের ওষুধ কিনেছিলেন রণজিতের দোকান থেকে। সন্তানকে ওষুধ খাওয়ানোর আগে তাঁর নজরে আসে সেটির মেয়াদ উত্তীর্ণ। তিনি সেই ওষুধ নিয়ে রণজিতের কাছে আসেন অভিযোগ জানাতে। সেই সময় রণজিৎ ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির ঘটনার সংবাদমাধ্যমে এলেও তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক স্তরে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ।

আমি নিজেও দেখলাম দোকানের প্রচুর ওষুধ এবং শিশুখাদ্যের মেয়াদ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও মজুত করা রয়েছে। ওষুধের দোকান হলেও কোনও ড্রাগ লাইসেন্স নেই। আমি বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়েছি। দোকানটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মিহির কর্মকার, *বিডিও*

ফের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে রণজিতের দোকানে। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধের অভিযোগ পেয়ে এদিন বিডিও মিহির কর্মকার নিজে রণজিতের দোকানে অভিযান চালান। এদিন ওষুধ হাতে নিয়ে বিডিওকে বলতে শোনা গেল 'কী ওষুধ খাওয়াচ্ছেন মানুষকে? অধিকাংশ ওষুধই তো মেয়াদ উত্তীর্ণ।' তখন দোকানের ভেতরেই এলাকার বাসিন্দাদের ভিড়। বিডিওর মুখে ওই কথা শুনে ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন বলে ওঠেন, এই তো ওর দোকানের ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছি, এটাই আমাদের ভাগ্য। স্থানীয় বাসিন্দা ওসমান আলি বলেন, 'আমরা গ্রামের মানুষ। লেখাপড়া বিশেষ জানি না। বিশ্বাস করে ওষুধ কিনে নিয়ে যেতাম। আজ জানতে পারলাম রণজিৎ হালদার পুরোনো মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রি করতেন।'

১৫ হাজার চারাগাছ, ঘাস রোপণ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : তৃণভোজী প্রাণীদের খাবার জোগান দিতে পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কের তরফে ১৫ হাজার চারা এবং ঘাস লাগানো হল। দার্জিলিং চিড়িয়াখানা এবং চিড়িয়াখানার অধীনে থাকা দুই প্রজননকেন্দ্রের তৃণভোজীদের যাতে ভবিষ্যৎ খাবারের কোনও সংকট না হয়, সেজন্য বনমহোৎসবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোম এবং মঙ্গলবার, দুইদিন এই কর্মসূচি পালিত হয়। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার পাশাপাশি তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্র এবং ডাউহিলের প্রজননকেন্দ্রে বিভিন্ন চারাগাছ ও ঘাস লাগানো হয়েছে। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার অধিকর্তা বাসবরাজ হোলাইচি বলেন, 'তৃণভোজীরা যাতে খেতে পারে এমন চারাগাছ লাগানো হয়েছে।'

ব্যাহত জলের জোগান

চোপড়া, ১৫ জুলাই : বাড়িতে ট্যাপকল রয়েছে, কিন্তু জল নেই। বছরের পর বছর পিএইচই'র পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকায় ক্ষুব্ধ চোপড়া ব্লকে দাসপাড়া ও ঘিরনিগাঁও সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, সরকারি পানীয় জলের প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমানের মন্তব্য, 'এই একই অভিযোগ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।'

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জিভাকাটা মৌজার শেখবস্তি এলাকায় প্রায় পঁচিশ বছর আগে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের জলপ্রকল্প গড়ে উঠেছিল। বছরখানেক আগে চোপড়া ব্লকে ২৩টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও অধিকাংশ এলাকায় কাজ মাঝপথে থমকে রয়েছে বলে অভিযোগ। কয়েক বছর ধরে অধিকাংশ এলাকায় পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাপতিয়াগছ ও ঝরাগছ ছাড়া বাকি বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিষেবা অমিল বলে অভিযোগ।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ইসলামপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিবেকানন্দ মণ্ডল বলেন, 'ফান্ডের সমস্যার কারণে কিছু জায়গায় ধীরগতিতে কাজ চলছে। আগে থেকে কিছু জায়গায় মেরামতির কাজ চালু হয়েছে। অনেক জায়গায় পরিষেবা মিলছে।'

কিন্তু শুরু থেকেই সেখানে সমস্যা লেগেই রয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এলাকাবাসী জানাচ্ছেন, একসময় শেখবস্তি, কুলাগাঁও ও দাসপাড়া বাজারের অনেক জায়গায় পাইপলাইন সংস্কার করা হয়েছে, বাড়িতে ট্যাপকলও রয়েছে। কিন্তু জলের দেখা নেই।

দাসপাড়ার উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'চাহিদা অনুযায়ী পানীয় জলের পরিষেবা মিলছে না, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। দুই জায়গায় কাজ চালু হলেও কিছুদিন ধরে বন্ধ রয়েছে।'

ঘিরনিগাঁও আসারুবস্তিতে বেশ কয়েক বছর আগে পিএইচই'র জলাধার বসানো হয়। ওই গ্রামের বাসিন্দা মেহবুব আলম বলেন, 'সপ্তাহে একদিন জল ছাড়া হলেও ওই জল পানের অযোগ্য। কালাগছ বাজার এলাকা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পাইপ বসানো হলেও পরিষেবা অমিল। চোপড়া, কুমারটোল সহ একাধিক জায়গায় নতুন প্রকল্পের কাজ বন্ধ রয়েছে।'

নীলগাই উদ্ধার

চোপড়া, ১৫ জুলাই : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারটোল এলাকা থেকে একটি নীলগাই উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে নীলগাইটিকে স্থানীয়রা বাজারগছ এলাকায় লোকালয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। এরপর চা বাগান এলাকা থেকে সেটিকে ধরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে বন দপ্তরের চোপড়া রেঞ্জের কর্মীরা গিয়ে নীলগাইটি উদ্ধার করেন।

শিক্ষক নেতার বাড়িতে ২১ ঘণ্টা আয়কর তল্লাশি

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৫ জুলাই : মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া এলাকায় স্থানীয় শিক্ষক জয়দেব আর্যের বাড়িতে হানা দিল আয়কর দপ্তর। এই ঘটনায় এলাকায় তো বটেই, গোটা জেলার রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়েছে। আয়কর দপ্তরের ৫ সদস্যের একটি দল টানা ২১ ঘণ্টা ধরে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালান। যদিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওই শিক্ষকের বক্তব্য, 'বছর দুয়েক আগে মোবাইলে একটি মেসেজ আসে। কিন্তু বিষয়টিতে পাত্তা দিইনি। এরপর সোমবার আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা বাড়িতে এলে বুঝতে পারি মেল হ্যাক করে মোটা অঙ্কের টাকা অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে। সেইজন্যই আয়কর দপ্তরের নজরে পড়েছি।' রাতভর চেষ্টা চালিয়ে হ্যাকারদের হদিস পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছেন জয়দেব। হ্যাকিং-এর বিষয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন কি না জানতে চাওয়া হলে, সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খোলা বারণ রয়েছে বলে আর কিছু জানাতে চাননি তিনি।

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'এটা প্রশাসনিক বিষয়। তারা তাদের কাজ করেছে। এখানে রাজনীতির কোনও বিষয় নেই। তাই এ বিষয়ে আলাদা করে কোনও মন্তব্য করব না।'

এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী বলেই পরিচিত জয়দেব। ঘটনার পরই ওই বাড়ির সামনে এলাকার লোকজন ভিড় করেন। একসময় তিনি তুফানগঞ্জ ২ নম্বর চক্রের তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সেলের সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন। জয়দেবের ঘনিষ্ঠ সূত্রেই জানা গিয়েছে, কোচবিহার সহ একাধিক জায়গায় সম্পত্তি রয়েছে তাঁর। বর্তমানে তিনি তুফানগঞ্জ শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের টাউন প্রাইমারি স্কুলে কর্মরত। আচমকাই তাঁর আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধী দলের শিক্ষক সংগঠনগুলি।

জয়দেবের মা কয়েকদিন আগে মারা গিয়েছেন। সেই সূত্রেই তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের নয়ারহাট এলাকার তিনি তাঁর গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা সোমবার প্রথমে জয়দেবের দাদা জগদীশ আর্যর বাড়ি যান। সেখান থেকে জয়দেবকে নিয়ে আসেন মাস্টারপাড়া এলাকার ওই বাড়িতে। সেখানেই চলে প্রায় ২১ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশি। এরপর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বেশকিছু ফাইলপত্র নিয়ে বেরিয়ে যান আধিকারিকরা। তবে কী কারণে এই অভিযান, আধিকারিকদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা কোনও জবাব দেননি।

শিক্ষক নেতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তুফানগঞ্জ জোনাল শাখার সম্পাদক কনজ বর্মা বলেন, 'তিনি যে শুধু তৃণমূলের শিক্ষক সমিতির দায়িত্বে ছিলেন, এমনটা নয়। তাঁর প্রভাব বলে কোঅপারেটিভ সোসাইটির সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষকদের লোন পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে কাকে, কীভাবে সহায়তা করেছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে থাকলে খুব শীঘ্রই স্পষ্ট হবে।'

তুফানগঞ্জে চাঞ্চল্য

- ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া এলাকায় শিক্ষক জয়দেব আর্যের বাড়িতে আয়কর দপ্তরের হানা
- টানা ২১ ঘণ্টা ধরে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়
- মেল হ্যাক করে মোটা অঙ্কের টাকা অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে বলে শিক্ষক নেতার দাবি
- এবিষয়ে মন্তব্য করতে চায়নি তৃণমূল কংগ্রেস

বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূলের নেতার বাড়িতে আয়কর হানা এটাই প্রমাণ করে যে তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত। ১৫-২০ লাখে যে চাকরিগুলো বিক্রি হয়েছে এক্ষেত্রেও তৃণমূল নেতা ও তাঁদের শিক্ষক সেলের সম্পর্ক থাকার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।'

স্থানীয় ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গৌতম সরকার বলেন, 'আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের আসার কথা শুনে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। তবে ঠিক কী কারণে এই হানা সে সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি।'

Opportunity for **Admission** to **B.Tech & B.Pharm** Degree Courses through **Common Entrance Examination**

CEE-AMPAI-WB-2025

Under the supervision Dept. of Higher Education, Technical Branch, Govt. of West Bengal

Vide Order No. No:- 172-Edn(T)/ HED - 16016(11)/1/2021- JD(DTED)-DTED issued by Department of Higher Education, Technical Branch, Govt. of WB.

EXAMINATION DATE 27TH JULY 2025

Accreditations, Affiliations & Approvals

UGC | NIRF | AICTE | PCI | NAAC | NBA | MAKAUT (Formerly, WBUT)

LAST DATE OF ONLINE APPLICATION **22ND JULY 2025**

TEST FEE ₹ 200/- TO BE PAID ONLINE

INSTITUTES UNDER AMPAI	COURSES OFFERED*
JIS COLLEGE OF ENGINEERING 86977 43363 | www.jiscollege.ac.in	B.TECH
NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 89024 96651 I www.nit.ac.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY 90733 22523 I www.gnit.ac.in	B.TECH
DR. SUDHIR CHANDRA SUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SPORTS COMPLEX 62919 77707/08 I www.surtech.edu.in	B.TECH
GURU NANAK INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 94330 35582 | www.gnipst.ac.in	B.PHARM

*For courses & intake available in specific institutes, visit www.ampai.in

EXAMINATION CENTRES

WEST BENGAL I BIHAR I JHARKHAND I ASSAM I TRIPURA

HELPLINE

81007 49670 I 81001 92411

All information related to **CEE-AMPAI-2025-WB** & **CEE-AMPAI-MASTERS-2025-WB** is avaliable on **www.ampai.in** along with Application Form, Eligibility Criteria, Information Brochure & Examination Schedule.

SCAN HERE

AMPAI Office Address

7 Sarat Bose Road, Kolkata - 700 020

Landline: 033-2289 3944 / 5323 I Email: info.ampai.wb@gmail.com

খানাখন্দ পেরিয়ে যাতায়াত বাসিন্দাদের। দেবীডাঙ্গায়।

চেনা পথের বাঁক, তাও চাকা ঘুরতে থাক...

'উন্নয়ন'-এর গর্তে স্কুটার নিয়ে ধপাস

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : বাইক নিয়ে রীতিমতো কেরামতি দেখাতে হয় ওই পথে চলতে গিয়ে। ফুড ডেলিভারি সংস্থার এক কর্মী সেদিন গর্ত থেকে বাঁচতে গিয়ে একটু হলেই নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছিলেন। পিচের চাদর উঠে খানাখন্দ তৈরি হয়েছে সড়কজুড়ে। সেখানে বৃষ্টির জল জমে। গাড়ির গতি খানিকটা জোরে হলেই জল ছিটকে আসছে পথচারীর গায়ে। দিনের পর দিন এলাকার এমন শোচনীয় পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের হেলদোল নেই। নাগরিকদেরও যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে রোজকার দুর্ভোগ। ছবিটা শিলিগুড়ির চম্পাসারি সংলগ্ন দেবীডাঙ্গা থেকে চম্পাসারির রুটের।

বিরক্তি প্রকাশ পায় গাড়ি নিয়ে যাতায়াতকারী অন্য এলাকার বাসিন্দাদের কথায়। স্থানীয় বিবেক সরকার ভুক্তভোগীদের একজন। তিনি বললেন, 'কালকেই স্কুটার নিয়ে পড়ে গেলাম। পায়ে চোট পেলাম, তার ওপর স্কুটার মেরামতি করাতে গচ্চা গেল।' অভিযোগ, একাধিকবার সংস্কারের আশ্বাস মিললেও কাজ হয়নি। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহা খুব একটা আশার কথা শোনাতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'রাস্তাটি পূর্ত দপ্তরের অধীনস্থ। তাই পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত মেরামত করা হবে।'

আশ্বাসে মন গলে না স্থানীয়দের। অনুরাগ কর্মকারের কথায়, 'আমরা সত্যিই হাঁফিয়ে গিয়েছি বলতে বলতে। অনেকবার অনেক জায়গায় অভিযোগ জানিয়েছি। তবে লাভ হয়নি। কবে সমস্যা মিটবে বা আদৌ মিটবে কি না, জানা নেই।'

কিছুদিন আগে গর্তে চাকা আটকে উলটে গিয়েছিল একটি টোটো। সেখান থেকে পড়ে চোট পান বছর পঞ্চাশের রঞ্জন রায়। সেই কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি, 'গোটা রাস্তার খারাপ অবস্থা। কোমরে আর হাঁটুতে আঘাত পেয়েছি। এখন হাঁটতে অসুবিধা হয়। বৃষ্টিতে তো বোঝাই যায় না, কোথায় ভাঙা বা কোথায় ঠিক।' বাকি এলাকাবাসীর সুরে সুর মিলিয়ে সুরজ পাল দাবি তুললেন, 'আমরা চাই, প্রশাসন এবার অন্তত মুখ তুলে তাকাক আমাদের দিকে।'

নতুন রাস্তার আশ্বাস এসজেডিএ'র

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : দুর্ভোগের জেরে জুন মাসে মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পতিরামজোতে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। চতুর্থ মহানন্দা সেতু হয়ে শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়ার মধ্যে যাতায়াতে পতিরামের এই রাস্তাটি অন্যতম ভরসা। কিন্তু খানাখন্দে ভরা সেই রাস্তাটি চলতি বর্ষায় ছোটখাটো পুকুরের রূপ নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) সেই রাস্তাটি নতুন করে তৈরি করার আশ্বাস দিল। সে তো প্রশাসনের তরফে বারবার আশ্বাস মেলে। কিন্তু বাস্তবায়িত হয় না বেশিরভাগই। তাই এবারেও এসজেডিএ'র আশ্বাস পূরণ হবে কি না, সেটা সময়ই বলবে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সঙ্গে এসজেডিএ'র কর্মকর্তারা বৈঠক করেন। সেখানে পতিরামজোতের রাস্তাটি তৈরি করে দেওয়ার বিষয়ে মহকুমা পরিষদ কর্তৃপক্ষ এসজেডিএ'র কাছে প্রস্তাব রাখে। কারণ এসজেডিএ'র তরফে চতুর্থ মহানন্দা সেতু এবং সংযোগকারী রাস্তাটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার বলেন, 'পতিরামজোতের রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব এবং মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে নিয়ে রাস্তাটি দেখতে যাব। রাস্তার পাশাপাশি দ্রুত সেখানে জলনিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। যাতে রাস্তার ওপর জল দাঁড়াতে না পারে।'

ঝংকার মোড় হয়ে চতুর্থ মহানন্দা সেতু পার হওয়ার পর থেকে মাটিগাড়ার শুঁটকিহাটি পর্যন্ত রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। অভিযোগ, এক বছর আগে রাস্তাটি পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হয়েছিল। পিচের প্রলেপ উঠে রাস্তার কঙ্কালসার অবস্থা তৈরি হয়েছে। এক পশলা বৃষ্টি হতে না হতেই রাস্তা পুকুরে পরিণত হয়ে যায়। আর সেই বেহাল রাস্তার জন্য প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। তবে রাস্তাটি নতুন করে তৈরির খবর পেয়ে খুশির হাওয়া পতিরামজোতে। পতিরামের টোটোচালক সুভাষ পোদ্দারের কথায়, 'এই রাস্তা দিয়ে বাস, লরি চলাচল করে। সেজন্য রাস্তার মধ্যে আরও বড় গর্ত তৈরি হয়েছে।

বিপদের হাতছানি

- ঝংকার মোড় হয়ে চতুর্থ মহানন্দা সেতু পেরিয়ে মাটিগাড়ার শুঁটকিহাটি পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা শোচনীয়
- ভারী গাড়ি যাতায়াতে রাস্তাটিতে তৈরি হয়েছে একাধিক গর্ত
- বৃষ্টি হলেই সেই গর্তে জল জমে ছোট পুকুরের রূপ নিচ্ছে

একপ্রকার প্রাণ হাতে করে চলাচল করতে হয়। নিয়ন্ত্রণ হারালেই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।' রাস্তাটি তৈরি হলে দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী আরেক টোটোচালক বলরাম দত্ত।

এই রাস্তাটির কথা তুলে বিধানসভায় সরব হয়েছিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের আশ্বাস, পতিরামজোতের পাশাপাশি মাটিগাড়ার আরেকটি রাস্তা তৈরির বিষয়ে এসজেডিএকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সেই রাস্তাটিও দ্রুত তৈরি করে দেওয়া হবে।

পতিরামজোতে রাস্তায় এভাবেই জমে থাকে জল। -ফাইল চিত্র

রাজনৈতিক তর্জা

গোয়ালপোখর, ১৫ জুলাই : প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজের বিরুদ্ধে মন্ত্রী গোলাম রব্বানির করা মন্তব্যে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'গোলাম রব্বানি একসময় কংগ্রেসের বিধায়ক ছিলেন কিন্তু তিনি দালালি করে তৃণমূলে গিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ কারও পৈতৃক সম্পত্তি নয়, যে ইচ্ছে হলেই কাউকে ধাক্কা দিয়ে বের করা যাবে। রব্বানিকে অবিলম্বে ভিক্টরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।'

রবিবার একটি সভায় ভিক্টরের বিরুদ্ধে গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন রব্বানি। তিনি বলেন 'চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর ও করণদিঘিতে ভিক্টরকে যেখানে পাবেন, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন।' এই মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান এবং থানা ঘেরাও করেন।

রব্বানির এই মন্তব্যে এলাকাজুড়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস কর্মীরা মঙ্গলবারও এলাকায় মিছিল করেন এবং বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি অবিলম্বে রব্বানিকে ক্ষমা চাইতে হবে। ক্ষমা না চাওয়া অবধি প্রতিবাদ থামবে না বলে তাঁরা জানিয়েছেন। কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয় সাধারণ মানুষ ভিক্টরের পাশে আছেন। দাবি উড়িয়ে তৃণমূল নেতা আনোয়ার আলম বলেন, 'ভিক্টরের পায়ের তলায় মাটি নেই। শুধু ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করেন।'

বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও নির্বিকার প্রশাসন ও তরুণ প্রজন্ম

ঝুঁকি নিয়ে রিভার রেস্তোরাঁ

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৫ জুলাই : উদ্দাম গতিতে বাইক চালিয়ে লুপ পুল ঘুরে, জাতীয় সড়কের পাশে ধাবায় খানাপিনা সেরে বাড়ি ফিরে আসা। ইয়ং জেনারেশনের এই ডে-আউটে এখন নতুন সংযোজন রিভার রেস্তোরাঁ। নদীর বুকে চেয়ার টেবিল পেতে, জলে পা ভিজিয়ে খাবারের স্বাদ নিতে গত কয়েকদিন ধরেই ভিড় উপচে পড়ছে ডুয়ার্সের ওদলাবাড়ির এই রেস্তোরাঁয়। অথচ, রেস্তোরাঁয় এসে নদীর জলে পা ভিজিয়ে খাবারের স্বাদ নেওয়া ছেলেমেয়েরা বা রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ কেউই এতটুকু ভাবেননি কী মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন তাঁরা।

জাতীয় সড়কের ঘিস সড়ক সেতু সংলগ্ন ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য নির্বিকার বিষয়টি নিয়ে। তবে ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি) অবশ্য বিপজ্জনক এই প্রবণতা বন্ধ করতে তৎপর

ঘিস নদীতে টেবিল-চেয়ার পেতে খানাপিনার ব্যবস্থা।

হয়েছে পুলিশ ও সেচ দপ্তর।

ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে মঙ্গলবার সকালে ঘিস নদীর ধারে ওই হোটেলে পৌঁছে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে কালিম্পং পাহাড় ও সমতলে ভারী বৃষ্টির পর এদিন সকাল থেকে নদীর জল অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। যে কারণে এদিন আর নদীর বুকে রেস্তোরাঁ বসানো হয়নি। তবে মালিক আজম প্রধান বেশ গর্বের সঙ্গেই বলেন, 'নদীতে জল কম থাকার দরুন হঠাৎ করেই হাঁটুজলে পা ডুবিয়ে রেস্তোরাঁ চালু করার ভাবনা এসেছিল। খরিদ্দারদেরও বেশ পছন্দ হয়েছিল এই আইডিয়া। যে কারণে গত কয়েকদিন ধরে খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়ছিল হুহু করে। তবে পাহাড়ি নদীতে হঠাৎ করে হড়পার বিপদের কথা মাথায় আসেনি।'

হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছেই জানা গেল, জাতীয় সড়কের ধারে এই হোটেলের খরিদ্দারদের বেশিরভাগই ওদলাবাড়ির বাইরে থেকে আসেন। মূলত তরুণ প্রজন্মেরই ভিড় এখানে বেশি। কাছাকাছি লুপ পুল, চালতা ফরেস্ট ঘুরে এখানেই খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরে যান তাঁরা। নদীর বুকে রেস্তোরাঁ চালানোর বিপজ্জনক প্রবণতা নিয়ে অবশ্য তাঁদের কারওকিছু মাথায় আসেনি।

এদিন ওই হোটেলে এসেছিলেন শিলিগুড়ির দুই তরুণ। জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় এদিনের মতো নদীর বুকে পা ভিজিয়ে খানাপিনা বন্ধ দেখে তাঁদের মন খারাপ। তাঁদেরই একজন সুভাষপল্লির সুজিত বিশ্বাস বলেন, 'এই প্রবণতা যে সত্যিই বিপজ্জনক তা ভাবনাতেই আসেনি।'

গত ১২ জুন নাগরাকাটা সংলগ্ন খরস্রোতা ডায়না নদীতে স্নান করতে নেমে দুই ছাত্রের ভেসে যাওয়ার ঘটনার পর জেলাজুড়েই পাহাড়ি নদীগুলিতে নেমে স্নান করা, ছবি তোলা, রিলস বানানো ইত্যাদির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল জেলা প্রশাসন। নদীগুলোতে নোটিশ বোর্ড লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি নিয়মিত টহলদারিও শুরু করেছিল পুলিশ। দিনকয়েক পেরোতেই অবশ্য সেসব কড়াকড়ি শিকেয় উঠেছে। সেই সুযোগে প্রশাসনের সেই নির্দেশের পরোয়া না করে নদীর বুকে রেস্তোরাঁ চালু করে দিয়েছে ওদলাবাড়ির ওই হোটেল কর্তৃপক্ষ।

সেচ দপ্তরের মালের এসডিও প্রসেনজিৎ চৌধুরী বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। বুধবারই ওই হোটেল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করে এসব বন্ধ করতে বলা হবে।' মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক বলেন, 'পুলিশ অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ভবিষ্যতেও যাতে কেউ এ ধরনের কোনও উদ্যোগ না নেন, সে বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

পুজোর বেশি দেরি নেই।।
ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির উৎপল রায়।

উদ্ধার পশু চিকিৎসকের পচাগলা দেহ

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : পচাগলা দেহ মিলল নিখোঁজ পশু চিকিৎসকের। তিনদিন আগে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন লেনদুপ ভুটিয়া। মঙ্গলবার ভক্তিনগর থানার রাজফাঁপড়ি এলাকা থেকে তেত্রিশ বছর বয়সি ওই চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তবে খুন নাকি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে, সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। ফলে রহস্য তৈরি হয়েছে।

১২ জুলাই সকালে বেরিয়ে শালুগাড়ার বাসিন্দা লেনদুপ নির্ধারিত সময়ের পরেও বাড়ি ফেরেননি। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তিনি মোবাইলও নিয়ে যাননি বলে পরিবার সূত্রে খবর। পরিবার-পরিজনদের তরফে সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করা হয়েছিল। কিন্তু ওই পশু চিকিৎসকের কোনও সন্ধান মেলেনি। তারপর সেদিনই ভক্তিনগর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এদিকে, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ এবং চিকিৎসকের পরিবারের সদস্যরা লাগাতার খোঁজ চালাচ্ছিলেন। এদিন বিকেলে রাজফাঁপড়ির এক বাসিন্দা জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এরপর পুলিশ সন্দেহের বশে চিকিৎসকের পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরিবারের সদস্যরা লেনদুপের জুতো এবং ঘড়ি দেখে তাঁর দেহ শনাক্ত করেন। পশু চিকিৎসকের মৃত্যুতে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এদিকে, শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত পরিবারের তরফে খুনের কোনও মামলা রুজু করা হয়নি। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ সন্দেহজনক কিছু পায়নি বলে খবর। তবে দেহটি ময়নাতদন্ত করার জন্য এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

> কিছু একটা নিয়ে খুব চিন্তা করছিল। তবে ঠিক কী নিয়ে চিন্তায় ছিল, সেটা ও আমাদের বলতে চায়নি। এভাবে যে আমাদের বন্ধুর মৃত্যু হবে, সেটা কল্পনাও করতে পারছি না।
>
> **কাদিম ছিরিং ভুটিয়া**
> *মৃতের বন্ধু*

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, লেনদুপ কোচবিহারে গিয়ে প্র্যাকটিস করতেন। তবে কয়েকদিন ধরে কোনও ব্যাপার নিয়ে তিনি চিন্তায় ছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা লক্ষ করেন। মৃতের বন্ধু কাদিম ছিরিং ভুটিয়া বলছেন, 'কিছু একটা নিয়ে খুব চিন্তা করছিল। তবে ঠিক কী নিয়ে চিন্তায় ছিল, সেটা ও আমাদের বলতে চায়নি। এভাবে যে আমাদের বন্ধুর মৃত্যু হবে, সেটা কল্পনাও করতে পারছি না।'

স্কুলে অবস্থান বিক্ষোভে শিক্ষকরা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৫ জুলাই : পরিকাঠামো ও শিক্ষার মানোন্নয়নের দাবিতে রামগঞ্জ হাইস্কুলে মঙ্গলবার অবস্থান বিক্ষোভে বসলেন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। স্কুল চত্বরে পোস্টার লাগিয়ে, প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেন, 'শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিককে ঘটনার তদন্ত করতে বলেছি। রিপোর্ট পেলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

বিক্ষোভকারী শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, বহুদিন ধরে পড়ুয়ারা পরিস্রুত পানীয় জল, পরিষ্কার শৌচাগার থেকে বঞ্চিত। শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত আলো ও পাখা নেই। মিড-ডে মিলের গুণমানও খারাপ। একাধিকবার সমস্যার কথা বলা সত্ত্বেও কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের আরও দাবি, বিদ্যালয়ে সিসিটিভি লাগানো, বিজ্ঞান বিভাগে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ

রামগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষকদের অবস্থান বিক্ষোভ। মঙ্গলবার।

এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করতে হবে। স্কুলের খেলার মাঠ বেদখল হতে থাকলেও কর্তৃপক্ষের হুঁশ নেই বলেও আন্দোলনকারীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। শিক্ষকদের ভোটদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে টিচার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ (টিআর) নিয়োগের দাবিতেও সরব হয়েছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, যদি শীঘ্র সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষে স্কুলের শিক্ষক মিঠুন দত্ত বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা স্কুলের পরিকাঠামো নিয়ে সরব হয়েছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। পড়ুয়াদের স্বার্থেই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি।'

এদিকে, স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ তুলেছেন প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণা শূর ও পরিচালন কমিটির সভাপতি রেজিনা বেগম। প্রধান শিক্ষিকা বলেছেন, 'আমি শিক্ষকদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চাই না। তবে আমাকে হেনস্তা করতেই তাঁরা এসব করছেন।' এই প্রসঙ্গে মিঠুনের যুক্তি, 'আমরা রাজনীতি নয়, পড়ুয়া ও স্কুলের স্বার্থে সরব হয়েছি। কর্তৃপক্ষ রাজনীতির প্রসঙ্গ টেনে মোড় ঘোরাতে চাইছে।'

পরিচালন কমিটির সভাপতি রেজিনা বলেন, 'কিছু শিক্ষক এই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছেন। হয়তো তাঁদের নেতা হওয়ার শখ হয়েছে। আচমকা ১২ জুলাই ওঁরা ক্লাস বয়কট করেছিলেন। তখনই বুঝেছিলাম, খারাপ অভিসন্ধি রয়েছে।'

ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত

চোপড়া, ১৫ জুলাই : চোপড়ার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতলঘাটায় মঙ্গলবার বালি খাদানে অভিযানে নেমে একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় রমরমিয়ে বালির কারবার চলছে। বর্ষার কারণে প্রশাসন থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও বালি তোলার কাজ চালু রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এলাকায় নিয়মিত অভিযান জারি রয়েছে।

ছেলের মৃত্যুতে আটক বাবা

গোয়ালপোখর, ১৫ জুলাই : সোমবার সন্ধ্যায় চাষের জমিতে জল দিতে গিয়েছিল বছর ষোলোর মহম্মদ মিশকাতুল। রাতে তার শ্যালো মেশিনের ঘরেই ঘুমোনোর কথা ছিল। অথচ সন্দেহ হওয়ায় নাতিকে দেখতে গিয়ে আঁতকে ওঠেন মহম্মদ ইয়াসিন। পুলিশ এসে মিশকাতুলের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। গোয়ালপোখর থানার পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করে তদন্ত শুরু হয়েছে। আটক ব্যক্তি মৃতর বাবা আবদুল বারিক। ঘটনাটি গোয়ালপোখরের ভেন্ডাবাড়ির।

মিশকাতুলের বাবার বাড়ি করণদিঘি থানার রসাখোয়ায়। তবে বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই সে দাদুর বাড়িতেই থাকতে শুরু করে। সম্প্রতি সমস্যা শুরু হয়। অভিযোগ, আবদুল নাকি তাকে রসাখোয়ার বাড়িতে ফিরে যেতে চাপ দিচ্ছিলেন। যদিও সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি মিশকাতুল। এরই মধ্যে মিশকাতুল জমিতে জল দিতে গিয়েছিল।

মিশকাতুলের দাদু মহম্মদ ইয়াসিনের দাবি, 'দীর্ঘদিন ধরে জামাই আবদুলকে এলাকায় দেখা যায়নি। হঠাৎ সেদিন তাকে দেখে খটকা লেগেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এত রাতে এখানে কেন ঘুরছে? উত্তরে ও জানাল, মিশকাতুলের ফোন বন্ধ থাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না। নাতিকে শ্যালোর ঘরে খুঁজতে গিয়ে দেখি, সে নীচে পড়ে আছে। ওর গলায় একাধিক দাগ দেখেছি।' বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয়রা আবদুলকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ইয়াসিন বললেন, 'নাতিকে মারতে কেউ দেখেনি। তবে ওর বাবার আচরণে আমাদের সন্দেহ হয়েছে। আমরা তদন্তের দাবি জানিয়েছি।'

চুরির পর কেক খেতে গিয়ে ধৃত ভাইবোন

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৫ জুলাই : বড়দের তত্ত্বাবধানে নিখুঁত 'অপারেশন'। পরপর তিনটি দোকানে চুরি সেরে ফেললেও শেষপর্যন্ত হার মানতে হল লোভের কাছে। মঙ্গলবার ভোরে শামুকতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুটি মোবাইল ফোন ও একটি কেকের দোকানে চুরি হয়। হাতেনাতে ধরা পড়ে বারো বছরের এক কিশোরী ও চোদ্দো বছরের এক কিশোর। মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন জিনিস চুরির পর পাশের কেকের দোকানে বসে কেক খায়। এসব করতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়। ততক্ষণে ব্যস্ত বাসস্ট্যান্ড এলাকায় লোকজন চলে এসেছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন অটোচালক তাদের দেখে ফেলেন। তিনিই বাকিদের খবর দেন। পুলিশ বলছে, এর পিছনে বড়দের গ্যাং রয়েছে। তারা বাচ্চাদের কাজে লাগাচ্ছে।

ধৃত দুজন সম্পর্কে ভাইবোন। এর আগেও কমবয়সিদের চুরির কাজে লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। শামুকতলা থানার বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ এর আগেও এমন কমবয়সি দুষ্কৃতীদের ধরেছে। তবে কিশোরী ধরা পড়ার ঘটনা মনে করতে পারছে না পুলিশও। শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'তিনটি দোকানে চুরির ঘটনায় এক কিশোর ও এক কিশোরীকে আমরা ধরেছি। এদের বয়স ১২ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। এর আগে বাচ্চা ছেলেদের বিভিন্ন চুরির ঘটনায় নাম জড়িয়েছে। কিন্তু এভাবে ১২ বছরের কিশোরীকে চুরির ঘটনায় জড়িত থাকতে দেখে আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন। এই চুরির পিছনে বয়স্ক কোনও ব্যক্তি জড়িত রয়েছে বলে আমরা সন্দেহ করছি।' চক্রের মূল পান্ডার হদিস পেতে ধৃত কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে গল্প করে তথ্য জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার প্রশান্ত বর্মনের কথায়, 'আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজগুলিও আমরা সংগ্রহ করছি। চুরি যাওয়া কিছু মালপত্র বাজেয়াপ্ত করেছি। এই চুরির পিছনে আর কারা আছে সেটা জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

চুরির পর শামুকতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি দোকানের সামনে ভিড়।

মোবাইল ফোনের দোকানের মালিক নুর মহম্মদ ভোর সাড়ে ৪টা নাগাদ স্থানীয়দের ফোনে জানতে পারেন, তাঁর দোকানে চোর ঢুকেছে। দ্রুত দোকানে এসে দেখেন, কাঠের দরজা ভাঙা। পাশের কেকের দোকান ও অন্য একটি মোবাইলের দোকানের দরজাও একইভাবে ভাঙা। নুর বলেন, 'শামুকতলা বস্তি এলাকার কমবয়সি একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে চুরির উদ্দেশ্যে আমার এবং পাশের দুই দোকানে ঢুকেছিল। তাদের আমরা হাতেনাতে ধরে ফেলি। দোকানের ভেতরে গিয়ে দেখি বেশ কিছু সামগ্রী, মোবাইল ফোন, ইয়ার বাডস, স্মার্টওয়াচ সহ অন্যান্য অনেক সামগ্রী চুরি হয়েছে। কেকের দোকানে কোনও জিনিস চুরি না করলেও তারা দুটি কেক খেয়েছে।'

অবাক সবাই

- মঙ্গলবার ভোরে শামুকতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দুটি মোবাইল ফোন ও একটি কেকের দোকানে চুরি
- হাতেনাতে ধরা পড়ে বারো বছরের এক কিশোরী ও চোদ্দো বছরের এক কিশোর
- মোবাইল সহ বিভিন্ন জিনিস চুরির পর পাশের কেকের দোকানে বসে তারা কেক খায়

দেবব্রত পাল নামে অন্য এক ব্যবসায়ী বলেন, 'আমি মোবাইল ফোনের বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করি। দোকান থেকে চারটি স্পিকার চুরি হয়েছে। ১২ বছরের একটি মেয়ে এই চুরির ঘটনায় জড়িত জানতে পেরে আমরা অবাক।'

ওই দুজন পাশের একটি গলিতে কিছু চোরাই সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছিল। সেসব উদ্ধার করা হয়েছে। তবে পুলিশ বলছে, তাদের সঙ্গে বড় কেউ ছিল। সে অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে আরও চোরাই সামগ্রী ছিল বলে মনে করা হচ্ছে।

বাড়ি চাপা

পুরুলিয়ার টামনা থানার ভাণ্ডার পুয়ারা গ্রামে বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হল ৩ জনের। জখম হয়েছেন আরও ৩ জন। প্রশাসনের তরফে পুনর্বাসনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ছুটি বাতিল

আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত নিকাশি বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল করল কলকাতা পুরসভা। বন্যা পরিস্থিতির জন্য এই সিদ্ধান্ত। দুর্গাপুজো, সহ একাধিক উৎসবের দিকে নজর রাখবে সম্পূর্ণ বিভাগ।

ফের তলব

অনুব্রত কাণ্ডে ফের বীরভূমের পুলিশ সুপারকে দিল্লিতে ডেকে পাঠাল জাতীয় মহিলা কমিশন। বুধবার ১০টায় যেতে বলা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত কিছু বিষয়ে উত্তর চাইছে কমিশন।

একুশের গান

২১ জুলাই সমাবেশকে সামনে রেখে গান উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটির কথা ও সুর শিল্পী নাজমুল হকের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টজনরা।

আকাশজুড়ে মেঘ করেছে... মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন থেকে আবীর চৌধুরীর তোলা ছবি।

বন্যার শঙ্কায় আগাম সতর্কতা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ জুলাই : টানা বৃষ্টি ও ডিভিসির দফায় দফায় জল ছাড়ার ফলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের বহু এলাকায়। প্লাবিত হয়েছে হুগলি, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হাওড়া সহ একাধিক জেলার নীচু এলাকা। ডিভিসি সূত্রে খবর, পাঞ্চেত থেকে প্রায় ৩৬ হাজার ও মাইথন থেকে প্রায় ৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। ডিভিসির এই কার্যকলাপে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের জল, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য দপ্তরকে পরিস্থিতির মোকাবিলায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ২৮ লক্ষ পাকা বাড়ি তৈরির আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, প্লাবিত এলাকার নজরদারিতে তিনজন করে সচিব নিযুক্ত করতে হবে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দুই দিনাজপুর ও মালদা সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বন্যা নিয়ন্ত্রণে জেলাশাসকদের প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতি নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, '১৮ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৭ হাজার লক্ষ কিউবিক মিটার জল ছেড়েছে ডিভিসি রাজ্যকে না জানিয়ে। ১৫ বছর ধরে আমরা এই সমস্যায় ভুগছি। এর আগেও আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। নীতি আয়োগের বৈঠকেও এই কথা জানিয়েছি। তাও আমাকে না জানিয়ে জল ছাড়ছে ডিভিসি। লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না।' খানাকুল, আরামবাগ, আমতা, উদয়নারায়ণপুর সহ একাধিক নীচু এলাকায় নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দুর্গাপুর ব্যারেজে জলের চাপ বাড়লে সেখান থেকেও জল ছাড়া হতে পারে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রতিটি জেলার ডিএম, এসপি, বিডিও ও আইসিদের নজরদারিতে রাখার পাশাপাশি নীচু এলাকায় দ্রুত ত্রাণ শিবির খোলার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। তাঁর আশ্বাস, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে।'

> ১৫ বছর ধরে আমরা এই সমস্যায় ভুগছি। এর আগেও আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। নীতি আয়োগের বৈঠকেও এই কথা জানিয়েছি। তাও আমাকে না জানিয়ে জল ছাড়ছে ডিভিসি।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন প্লাবন পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্যের সকল জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মমতা। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার সহ সরকারি আধিকারিকরা। বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঘটনা রুখতে বিদ্যুৎ দপ্তরকে সচেতনতার প্রচার বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকে ঘাটাল, খানাকুল ও ঝাড়গ্রাম সহ নীচু এলাকাগুলিতে মাইকিং করে মানুষকে সতর্ক রাখার কথাও বলা হয়েছে। শুকনো খাবার, পানীয় জল, ত্রিপল, ডায়েরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাপের কাটার ওষুধের যথাযথ বন্দবস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে। মমতার অভিযোগ, 'অসমের বন্যা হলে তারা ত্রাণ পায়। কিন্তু গঙ্গার ভাঙন হলেও বাংলা ত্রাণ পায় না।'

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ এলাকাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী বেশ কিছুদিন। টানা বর্ষণে হতে পারে ফসলের ক্ষতিও। সেই কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর সতর্কতা, 'কৃষকদের ফসলের ক্ষতি হলে তাঁদের বিমার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রয়োজনীয় টাকা রাজ্য সরকার দেবে।' বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বার্তা, 'দয়া করে সকলেই সরকারের কাজে সহযোগিতা করুন।'

বাঙালি বিদ্বেষের অভিযোগ নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার

ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্রে হেনস্তার প্রতিবাদ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৫ জুলাই : ওডিশা, দিল্লির পর ছত্তিশগড়। বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ে ফের বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে রাখার অভিযোগ জানিয়ে সরব হল তৃণমূল। এছাড়াও এদিনই মহারাষ্ট্রের পুনেতে গিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রমিকরা বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও পুলিশি হেনস্তার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ সামনে এল। এই ঘটনায় বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র।

ছত্তিশগড়ে বস্তার অঞ্চলের কণ্ডাগাঁও জেলায় নদিয়ার ৯ জন শ্রমিককে দীর্ঘদিন আটক করে রেখেছিল পুলিশ। অভিযোগ, তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা না দিয়েই ওই অঞ্চলে থাকছিলেন। সোমবার ছত্তিশগড় হাইকোর্টের নির্দেশে জেলা প্রশাসনের চিঠির ভিত্তিতে ওই শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রে যাওয়া বাঙালি শ্রমিকদের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মতুয়া সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরের সই করা কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁদের হেনস্তা করা হয়। মহুয়ার অভিযোগ, এই ঘটনা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী ও মৌলিক অধিকার হরণের শামিল।

বুধবার বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে রাজপথে নামবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতিবাদের সুরে সব ঘটনারই উল্লেখ থাকবে বলে মনে করছে তৃণমূলের অন্দরমহল।

মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করে মহুয়া বলেন, 'মৌলিক অধিকারের ১৯(১)(ডি) ও (জি) হরণ করেছে ছত্তিশগড় পুলিশ। ৯ জন পরিযায়ী শ্রমিককে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার পর তাঁদের জোর করে বাসে তুলে দিয়েছে পুলিশ। বাধ্য করা হয়েছে ছত্তিশগড় ছেড়ে বাংলায় চলে আসতে। সকলের অধিকার আছে দেশের যে কোনও রাজ্যে থাকার ও কাজ করার। ইচ্ছাকৃত সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।' মিথ্যা মামলায় নদিয়ার কৃষ্ণনগরের পরিযায়ী শ্রমিকদের জেলবন্দি করা হয়েছে বলেই অভিযোগ মহুয়ার। তৃণমূলের সাংসদ শামিরুল ইসলাম মহারাষ্ট্রের মতুয়া বাঙালি নির্যাতনকে নিন্দা জানিয়েছেন। হাবড়া নিবাসী মতুয়া তরুণ আরুষ অধিকারী ও তাঁর পরিবারকে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করেছিল পুলিশ। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর প্রশ্ন তোলেন, 'কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্বাক্ষর করা মতুয়া মহাসংঘের কার্ড থাকা সত্ত্বেও এই আটক কেন?'

গত বেশ কয়েকদিন ধরেই বাংলা থেকে যাওয়া শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে আটক করে রাখার অভিযোগ উঠছে। বাংলাভাষী হলেই তাঁদেরকে 'বাংলাদেশি' বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপি বরাদ্দ অর্থ দেওয়া বন্ধ করে বাংলার শ্বাসরোধের চেষ্টা করছিল। সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর কৌশল বদলে বাংলাভাষী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার শুরু করেছে।

ছত্তিশগড়ের পুলিশ নদিয়ার শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করার পরও তাঁদের পরিবার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পুলিশকে কোনও তথ্য দেয়নি। জেলবন্দি শ্রমিকদের থেকে ফোনও কেড়ে নেওয়া হয়। এটা প্রত্যক্ষভাবে অপহরণের শামিল। শ্রমিকদের পরিবার ও সহকর্মীদের দাবি, ইচ্ছাকৃতভাবে শ্রমিকদের ওপর 'ভুয়ো' অভিযোগ আনা হয়েছে। মহারাষ্ট্র কাণ্ডে শান্তনুর পালটা দাবি, 'মতুয়ারা সবাই সিএএ-র আওতায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে মতুয়াদের নাম কাটছে। কারণ, এরা বিজেপিকেই ভোট দেয়। ভোট কমাগেতেই বৈধ নাগরিকত্ব কাড়ছে তৃণমূল।'

মোদির সভার আগেই পথে নামছেন মমতা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জুলাই : ইনিংস শুরু করবেন ভেবেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু পাশার দান উলটে দিয়ে সেই ইনিংস শুরু করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের দামামা বাজাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এটা ধরে নিয়েই ঠিক তার আগে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরকে কাজে লাগিয়ে মোদিকে দিয়ে ঝোড়ো ইনিংস খেলাতে চেয়েছিল বিজেপি। বিজেপির সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে আচমকাই প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে ১৬ জুলাই পথে নামছেন মমতা। রাজ্য বিজেপির এক নেতার মতে, এখন মমতাই ঠিক করে দেবেন ইস্যু। কার্যত তাঁর তোলা ইস্যুরই জবাব দিতে হবে মোদিকে।

১৮ জুলাই দুর্গাপুরে সরকারি একটি অনুষ্ঠানে এসে রাজ্যের শিল্পে কয়েক হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের একাধিক শিলান্যাস করার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। প্রধানমন্ত্রীর সেই সফরকে মাথায় রেখে সরকারি অনুষ্ঠানের সঙ্গেই দলীয় সভা করে '২৬-এর নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে রাজ্যে বঞ্চনার অভিযোগের জবাব দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বিজেপির। তার সঙ্গে ছিল আরজি কর থেকে কসবা কাণ্ডে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের অভিযোগ। ভোটার তালিকা নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগের জবাব দিতে তৈরি ছিল অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া ও বিএসএফকে জমি না দেওয়ার মতো পালটা অভিযোগও। রাজনৈতিক মহলের মতে, একুশে জুলাইয়ের আগে যা যথেষ্টই চাপে ফেলতে পারত তৃণমূলকে। সেটা বুঝেই বিজেপির ওপর পালটা চাপ তৈরি করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে অপমানের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুকে বেছে নিয়েছেন মমতা। সম্প্রতি একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে বাংলাভাষীদের অবৈধ বাংলাদেশি বলে দেগে দিয়ে তাঁদের হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি বলে পুশব্যাক করার মতো ঘটনা ঘটেছে অসম, দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো একাধিক বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে। এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মমতা। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে দিল্লির কাছে বার্তা পাঠানোর পাশাপাশি এবার রাস্তায় নেমে রাজনৈতিকভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৬ জুলাইয়ের প্রতিবাদ মিছিল থেকে এই ইস্যুতে সরব হবেন মমতা।

> বিপদে পড়লেই মুখ্যমন্ত্রীর বাংলা ও বাঙালির কথা মনে পড়ে। উনি তো রাজ্যে বসবাসকারী অবাঙালিদের কথায় কথায় অসম্মান করেন।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

তৃণমূলের এই কর্মসূচিতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। দলের একাংশের মতে, ভোটের মুখে বাংলা ভাষার অপমান ও বাঙালির ওপর হেনস্তার মতো ইস্যুকে হাতিয়ার করে বাঙালি আবেগে ধাক্কা দিতে পারেন মমতা। তারই প্রতিফলন এদিন শোনা গিয়েছে, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মুখে। সুকান্ত বলেছেন, 'বিপদে পড়লেই মুখ্যমন্ত্রীর বাংলা ও বাঙালির কথা মনে পড়ে। উনি তো রাজ্যে বসবাসকারী অবাঙালিদের কথায় কথায় অসম্মান করেন। রাজ্যে তো কোনও শিল্পই নেই। রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে যাঁরা বিপদে পড়ছেন, তাঁরা রাজ্যে ফিরে এলে উনি তাঁদের হাতে কাজ দিতে পারবেন তো?'

তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে সঞ্জয়

কলকাতা, ১৫ জুলাই : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনে তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল দোষী সাব্যস্ত হওয়া সঞ্জয় ঘোষ। আগেই তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল নির্যাতিতার পরিবার। সিবিআই তদন্তের গাফিলতির অভিযোগে আদালতের নজরদারিতে পুনরায় তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন তাঁরা। এবার সঞ্জয়ের দাবি, তদন্ত যে অনুমানভিত্তিক ছিল তা নিম্ন আদালতের বিচারকের কাছে স্পষ্ট নয়। ঘটনার সঙ্গে তার সরাসরি যোগ প্রমাণ করাও যায়নি। তাই কীভাবে এই রায় দেওয়া হল ও তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সঞ্জয়। মঙ্গলবার নির্যাতিতার বাড়িতে যান সিবিআই আধিকারিকরা। ঘটনাস্থলে যেতে চেয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন নির্যাতিতার পরিবার। সেই বিষয়ে কথা বলতেই সিবিআই তাদের বাড়িতে যায় বলে সূত্রের খবর।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সঞ্জয় বেকসুর খালাস পেতে চেয়ে আগেই হাইকোর্টে মামলা করেছিল। এবার তার প্রশ্ন তদন্ত নিয়ে। তার যুক্তি, সিসিটিভি ফুটেজে ৪টে ৩ মিনিট থেকে ৪টে ৩৬ মিনিট পর্যন্ত তাকে তিনতলায় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অপরাধের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র প্রমাণ করতে পারেননি তদন্তকারীরা।

কসবা কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে উপাধ্যক্ষ

কলকাতা, ১৫ জুলাই : কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় তৎপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কলেজের উপাধ্যক্ষ নয়না চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত পরিচালন সমিতির এক সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এই ঘটনায় উপাধ্যক্ষ সহ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তাই নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাঁদের। সূত্রের খবর, অন্তত ৩০ থেকে ৩৫টি প্রশ্ন করা হয়। তাঁদের জবাব লিখিত আকারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়েছে। এই জবাব পাঠানো হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গঠিত ৬ সদস্যের কমিটির কাছে। তা খতিয়ে দেখে তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

খুঁটিপুজো করে প্রস্তুতি শুরু একুশের

কলকাতা, ১৫ জুলাই : একুশের মহাসমাবেশ ঘিরে সাজো সাজো রব ধর্মতলায়। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর তত্ত্বাবধানে মঙ্গলবার খুঁটিপুজোর মাধ্যমে শুরু হয়ে গেল একুশের মঞ্চ বাঁধার কাজ। ত্রিস্তরীয় মঞ্চে থাকছে শহিদ পরিবারের বসার ব্যবস্থা। সিঁড়ির বদলে মূল মঞ্চে ওঠার জন্য তৈরি হচ্ছে র‍্যাম্প। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে বাড়ানো হবে মঞ্চের পরিধি। এবারের একুশে 'ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তা' ইস্যুই যে তৃণমূল সুপ্রিমোর মূল হতে চলেছে, তা খুঁটিপুজোতেই স্পষ্ট করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব।

খুঁটিপুজোয় হাজির সায়নী ঘোষ, জয়প্রকাশ মজুমদার সহ অন্যরা।

সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, 'বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালিদের চূড়ান্ত হেনস্তা করা হচ্ছে। বাংলা ও বাঙালিকে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের।' একুশের আগেই বুধবার বাঙালিদের অধিকার রক্ষার দাবিতে একযোগে পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের প্রশ্ন, 'ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে বিজেপি। অসমে হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও বাংলায় শুভেন্দু অধিকারী দু'জনেই এক। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা বাংলাকে অপমান করার অধিকার হেমন্তকে কে দিয়েছে?' এর থেকেই স্পষ্ট, ২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে শেষ ২১ জুলাইয়ের 'মেগা' ইভেন্টে বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করতে চলেছে শাসকদল।

বিধানসভা ভোটের আগে শাসকদল 'ইমেজ' রক্ষার্থে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে সামনের সারিতে রাখবে কি না, সেই নিয়েই উঠেছিল প্রশ্ন। তবে সব 'দাদাগিরি'-র চর্চাকে টেক্কা দিয়ে খুঁটিপুজোয় দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে দেখা গেল তৃণাঙ্কুরকে। একুশের প্রথম মঞ্চের মাপ হতে চলেছে ৫২ ফুট বাই২৪ ফুট। দ্বিতীয় মঞ্চ হবে ৪৮ ফুট বাই ২৪ ফুটের। তৃতীয় মঞ্চটির মাপ ৪০ফুট বাই ২৪ ফুটের। তবে নিম্নচাপের প্রভাবে একুশে জুলাইয়ের দিন বৃষ্টি একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ময়দানে জল জমার ফলে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে হাজারো গাড়ির পার্কিং ব্যবস্থাও বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

মোদিকে ভোটের চ্যালেঞ্জ সায়নীর

কলকাতা, ১৫ জুলাই : একুশে জুলাইয়ের আগেই বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির বঙ্গ সফরকে 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' বলে ইতিমধ্যেই তোপ দেগেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। সাংসদ সায়নী ঘোষ পরোক্ষভাবে 'ওপেন চ্যালেঞ্জ' ছুড়ে মোদির উদ্দেশে বলেন, মোদিজি আসার আগের দিনই আমিও আসানসোলে সভা করতে যাচ্ছি। তাঁর আসায় কোনও সমস্যা নেই, তবে ভোটে জিততে পারবেন কিনা সেটাই দেখার। সায়নীর এই বার্তাকে প্রকারান্তরে প্রধানমন্ত্রীর সভার সঙ্গে নিজের সভার তুলনা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের পালটা কটাক্ষ, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সায়নী ঘোষের তুলনা করাই অবান্তর।'

দুর্গাপুরে মোদির সভাকে 'সার্কাস' বলে আখ্যা দিচ্ছে তৃণমূল। দলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'মঞ্চের একদিকে থাকবেন দিলীপ ঘোষ, অন্যদিকে থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। মাঝে রেফারির কাজ করবেন শমীক ভট্টাচার্য। আমরা দেখব, প্রধানমন্ত্রী নিজের ভাষণে প্রথম দুটো লাইন অন্তত বাংলায় বলতে পারেন কিনা?' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'সুকান্ত মজুমদারকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। আমরা মজা দেখব।'

ডিএ শুনানি এগোতে পারে, তৎপর নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ জুলাই : সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির 'মেনশন হিয়ারিং'-এর চাপে পড়ে সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি কি এগিয়ে আসছে? ৪ অগাস্ট ফের সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানির দিন নির্ধারিত আছে। তার আগে মামলার সর্বশেষ শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, ২৭ জুনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে কর্মচারীদের বকেয়া ২৫ শতাংশ ডিএ মিটিয়ে দিতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ পালনের বদলে আদালতের কাছে ওই রায়ের ওপর 'মডিফিকেশন' চেয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে রাজ্য সরকারের আর্জি, তাদের এ ব্যাপারে আরও ৬ মাস সময় দেওয়া হোক। তার মধ্যেই রায়ের ওপর মডিফিকেশন চায় তারা। জটিলতার শুরু এখান থেকেই। সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার যাতে যত শীঘ্র সম্ভব শুনানি হয় তার জন্য কর্মচারী সংগঠনের পক্ষের আইনজীবীরা আদালতে 'মেনশন হিয়ারিং'-এর পথ নিয়েছেন। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা সুপ্রিম কোর্টে এগিয়ে নিয়ে এলে ডিএ'র ওপর মূল মামলা ও পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের সময় বাড়ানোর আর্জি এবং 'মডিফিকেশন' মামলার শুনানি একসঙ্গে করতে পারে সুপ্রিম কোর্ট। আইনজীবীদের একাংশের ধারণা, একই ইস্যুর ওপর বিভিন্ন ধরনের মামলা সুপ্রিম কোর্ট সাধারণত একত্র করেই শুনানির দিন ধার্য করে। সেটা হলে ৪ অগাস্ট কর্মচারীদের মূল ডিএ মামলার দিনও এগিয়ে এনে সুপ্রিম কোর্ট একসঙ্গে শুনানি করতে পারে।

মঙ্গলবার নবান্ন প্রশাসন সূত্রের খবর, ডিএ মামলা সুপ্রিম কোর্টে এগিয়ে আনার সম্ভাবনার কথা সরকারের কানে এসে পৌঁছেছে। আর তাতেই তৎপরতা বেড়েছে নবান্নের সরকারি মহলে।

'নেতা একজনই, মাঝখানে কেউ নেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : 'নেতা একজনই, মাঝখানে কেউ নেই' বলে আসলে কাকে নিশানা করতে চাইলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী? এটাই মঙ্গলবার রাজনৈতিক মহলের মূল আলোচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিন খড়্গপুরে কন্যা সুরক্ষা যাত্রার সভা থেকে শুভেন্দু এই মন্তব্য করেন। সরাসরি নাম না করলেও রাজনৈতিক মহলের মতে, শুভেন্দুর এই মন্তব্যের লক্ষ্য প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

কসবা কাণ্ডের জেরে কন্যা সুরক্ষার দাবিতে গত তিন সপ্তাহ ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা' কর্মসূচি করছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায় ও ঘাটালের শীতল কপাটকে সঙ্গে নিয়ে খড়্গপুরের মালঞ্চ সেন চক থেকে প্রেমহরি ভবন পর্যন্ত মিছিল করেন শুভেন্দু। মিছিলের শেষে সভায় শুভেন্দু বলেন, 'শুধু কন্যা সুরক্ষা, হিন্দু সুরক্ষাই নয়, বিরোধী দলের প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও সুরক্ষা যাত্রা করতে হবে।' সম্প্রতি খড়্গপুরের এক প্রবীণ সিপিএম নেতা মিহির দাসকে প্রকাশ্যে নিগ্রহ করেছিল তৃণমূলের এক কাউন্সিলার। সেই ঘটনায় বাম-কংগ্রেস তো বটেই, মিহিরের পাশে দাঁড়িয়েছিল বিজেপিও।

দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে খড়্গপুরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায় আক্রান্ত মিহিরের সঙ্গে দেখা করেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষ। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'এক পুরোনো বামপন্থী নেতার ওপর প্রকাশ্যে আক্রমণের পরও দুর্নীতিগ্রস্ত ওই তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ। লোকদেখানো সাসপেন্ড করেছে দল। নির্বাচনের সময় দেখবেন ওই কাউন্সিলারই দলের হয়ে প্রচার করছেন। এরাই হল তৃণমূলের সম্পদ।' রাজনৈতিক মহলের মতে, খড়্গপুরে শাসক-বিরোধী ভোটকে একজোট করতেই এই মন্তব্য শুভেন্দুর।

মিছিল করে যাওয়ার সময় এদিন টিঙ্কু সিং নামে এক যুবকের সঙ্গে হাত মেলাতে দেখা যায় শুভেন্দুকে। পরে মঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, 'টিঙ্কুর মতো যুবনেতারা আমাদের সঙ্গে আছেন।...তবে দুটো জিনিস মনে রাখবেন, আমাদের প্রতীক পদ্ম, হিন্দিতে যাকে বলে কমল। আমাদের নেতা একজন, তাঁর নাম নরেন্দ্র মোদি। মাঝখানে কেউ নেই।' পরে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা বলেন, 'দিলীপ-গড় বলে পরিচিত খড়্গপুরের সভা থেকে শুভেন্দুর এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।'

খড়্গপুরে বললেন শুভেন্দু

সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে মণ্ডল সভাপতি টিঙ্কু সিংয়ের সমাজমাধ্যমে দিলীপ ঘোষের একটি পোস্টকে লাইক করার জন্য তাঁকে হুমকির মুখে পড়তে হয়েছিল। শুভেন্দুর এই মন্তব্য নিয়ে সরাসরি কিছু না বললেও ঘনিষ্ঠ মহলে নাকি দিলীপ বলেছেন, এতদিন তো এখানে একজনই নেতাগিরি করার চেষ্টা করছিল। রাজ্য সভাপতি বলার পরে উনি হয়তো বুঝেছেন, বিজেপিতে নেতা নয়, প্রতীকই শেষ কথা।

জিলিপি-শিঙাড়া কেন্দ্র রাজ্যের দ্বন্দ্ব

কলকাতা, ১৫ জুলাই : চপ, শিঙাড়া, জিলিপি সহ স্ন্যাকস জাতীয় খাবারগুলি নিয়ে কেন্দ্রের 'অ্যাডভাইজারি' সামনে আসতেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সাফাই দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বলা হয়েছে সতর্কীকরণ নয়, বরং কেন্দ্রের তরফে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। কিন্তু বাঙালির কাছে শিঙাড়া ও জিলিপি এতই প্রিয় যে আশঙ্কায় সবাই হইহই করে উঠেছেন। বাদ যাননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। কেন্দ্রীয় সরকার নরম সুরে দাবি করেছে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাত্র। ভারতীয় স্ট্রিট ফুডগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ানোই লক্ষ্য।

বাঙালির অন্যতম প্রিয় সান্ধ্যভোজনের তালিকায় রয়েছে শিঙাড়া ও জিলিপি। কিন্তু কেন্দ্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীনস্থ অয়েল অ্যান্ড ফ্যাট বোর্ডের তরফে অ্যাডভাইজারি দিয়ে জানানো হয়েছিল, জিলিপি, শিঙাড়া, লাড্ডু, কোল্ড ড্রিঙ্কস, বড়া পাওয়ের মতো নিত্যদিনের স্ন্যাকস জাতীয় খাবার সিগারেটের মতোই ক্ষতিকারক। তাই এই জাতীয় খাবারগুলি নিয়ে তথ্যসম্বলিত বোর্ড ঝোলানোর বিষয়ে জানানো হয়। খাবারগুলিতে থাকা ক্যালোরি, ট্রান্সফ্যাট, চিনির পরিমাণ জানিয়ে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র সহ বিক্রয়ের কেন্দ্রগুলিতে বোর্ড লাগানোর কথা বলা হয়েছিল। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'কিছু সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রকের নির্দেশে এখন থেকে নাকি শিঙাড়া, জিলিপি খাওয়া যাবে না। এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি নয়। আমরা সব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি না। এই বিজ্ঞপ্তি কার্যকরও করব না।

আমার মনে হয়, শিঙাড়া ও জিলিপি অন্যান্য রাজ্যেও জনপ্রিয়। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা সঠিক কাজ নয়।' তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষও বলেন, 'বাংলায় এই ধরনের ফতোয়া মানা হবে না। কে কী খাবে সেটা তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। স্বাস্থ্যসম্মত হলেই হবে।' কিন্তু এই বিষয়টিকে স্বাগত জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। বিশিষ্ট বাইপাস সার্জেন সুসান মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই ধরনের খাদ্যাভ্যাসে মানুষের হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে। ফলে এই পদক্ষেপ কার্যকরী হলে ভালো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এই ধরনের সতর্কতা প্রয়োজন।' মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের সমালোচনা করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য বলেন, 'সস্তা জিনপ্রিয়তা পেতে মুখ্যমন্ত্রী কল্প কাহিনী ফেঁদে বসেছেন। এটা ওঁর পদের জন্য উপযুক্ত নয়।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৯ সংখ্যা, বুধবার, ৩১ আষাঢ় ১৪৩২

ত্রাসের দেশ

বদলের বাংলাদেশ প্রচারটা খুব উচ্চকিত। কিন্তু কী বদল, কোন দিকে বদল? উত্তরটা স্পষ্ট নয়। বরং বাংলাদেশ পুলিশের দেওয়া পরিসংখ্যানে বদলের ছবিটা ভয়াবহ। কেমন সেই পরিসংখ্যান? মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের কার্যকালের প্রথম ১০ মাসে দেশটায় খুনের সংখ্যা ৩৫৫৪টি। ধর্ষণ ছাপিয়ে গিয়েছে সেই সংখ্যাকে। নারী নিগ্রহের ওই অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে ৪১০৫টি। সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখলে বোঝা যায়, পুলিশের কাছে নালিশ না হওয়া অপরাধের সংখ্যা আরও অনেক বেশি।

সম্প্রতি ঢাকায় বনানীর মতো অভিজাত এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় দুই তরুণীকে হেনস্তার ভাইরাল ছবি দেখলে 'বদলের' বাংলাদেশকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ক্ষমতার একধরনের বহিঃপ্রকাশ। যা বাংলাদেশ প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে। যদিও সেদেশের সংবাদমাধ্যম দেখলে এই ভয়াবহতা মালুম হবে না। 'মবতন্ত্র' নামে যে শব্দটি বাংলাদেশে এখন প্রচলিত, তাতে এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা মেলে।

নাগরিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তির মতপ্রকাশের অধিকার সবকিছুই বেড়ি পরে আছে মবতন্ত্রের ভয়ে। ইংরাজিতে যাকে 'মব ভায়োলেন্স' বলে, সেটাই মবতন্ত্র নাম পেয়েছে বাংলাদেশে। জবরদস্তি কোনওকিছু করতে বাধ্য করা বা ক্ষমতাসীন ও তাদের সহযোগীদের অপছন্দের কার্যকলাপ করে ফেললে মবতন্ত্র জেগে ওঠে। নারীদের ক্ষেত্রে এই মবতন্ত্র যৌন নির্যাতনকে অন্যতম হাতিয়ার করে ফেলে। এমনকি, স্বপক্ষের কোনও মহিলা বেসুর হলে যৌন হেনস্তা দিয়ে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত সামনে এসেছে।

বদলের সরকার এই মবতন্ত্র থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মবতন্ত্রকে জনরোষ বলে নিজেদের দায়িত্ব আড়াল করছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও প্রশাসন। বদলের বাংলাদেশের আরেক বৈশিষ্ট্য তোলাবাজি। এপার বাংলায় যা কাটমানি নামে পরিচিত, ওপার বাংলায় তা এখন পরিচিত চাঁদাবাজি নামে। ব্যবসায়ী, দোকানদার তো বটেই, বাস মালিক, গরিব অটোচালক- কাউকেই এই জুলুম থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না।

তোলা দিতে অস্বীকার করলে মারপিট, হেনস্তা, ভাঙচুর তো চলছেই, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। চাঁদাবাজির সৌজন্যে কত খুন হয়েছে, তার হিসাব ঠিকঠাক পুলিশের কাছেও নেই। অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড ঘটছে রাজপথে, দিনের আলোয়। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পর্যন্ত সাধারণ মানুষের নেই। কেননা, জীবন দিয়ে প্রতিবাদের খেসারত দিতে হয়েছে কোথাও কোথাও।

বদলের বাংলাদেশে সবচেয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সে দেশের সংখ্যালঘুরা। বাংলাদেশে জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যালঘুদের সবচেয়ে বেশি হিন্দু। তাদের জীবন-জীবিকা, সম্পত্তি তো বটেই, ধর্ম সাংঘাতিকভাবে আক্রান্ত। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জুলাই অভ্যুত্থানের পর গত বছরের ৩ অগাস্ট থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত মোট ৩৩০ দিনে হিন্দুদের ওপর ২২৪৪টি হামলা ঘটেছে। অর্থাৎ দিনে গড়ে ৭টি হামলা হয়েছে। এর মধ্যে ব্যক্তি বা সমষ্টির ওপর আঘাতের পাশাপাশি আছে ধর্মস্থানে আক্রমণ।

সংখ্যালঘুদের ওপর ধর্ষণ, গণধর্ষণের ঘটনাগুলি এই হিসাবের বাইরে। জুলাই অভ্যুত্থানের উত্তরাধিকারের নাম নিয়ে একদল বাংলাদেশে এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। ছাত্র আন্দোলনের সমন্বায়ক পদটি নিয়ে তাই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ঢল দেখা যায়। তবে শুধু ছাত্র জনতা কিংবা তৌহিদি জনতা নামধারী উচ্ছৃঙ্খল শক্তি নয়, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির (বিএনপি) নেতা-কর্মীদের একাংশ, বিশেষ করে নীচুতলায় নৈরাজ্য তৈরি করে চলেছে।

আওয়ামী লিগের পর বিএনপি-ই বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ দল। ভোট হলে এই দলটির ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা বেশি। যে কারণে জুলাই অভ্যুত্থানের উত্তরাধিকারী জাতীয় নাগরিক পার্টি কিংবা জামায়াতের মতো দল নির্বাচন তাড়াতাড়ি করানোর পক্ষে নয়। দলটার উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রাথমিকভাবে লাগাম না টেনে এই শক্তিগুলির সমর্থনে গঠিত ইউনূস সরকার এখন বিএনপিকে কোণঠাসা করার জন্য কৌশল নিয়েছে। বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও এই পরিস্থিতি যে কোনও দেশের পক্ষে অশনিসংকেত।

অমৃতধারা

সজাগ হও, সমগ্র বিশ্বকে দেখ। দেখবে সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। যে ব্যক্তি নিজের অসন্তুষ্টি প্রশমন আর স্তাবকতার প্রত্যাশায় অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে আগ্রহী হয় তারা তাদের স্বভাবের এক লজ্জাকর লক্ষণকেই প্রকাশ করে দেয়। এভাবে দিব্যপ্রেম লাভ অসম্ভব। যদি তুমি সুখ চাও তোমার কাছে দুর্দশাই আসবে। যদি তুমি পরার্থে সুখ বিলিয়ে দাও তাহলেই তুমি আনন্দ আর প্রেমের সন্ধান পাবে। ভালোবাসা হচ্ছে তোমার স্বভাবধর্ম। তুমি ভালো না বেসে থাকতে পার না। তবে এর প্রকাশভঙ্গী পালটাতে পারে। ত্যাগহীন প্রেম- দুর্দশা, অধিকার প্রমত্ততা, ঈর্ষা আর ক্রোধে পরিবর্তিত হয়। ত্যাগ নিয়ে আসে পরিতৃপ্তি। আর পরিতৃপ্তিই প্রেমকে বজায় রাখে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

আলোচিত

সত্যি কথা বলতে কী, আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। আমরা চাই, ইউক্রেন যা করতে চাইছে, তা যেন করতে পারে। ৫০ দিনের মধ্যে রাশিয়া যদি ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ না করে তবে রাশিয়ার বন্ধু দেশগুলির পণ্য আমেরিকা কিনলে ১০০ শতাংশ হারে শুল্ক ধার্য করা হবে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

ইন্দোনেশিয়ার পাকু জালুর উৎসবে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা চলছিল। প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিতে ১১ বছরের এক কিশোর দ্রুতগামী নৌকার ওপর ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে নাচছে। চলন্ত নৌকায় ভারসাম্য রেখে তার নাচে মজেছে গোটা বিশ্ব। ভাইরাল ভিডিও।

আজ

১৮৭৮

আজকের দিনে জন্ম প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের।

১৯০৯

স্বাধীনতা সংগ্রামী অরুণা আসফ আলির জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'রামায়ণের কোনও একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।'

রবীন্দ্রনাথ বাবার কাছে বাল্মীকি পাঠ শুরু করেন

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

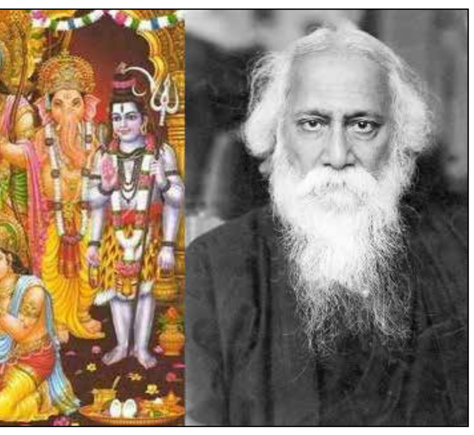

যখন 'পৃথিবীসুদ্ধ লোকে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটায়' সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের সূচনাতেই 'পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুপ ছন্দের রামায়ণ' পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। 'ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর কোনও চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।'

রবীন্দ্রনাথ যখন পিতার কাছে বাল্মীকি পাঠ শুরু করেন, সেটা তখন ১৮৭৩ সাল, রবীন্দ্রের বয়স তখন বারোর কাছাকাছি। আর যে বইটি অবলম্বনে এই মহাকাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রের প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়, সেই পুস্তকের বয়স হিসাবের মাপে রবীন্দ্রের বয়সের অপেক্ষা মাত্র নয় বছরের বড়, ১৮৫২ সালের মার্চ মাসে ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পাদনায়। ঋজুপাঠের প্রথমভাগ মুদ্রিত হয় আগের বছর ১৮৫১ সালে।

বিদ্যাসাগর সম্পাদিত ঋজুপাঠের প্রথমভাগে 'পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি উপাখ্যান ও মহাভারতের কিয়দংশ উদ্ধৃত।' ঋজুপাঠের দ্বিতীয়ভাগে রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের কিছু কিছু অংশ সংকলিত। হিমালয় ভ্রমণপর্বে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই বইয়ের মাধ্যমেই বালকপুত্রের সঙ্গে মহর্ষি বাল্মীকির পরিচয় করিয়ে দেন।

ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগের 'বিজ্ঞাপন'-এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'ঋজুপাঠের দ্বিতীয়ভাগ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত হইল। রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, রামায়ণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। এই প্রাচীন গ্রন্থ মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কোন কোন আলংকারিকেরা রামায়ণকে মহাকাব্যমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কাব্যের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদায় কালিদাসাদিপ্রণীত রঘুবংশাদি অপেক্ষাকৃত নব্য কাব্যগ্রন্থসমূহে যেরূপ লক্ষিত হয়, প্রাচীন কাব্য রামায়ণে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বাল্মীকিকাব্য পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতি বিস্তৃত বর্ণনা প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোষ আছে। যাহা হউক, অনায়াসে এই নির্দেশ করা যাইতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় এরূপ প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট পদ্যগ্রন্থ আর নাই। রামায়ণের মধ্যে অযোধ্যাকাণ্ডের রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, অন্যান্য কাণ্ডের রচনা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত ঋজুপাঠের দ্বিতীয়ভাগে অযোধ্যাকাণ্ডের কতিপয় উৎকৃষ্ট অংশ সংকলিত হইল। সংকলিত অংশ সকলের কোন কোন ভাগ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে পরিচয়ের আরও অনেক পূর্বে অতি বাল্যকালে কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল।

'ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালী ছিল সুরসমেত তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কৃত্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু-হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালীর পালা—'ওরে রে লক্ষণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।'

'ছেলেবেলা' বইতে রামায়ণ কাহিনী শ্রবণের কথা আছে, আর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠের স্মৃতিচারণ রয়েছে।

'নিতান্ত শিশু বয়সেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই প্রধান।' রবীন্দ্রনাথের 'সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি' এই রকম- 'সেদিন মেঘলা করিয়াছে, দিদিমা, আমার মাতার কোনও এক সম্পর্কে খুড়ি, যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারান্দা, সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্নের ম্লান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনও একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।'

পাঠকের শোকবিহ্বলতা দেখে দিদিমা হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন কৃত্তিবাসী-রামায়ণ, আর সেই হাতেই হিমালয় যাত্রাপর্বে পিতৃদেব তুলে দেন সংস্কৃতে রচিত বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ড। মা সারদা দেবীও বালকপুত্রের বাল্মীকিপাঠের অভিজ্ঞতায় আনন্দাভিভূত হয়েছিলেন। হয়তো এই অংশেরই কিছুটা ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ থেকে মাকে সেদিন শুনিয়েছেন রবি।

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও রামায়ণ প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে দেখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের রামায়ণচিন্তা বা চর্চাকে ধারাবাহিকভাবে দেখতে চেষ্টা করব।

জীবনের প্রথম সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধেই বাল্মীকির প্রসঙ্গে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। এবং সেই প্রথম প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই ভার্জিল, হোমার, ব্যাসের সঙ্গে বাল্মীকির নামোল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, 'মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়, গীতিকাব্যের উপকরণ সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড় সামান্য ক্ষমতা নহে। শেক্সপীয়ার পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয়চিত্রে, অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন নিজ হৃদয়চিত্রে অসাধারণ, কিন্তু পরের হৃদয়চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কারণ তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প, আর মহাকাব্য শিল্প, কারণ তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না, কারণ সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয় সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন।' আধুনিককালে কোনও কবির পক্ষে যে মহাকাব্য রচনা করা সম্ভব নয় বা করতে গেলেও যে তিনি সাফল্য লাভে অক্ষম হবেন- প্রসঙ্গত সে কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি আধুনিক মহাকাব্য রচয়িতাদের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়তো উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও কখনও কখনও রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে বৃত্রসংহারে ওই সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে।'

রামায়ণ অবলম্বনে রচিত মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাগ যে অনুকূল ছিল না, তা ১২৮৪ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকাতে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনার পূর্বেই জ্ঞানাঙ্কুরের প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে।

১২৮৪ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকার শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও পৌষ - মোট পাঁচ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করেন। এই নিবন্ধে বাল্মীকি রামায়ণের কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে তুলনায় মেঘনাদবধ কাব্যের দুর্বলতা ও অসাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত হন এবং খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত সংস্কৃত মূল ও তার গদ্যানুবাদও পাঠ করেন। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে অনেক স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওই ষোলো বছর বয়সে মূল বাল্মীকি রামায়ণ থেকে নিজেও কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করে প্রবন্ধে ব্যবহার করেন। যে অংশ হেমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ, সেই অংশে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা অনুবাদকের উল্লেখ করেছেন পাদটীকায়। আর বাল্মীকি রামায়ণের যে অংশ রবীন্দ্রনাথ নিজে অনুবাদ করেছেন সেখানেও তিনি তা স্পষ্ট করেই পাঠককে জানিয়েছেন। যেমন, 'বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।'

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই অনুবাদের দুটি-একটি খসড়া পাঠ তাঁর মালতী পুঁথির পাতাতেও পাওয়া গেছে। রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোরের প্রাপ্ত প্রথম লেখালেখির খাতা - যা পরবর্তীকালে মালতী পুঁথি নামে পরিচিত - সেটি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে সংরক্ষিত আছে। এখন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত হল রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাল্মীকি রামায়ণের গদ্যানুবাদের অংশবিশেষ।

বাল্মীকির রামচন্দ্র চরিত্রের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা পাই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বাল্মীকির রামের সঙ্গে মাইকেলের রামের তুলনামূলক বিচার করেছেন। আমাদের কৌতূহল বাল্মীকির রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানটি কীরকম!

'বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনাকালে বলিয়াছেন, 'যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য।' 'ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না।'

যখন কৈকেয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন 'মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।' বাল্মীকি রামায়ণের রাম-চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা পরবর্তীকালে তাঁর গদ্য-পদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন রচনায় আরও সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জনমন জনমত

স্টাফ সিলেকশন কমিশন বাংলায় পরীক্ষা নিক

রেল বাদে কেন্দ্রীয় সরকারের সবথেকে বেশি নিয়োগ হয় (গ্রুপ সি-র ক্ষেত্রে) স্টাফ সিলেকশন কমিশনের মাধ্যমে। এবছর কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল এবং এমটিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় প্রায় দশ হাজার পদের জন্য বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। কিন্তু কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল পরীক্ষায় শুধুমাত্র প্রশ্ন হবে ইংরেজি ও হিন্দিতে। ফলে অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলোর ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

যে রাজ্যের যে ভাষা প্রধান, হিন্দি-ইংরেজির সঙ্গে সেই রাজ্যের ভাষাতেও অবিলম্বে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো তাদের পরীক্ষা নেওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গে হিন্দি ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। স্টাফ সিলেকশন কমিশন একই নিয়মে বাংলায়

পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করলে এ রাজ্যের বিপুল সংখ্যক বাংলামাধ্যম কর্মপ্রার্থীদের সুবিধা হবে।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

শীতলকুচি ব্লকে মেঘ দেখলেই বিদ্যুৎ পালায়

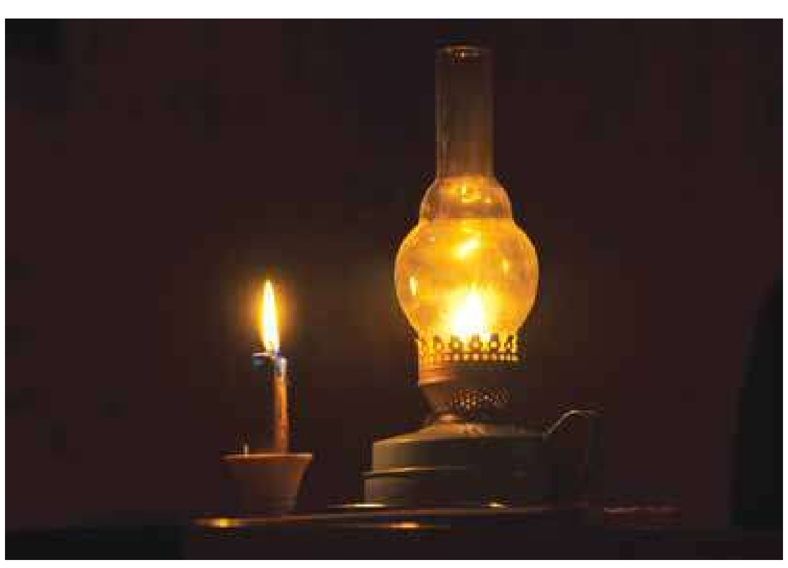

সবকিছু সহ্য করা যায়, কিন্তু সন্ধ্যার সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়া- সেটা যেন জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। যখন দিনের শেষে মানুষ একটু বিশ্রাম নিতে চান, তখনই লোডশেডিং এসে বলে, 'আলো নয়, এবার অন্ধকারেই থাকো।' শীতলকুচি ব্লকের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে মানুষ বিদ্যুৎ এলেও চমকে যায়- এত সৌভাগ্য বুঝি আজ!

বৃষ্টি যদি মাত্র ১০ মিনিট হয়, তাহলে বিদ্যুৎ ১০ ঘণ্টা গায়েব। যেন বিদ্যুৎ আর বৃষ্টির মধ্যে কোনও গোপন শত্রুতা আছে। মেঘ দেখলেই বিদ্যুৎ পালায়।

গরমকালেও অবস্থা ভয়াবহ। রোদের চাপে শরীর হাঁসফাঁস করলেও পাখা বন্ধ, কুলার ঠান্ডা নয়- কারণ বিদ্যুৎ বলে, 'আমি নেই, ভাবো কিছু অন্য উপায়।' যেন বিদ্যুৎ অফিসের তরফে বার্তা আসে, 'গরমে কষ্ট করে শক্ত হও!'

এই ব্লকে বিদ্যুৎ যেন সরকারি চাকরির মতো- কারও কারও ভাগ্যে জোটে, বাকিদের শুধু আবেদন করেই দিন চলে যায়। স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে ফোন করলে যদি কেউ ফোন ধরেনও, তাঁদের উত্তর হয়, 'অবস্থা দেখা হচ্ছে।' কবে দেখা হবে, কবে ঠিক হবে - তার উত্তর দেওয়ার কেউ নেই!

লোকেরা ব্যঙ্গ করে বলে, 'আমাদের বিদ্যুৎ প্রেমিকা! কখন আসবে জানি না, আর এলেও বেশিক্ষণ থাকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ!'

লোডশেডিং এখন শীতলকুচি ব্লকের নিত্যদিনের গল্প। এখানে বিদ্যুৎ যেন কোনও উৎসবের মতো মাঝে মাঝে আসে, আর আমরা সেটাকে 'উপলক্ষ্য' হিসেবে দেখি। মোবাইল চার্জ, রান্না, ঘর পরিষ্কার- সব কাজ তখনই সারতে হয়। শীতলকুচি ব্লকের মানুষ এখন বিদ্যুৎ নিয়ে রীতিমতো রসিকতা করে বলে, 'আধুনিক যুগে সবকিছু আছে, শুধু স্থায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহটাই নেই!'

প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা। কারণ বিদ্যুৎ কোনও বিলাসিতা নয়, এটা মৌলিক প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনই যদি নিয়মিত না মেটানো যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ কখনোই উন্নয়নের স্বাদ পাবেন না।

বিদ্যুৎ চাই, ভরসা নয়, নিশ্চয়তা চাই।

আলমগির মিয়াঁ
নলগ্রাম ফ্র্যাগমেন্ট, শীতলকুচি, কোচবিহার।

লর্ডসের মাঠে সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া

চলতি এন্ডারসন-তেন্ডুলকার টেস্ট সিরিজে, সদ্য সমাপ্ত লর্ডস টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেট দলের হৃদয় বিদারক খেলা দেখে ভীষণভাবে মর্মাহত হলাম। টেস্ট ম্যাচটা জিততে হলে দ্বিতীয় ইনিংসেঃ লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯৩ রান। অথচ সাধের ক্রিকেট টিম ইন্ডিয়া মাত্র ১৭০ রানে অলআউট হয়ে এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করল এবং ক্রিকেটের মক্কা লর্ডসের মাঠে নিজেদের টেস্ট ম্যাচের পরিসংখ্যানটাকে আরও করুণ করে তুলল। ১৯৩২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত লর্ডসের মাঠে ভারত ২০টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে।

চলতি সিরিজের বাদবাকি দুটি টেস্ট ম্যাচে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থ এবং অন্যান্য ব্যাটার ও বোলাররা যদি নিজেদের ক্রিকেটীয় নৈপুণ্যের যথাযথ উন্নতি ঘটাতে না পারেন, তাহলে সিরিজ পরাজয় সুনিশ্চিত। প্রকৃতপক্ষে এখনকার বাণিজ্যিক অগ্রগতির যুগে ক্রিকেটাররা দেশের সাফল্যের কথা ভাবার চাইতে নিজেদের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানোটাকেই বেশি বেশি করে প্রাধান্য দিচ্ছেন।।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯৩

পাশাপাশি : ২। যে মাসের পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত ৫। ঘৃণা নিন্দাবাদ অবজ্ঞার ভাবপ্রকাশ ৬। গ্রহনক্ষত্র পর্যবেক্ষণের গৃহ ৮। পৌরাণিক যুদ্ধাস্ত্র, লৌহযষ্টি, অভিযান, মিছিল ৯। পাকানো সরু সুতো, ফ্যাসাদ, ঝামেলা, সংকট ১১। উপযুক্ত, শোভন, মাপ অনুযায়ী ১৩। পুত্র, বালক ১৪। গদা যাঁর প্রহরণ অর্থাৎ বিষ্ণু।

উপর-নীচ : ১। মহাভারতে কর্ণের পালকপিতা ২। বুদ্ধদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে চেষ্টা করে এমন দেবতা ৩। নূপুর ইত্যাদির শব্দ, অলংকারের ধ্বনি ৪। বিপদ, মুশকিল, হতবুদ্ধিকর বা অস্বস্তিকর অবস্থা ৬। ননি, মাখন, ঘোল ৭। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ৮। জগৎ, পৃথিবী, বিশ্ব ৯। আঠা, লেই ১০। সূর্য ১১। বাঁদর, বাঁদরের তুল্য ১২। কেনাকাটা, পণ্যদ্রব্য ১৩। পত্নী।

সমাধান ■ ৪১৯২

পাশাপাশি : ১। বনবিবি ৩। বচ্ছর ৫। আগড়-বাগড় ৬। তলব ৭। ঝটিকা ৯। পদ্মবিভূষণ ১২। কসুর ১৩। সংকুল।

উপর-নীচ : ১। বদখত ২। বিহগ ৩। বড়বা ৪। রগড় ৫। আব ৭। বাণ ৮। কালাকাল ৯। পঞ্চক ১০। বিবর ১১। ষণ্মাস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সিস্টেমের হাতে খুন : নবীন, রাহুল

ওড়িশায় দগ্ধ নির্যাতিতার মৃত্যু হাসপাতালে

নয়াদিল্লি ও ভুবনেশ্বর, ১৫ জুলাই : বাঁচানো গেল না ওড়িশার বালেশ্বরের ২০ বছরের অগ্নিদগ্ধ নির্যাতিতা বিএড পড়ুয়াকে। সোমবার রাত পৌনে বারোটা নাগাদ ভুবনেশ্বর এইমসে চিকিৎসাধীন ফকির মোহন অটোনমাস কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নিজের কলেজের বিভাগীয় প্রধানের হাতে যৌন নিগ্রহের শিকার হওয়ার পর বারবার অভিযোগ করেও কোনও প্রতিকার পাননি ওই নির্যাতিতা। শেষমেশ অভিযুক্তের উপস্থিতিতে কলেজ অধ্যক্ষের সঙ্গে বৈঠকের পরও কোনও ন্যায়বিচার না পেয়ে নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন নির্যাতিতা পড়ুয়া। তাতে তাঁর শরীরের ৯৫ শতাংশই পুড়ে গিয়েছিল। ভুবনেশ্বর এইমসের চিকিৎসকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও বাঁচানো যায়নি তাঁকে।

নির্যাতিতার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার এই ঘটনার প্রতিবাদে ওড়িশায় বনধ ডেকেছে কংগ্রেস। বাম সহ ৮টি বিরোধী দল কংগ্রেসের এই বনধ কর্মসূচিকে সমর্থন করেছে বলে জানিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি ভক্তচরণ দাস। বিজেপি-ওড়িশা সরকারের নিশানা করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ওড়িশায় ন্যায়বিচারের জন্য লড়তে থাকা একটি মেয়ের মৃত্যু সোজাসুজি বিজেপির সিস্টেমের হাতে হওয়া একটি হত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। ওই বাহাদুর ছাত্রীটি যৌন শোষণের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে ন্যায়বিচার দেওয়ার বদলে ধমকানো হয়েছিল, প্রতারিত করা হয়েছিল, বারবার অপমান করা হয়েছিল। যাদের হাতে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তারাই তাঁকে শেষ করেছে। প্রত্যেক বারের মতো বিজেপির সিস্টেম অভিযুক্তকে বাঁচিয়েছে আর একজন নিরীহ মেয়েকে নিজের গায়ে আগুন লাগাতে বাধ্য করেছে। এটা আত্মহত্যা নয়, সিস্টেমের মাধ্যমে সংগঠিত হত্যা।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধে রায়বেরেলির সাংসদের তোপ, 'মোদিজি ওড়িশা হোক বা মণিপুর, দেশের মেয়েদের জ্বালানো হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে। আর আপনি? মৌন থাকছেন। দেশ আপনার নীরবতা চায় না, জবাব চায়। ভারতের মেয়েরা ন্যায়বিচার এবং সুরক্ষা চান।' অপরদিকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকও

নিহত ছাত্রীর পরিবারকে সান্ত্বনা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর। মঙ্গলবার।

বিজেপিকে নিশানা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'একটি ব্যর্থ সিস্টেম যেভাবে একজনের প্রাণ কেড়ে নিল সেটা ভাবতেই খারাপ লাগছে। সবথেকে যন্ত্রণাদায়ক হল এটা কোনও দুর্ঘটনা ছিল না। বরং কীভাবে একটি সিস্টেম সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে নীরব থেকে গেল এই ঘটনা তারই ফল। ন্যায়ের লড়াইয়ে নেমে নিজের চোখ চিরতরে বন্ধ করে দিলেন মেয়েটি।'

রাজ্য সরকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওড়িশার রাজ্যপালকে আর্জিও জানিয়েছেন বিজেডি সুপ্রিমো।

বিরোধীদের তোপের মুখে নির্যাতিতার মৃত্যুর ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাসও দিয়েছেন। নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখাও করেছেন তিনি। শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও। রাহুল গান্ধিকে নিশানা করে তিনি বলেছেন, 'ওড়িশার কন্যার ঘটনাতেও রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস যে সস্তার রাজনীতি করছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। মহিলাদের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সবসময় কঠোর পদক্ষেপ করেছে। আমরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে রয়েছি। দোষীদের কাউকে ছাড়া হবে না।'

> বিজেপির সিস্টেম অভিযুক্তকে বাঁচিয়েছে আর একজন নিরীহ মেয়েকে নিজের গায়ে আগুন লাগাতে বাধ্য করেছে। এটা আত্মহত্যা নয়, সিস্টেমের মাধ্যমে সংগঠিত হত্যা।
>
> **রাহুল গান্ধি**

> একটি ব্যর্থ সিস্টেম যেভাবে একজনের প্রাণ কেড়ে নিল সেটা ভাবতেই খারাপ লাগছে। কীভাবে একটি সিস্টেম সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে নীরব থেকে গেল এই ঘটনা তারই ফল।
>
> **নবীন পট্টনায়েক**

৭ পরীক্ষা শুভাংশুর

বেঙ্গালুরু, ১৫ জুলাই : আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ১৮ দিন কাটিয়ে মঙ্গলবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন ভারতীয় মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানে অংশ নিতে ভারতের প্রায় সাড়ে পাঁচশো কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

ইসরোর বিবৃতি অনুযায়ী, গত ১৮ দিনে আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে মোট ৭টি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন শুভাংশু। এই তালিকায় রয়েছে ভারতীয় প্রজাতির টার্ডিগ্রেড, মায়োজেনেসিস, মেথি ও মুগ বীজের অঙ্কুরোদগম পর্যবেক্ষণ। সায়ানোব্যাকটিরিয়া, মাইক্রোঅ্যালগি এবং বিভিন্ন ফসলের বীজের বায়ুশূন্য অবস্থায় কার্যকারিতা পরীক্ষা। মহাকাশকেন্দ্র এবং মহাকাশযানে চাষাবাদ তথা ফসল উৎপাদনের দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় কাজে আসবে শুভাংশুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। স্পেসএক্স ড্রাগনের ডকিং এবং আনডকিং পর্যবেক্ষণের সুযোগ ইসরোর গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করবে।

ইউনূস জমানায় কোপে সত্যজিতের পৈতৃক ভিটেও

সত্যজিতের পূর্বপুরুষের সেই ঐতিহাসিক বাড়ি। চলছে ভাঙার কাজ।

ঢাকা, ১৫ জুলাই : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ধানমন্ডির বাসভবন। নতুন বাংলাদেশে তাণ্ডব চলেছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিধন্য কাছারিবাড়িতেও। শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে এবার ভেঙে ফেলা হচ্ছে বিশ্ববরেণ্য চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটিও। ময়মনসিংহের হরিকিশোর রায়চৌধুরী রোডের শতাব্দী প্রাচীন জরাজীর্ণ ওই বাড়িটি বহু আগেই সংরক্ষণ করার দাবি উঠেছিল। ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ অনুরাগীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকেও ওই হেরিটেজ বাড়িটি রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী এক্সে লিখেছেন, 'এই সংবাদটি অত্যন্ত হতাশাজনক। বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম ধ্বজাধারী হল রায় পরিবার। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের একজন স্তম্ভ ছিলেন। তাই আমি বিশ্বাস করি, এই বাড়িটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।'

ময়মনসিংহে শিশু অ্যাকাডেমির নতুন একটি ভবন বানানোর জন্য ভেঙে ফেলা হচ্ছে ওই একতলা বাড়িটি। ১৯৮৯ সাল থেকে ওই বাড়িটি শিশু অ্যাকাডেমি হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়েছিল। গত ১০ বছর ধরে জরাজীর্ণ ভবনটিতে কোনও কাজ করা যায়নি। সেটি পরিত্যক্তই ছিল। ময়মনসিংহ শিশু অ্যাকাডেমির কর্মকর্তা মো. মেহেদি জানিয়েছেন, বাড়িটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা তাঁর জানা ছিল না। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের (ময়মনসিং ও ঢাকা বিভাগ) আধিকারিক সাবিনী ইয়াসমিন বলেন, এটি রায় পরিবারের ঐতিহাসিক বাড়ি। বাড়িটি রক্ষা করার জন্য সোমবার জেলা প্রশাসন ও শিশু অ্যাকাডেমির কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছেন বলেও জানান তিনি। বাড়ি ভাঙার নিন্দা করেছেন কবি শামিম আশরাফ। তিনি বলেন, 'জমিদার হরিকিশোর রায়ের বাড়িটি ইতিহাসের অংশ। অভিভাবকহীন অন্ধকার ময়মনসিংহে এগুলি ভাঙার রমরমা খেলা চলছে।'

> বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম ধ্বজাধারী হল রায় পরিবার। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার নবজাগরণের একজন স্তম্ভ ছিলেন। তাই আমি বিশ্বাস করি, এই বাড়িটি বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

ভারতে টেসলা

মুম্বই, ১৫ জুলাই : ভারতে এলন মাস্কের বৈদ্যুতিন গাড়ি টেসলার প্রথম শোরুম খুলল মুম্বইয়ে। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ ওই শোরুমের দ্বারোদঘাটন করেন। টেসলার মডেল ওয়াই গাড়ির এক্স শোরুম দাম শুরু হচ্ছে ৫৯.৮৯ লক্ষ টাকা থেকে। অপরদিকে মডেল ওয়াই লং রেঞ্জ আরডবলিউডি-র দাম শুরু হচ্ছে ৬৭.৮৯ লক্ষ টাকা থেকে। মুম্বই ছাড়াও দিল্লি এবং গুরুগ্রামেও পাওয়া যাবে টেসলা গাড়ি।

ককপিটে অনুপ্রবেশ

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : বিমানে এসি বন্ধ। অস্বস্তি চরমে। তা থেকে অশান্তি। দিল্লি-মুম্বই স্পাইসজেটের দুই যাত্রী জোর করে ককপিটে ঢোকার চেষ্টা করলে তাদের বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লি বিমানবন্দরে। স্পাইসজেট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিমানের ক্যাপ্টেন ও কেবিন কর্মীরা দুই যাত্রীকে বোঝান। তাঁদের আসন গ্রহণ করতে বলেন।

কিন্তু তাঁরা শোনাননি। তাই তাঁদের সেন্ট্রাল ইন্ডাসট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ)-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। সিআইএসএফ তাঁদের নামিয়ে দেয়। স্পাইসজেটের এসজি ৯২৮২ বিমানের যাত্রী ছিলেন তাঁরা। বিমানে যাত্রীদের বেমক্কা আচরণের খবর বার বার সামনে আসছে। অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক পদক্ষেপ করলেও তাতে যে কাজ হয়নি গতকালের ঘটনা তার প্রমাণ।

পোর্শে : বিচার নাবালকের

পুনে, ১৫ জুলাই : মহারাষ্ট্রের পুনেয় পোর্শে গাড়ি দুর্ঘটনা মামলায় অভিযুক্তের বিচার নাবালক হিসেবেই হবে। অভিযুক্তের বিচার সাবালক হিসেবে করার আবেদন পুলিশ জানিয়েছিল। মঙ্গলবার দ্য জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (জেজেবি) তা প্রত্যাখ্যান করেছে। পুলিশের বক্তব্যে যুক্তি হিসেবে বলা হয়, যে ঘটনা ঘটেছে তা 'জঘন্য'। তাতে শুধু দুই ব্যক্তির মৃত্যুই হয়নি, বিষয়টি ধামাচাপা দিতে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটে গত বছর ১৯ মে। সেদিন আড়াই কোটির সুপারকার পোর্শের ধাক্কায় মৃত্যু হয় দুই তরুণ তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর। তাঁরা মোটরসাইকেলে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি তাঁদের ধাক্কা মারে। মদ্যপ অবস্থায় বিলাসবহুল গাড়িটি চালাচ্ছিল এক অপ্রাপ্তবয়স্ক। সে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বিশাল আগরওয়ালের ছেলে। বন্ধুদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিল। ঘটনার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হলেও সে জামিন পায়। এবার পুলিশের আবেদন খারিজ হল।

দেহ উদ্ধার

পাটনা, ১৫ জুলাই : রহস্যমৃত্যু ব্যাংক ম্যানেজারের। পাটনার বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত অভিষেক বরুণ রবিবার স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে এক অনুষ্ঠান বাড়িতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের পর পরিবারকে বাড়ি পাঠিয়ে সেখানেই থেকে যান তিনি। রাত ৩টে নাগাদ স্ত্রীকে ফোন করে অভিষেক জানান একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। এরপর আর যোগাযোগ করা যায়নি। মঙ্গলবার বেউড় এলাকার একটি কুয়ো থেকে অভিষেকের দেহ উদ্ধার হয়। কাছেই পাওয়া গিয়েছে তাঁর মোটরবাইক। ঘটনার তদন্ত চলছে।

প্রবল বৃষ্টিতে জল বেড়েছে গঙ্গায়। ভাসছে নৌকার সারি। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজের সংগমে।

ইয়েমেনে নিমিশার মৃত্যুদণ্ড স্থগিত

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড আপাতত কার্যকর না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইয়েমেন সরকার। খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত কেরলের নার্সের সাজা বুধবার কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। মঙ্গলবার ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, নিমিশার পরিবারের সদস্যরা যাতে মৃত ইয়েমেনি নাগরিকের পরিবারের সঙ্গে 'ব্লাড মানি' সংক্রান্ত আলোচনার জন্য সময় পান, সেজন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইয়েমেনের আইন অনুযায়ী, আদালত এবং সেদেশের প্রেসিডেন্ট কোনও হত্যাকারীর সাজা বহাল রাখলে সেই ব্যক্তি নিহতের পরিবারকে ব্লাড মানির প্রস্তাব দিতে পারে। ব্লাড মানির অর্থ রক্তের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ। এককথায় নিহতের পরিবারকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেবেন হত্যাকারীর পরিজনেরা। নিহতের পরিবার যদি সেই টাকা নিতে রাজি হন, তাহলে হত্যাকারীর সাজা মাফ হয়ে যায়।

শেষ চেষ্টা হিসাবে নিমিশার আত্মীয়রা নিহত ইয়েমেনের নাগরিক তালাল আব্দো মাহাদির পরিবারকে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সেই টাকার পরিমাণ নিয়ে এখন দু'পক্ষের মধ্যে দর কষাকষি চলছে। এদিকে ভারতীয় তরুণীর সাজার দিন এগিয়ে আসছিল। এই পরিস্থিতিতে ইয়েমেন কর্তৃপক্ষকে সাজা পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছিল ভারতের তরফে। শেষপর্যন্ত সেই পথেই হেঁটেছে ইয়েমেন। তবে কতদিনের জন্য মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখা হয়েছে, সে ব্যাপারে ইয়েমন বা ভারত সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

মস্কোকে চড়া শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন ও মস্কো, ১৫ জুলাই : ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে দিনের বেলায় পুতিনের কথার ফুলঝুরি আর রাতে মুহুর্মুহু কিভে ক্ষেপণাস্ত্র, বোমাবর্ষণ মেনে নেবে না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে মরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

ডোনাল্ড ট্রাম্প সাফ জানালেন, আগামী ৫০ দিনের মধ্যে কিভের সঙ্গে মস্কো যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়ার ওপর ভয়ংকর শুল্ক চাপাবে ওয়াশিংটন। মস্কোর বাণিজ্যিক বন্ধুদের কাঁধে শুল্ক চাপবে ১০০ শতাংশ। অন্যদিকে, ন্যাটো দেশগুলির মাধ্যমে ইউক্রেনে সর্বোচ্চমানের অস্ত্রও পাঠাবে আমেরিকা।

ট্রাম্পের হুঁশিয়ারিকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিয়ে রাশিয়ার জবাব, আমেরিকার যে কোনও নয়া নিষেধাজ্ঞার মোকাবিলায় প্রস্তুত ক্রেমলিন। মঙ্গলবার রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন, 'রাশিয়া যে নয়া নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে

মোকাবিলায় পালটা পুতিন

এবিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। আমরা তার মোকাবিলা করব।' জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেদভেদেভ বলেছেন, 'রাশিয়া ট্রাম্পের ৫০ দিনের হুমকির পরোয়া করছে না। যুদ্ধবিরতি হবে রাশিয়ার শর্তে।'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সোমবার সাক্ষাৎ করেন ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটে। ট্রাম্প কিংবা রুটে কেউই কিভে পাঠানো অস্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে রুটে নিশ্চিত করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোর মাধ্যমে ইউক্রেনকে ব্যাপক অস্ত্র পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অস্ত্র সরবরাহের বিল বহন করবেন ইউরোপীয়রা।

সোমবার হোয়াইট হাউসে একাধিক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে বিশ্বাস করেন কি না প্রশ্ন করা হয়। ট্রাম্প বলেন, 'আমি কাউকেই বিশ্বাস করি না।'

ট্রাম্পের শুল্ক-হুমকির তীব্র নিন্দা করে মঙ্গলবার চিন জানিয়েছে, আমেরিকার হুমকি অবৈধ, একতরফা। এই ভাবে জবরদস্তি চলে না।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে উদ্বিগ্ন কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : ধর্মের নামে ভোট রাজনীতি করে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএম। তাই এই দলকে নিষিদ্ধ করার মামলা হয়েছিল শীর্ষ আদালতে। সেই মামলা খারিজ করে দিলেও ধর্মের নামে রাজনীতির বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

ওয়াইসির দল শুধু মুসলিম ঐক্যের কথা বলে। ইসলামিক শিক্ষার প্রসার চায়। ভোটও চায় ধর্মের নামে। এই অভিযোগ তুলে ওয়াইসির দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার আবেদন করেছিলেন তিরুপতি নরসীমা মুরারি নামে এক ব্যক্তি।

সুপ্রিম কোর্টের অভিরাম সিং মামলার রায়ের কথাও উল্লেখ করেন মামলাকারী। অভিরাম সিং মামলায় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছিল, কোনও ব্যক্তি বা নেতা ধর্ম বা জাতি ব্যবহার করে ভোট চাইতে পারবেন না।

মঙ্গলবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ সেই যুক্তি খারিজ করে জানিয়ে দিয়েছে এআইএমআইএম-এর সংবিধান দেশের সংবিধান বিরোধী নয়। অভিরাম সিং মামলার রায় কোনও এক ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য।

কোনও একটি দলকে এর জন্য বাতিল করা যায় না। তবে ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, ধর্মের নামে ভোট চাওয়া বিপজ্জনক। এক্ষেত্রে মামলাকারীকে সার্বিকভাবে রিট পিটিশন দায়ের করার প্রস্তাব দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

শি-সাক্ষাৎ রাহুলের তোপে জয়শংকর

নয়াদিল্লি ও বেজিং, ১৫ জুলাই : সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) বিদেশমন্ত্রী সম্মেলনের আগে সোমবার বেজিংয়ে চিনা শীর্ষনেতাদের সঙ্গে পরের পর সাক্ষাৎ করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। চিনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই, ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং ছাড়াও এই তালিকায় রয়েছেন খোদ প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। জয়শংকরের সঙ্গে চিনের সর্বোচ্চ নেতার দেখা করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এক্ষেত্রে জয়শংকরের একটি

এসসিও-তে পহলগাম প্রসঙ্গ

টুইটকে হাতিয়ার করেছেন তিনি।

সোমবার করা ওই টুইটে বিদেশমন্ত্রী লিখেছেন, 'আজ সকালে বেজিংয়ে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির তরফে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি। আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট শি-কে অবহিত করেছি।'

ভারতের বিদেশমন্ত্রীকে কেন চিনের প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অগ্রগতির ব্যাখ্যা দিতে হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল। চিনের বিদেশমন্ত্রী ভারতে এসে এভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেবেন কি না, জয়শংকরকে সেকথা জিজ্ঞাসা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

রাহুলের কটাক্ষ, 'আমার মনে হয়, চিনের বিদেশমন্ত্রী এসে প্রধানমন্ত্রীকে চিন-ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়নের ব্যাপারে অবগত করবেন। বিদেশমন্ত্রী এখন ভারতের বিদেশনীতিকে ধ্বংস করার জন্য পুরোদস্তুর সার্কাস চালাচ্ছেন।' বিরোধী নেতার অভিযোগের জবাব দেয়নি বিদেশমন্ত্রক। নীরব জয়শংকরও।

মঙ্গলবার এসসিও সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে জম্মু-কাশ্মীরের পহলগামে নিরীহ পর্যটকদের হত্যার প্রসঙ্গ।

তিনি বলেন, '৩টি নেতিবাচক বিষয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে এসসিও তৈরি হয়েছিল। এগুলি হল সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং চরমপন্থা। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে এগুলি এখন একইসঙ্গে ঘটছে। ২২ এপ্রিল, ২০২৫-এ আমরা ভারতের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার একটি জ্বলন্ত উদাহরণের সাক্ষী হয়েছি। জম্মু ও কাশ্মীরের পর্যটন, অর্থনীতিকে দুর্বল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এটি পরিচালিত হয়েছিল।' পর্যটকদের নিশানা করার মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে ধর্মীয় বিভাজন তৈরির চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন জয়শংকর।

জিনপিং-জয়শংকরের সাক্ষাৎ। সোমবার বেজিংয়ে।

সুইচ আগাম সতর্কতা ব্রিটেনের

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ বিমান ভেঙে পড়েছিল ১২ জুন। দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বিমানটি রানওয়ে ছাড়ার পরেই সেটির জ্বালানি সুইচ 'রান' থেকে 'কাট অফ'-এ চলে গিয়েছিল। যদিও জ্বালানি সুইচে গণ্ডগোল ছিল কি না তা নিয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি তদন্তকারী সংস্থা এয়ারক্র্যাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। কিন্তু আহমেদাবাদে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় ২৬০ জনের মৃত্যুর চার সপ্তাহ আগেই বোয়িংয়ের জ্বালানি সুইচের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ব্রিটেনের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (সিএএ)।

১৫ মে সিএএ একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেখানে ৭৮৭ সহ বোয়িংয়ের মোট ৫টি মডেল ব্যবহারকারী সেদেশের বিমান সংস্থাগুলিকে আমেরিকার ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বেঁধে দেওয়া মাপকাঠি অনুযায়ী জ্বালানি সুইচের নিরাপত্তা পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কোনওরকম গোলমাল নজরে এলে সুইচ বদলে ফেলতে বলা হয়েছিল। ৭৮৭ ছাড়াও বোয়িংয়ের যেসব মডেল সিএএ-র আতশকাচের তলায় ছিল সেগুলি হল, ৭৩৭, ৭৫৭, ৭৬৭ এবং ৭৭৭।

৭৮৭ মডেলের বিমানে জ্বালানি সুইচের 'লকিং সিস্টেম'-এর গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও তাদের সুইচে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও ত্রুটি নেই বলে দাবি করেছে বোয়িং। একই কথা বলেছে আমেরিকার ফেডারেল এভিয়েশন। এয়ার ইন্ডিয়ার সিইও উইলসন বলেছেন, 'রিপোর্টে যান্ত্রিক বা রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ত্রুটি নজরে আসেনি। ইঞ্জিন সহ বিমানের কোনও অংশে গলদ পাওয়া যায়নি। উড়ানের আগে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছিল।'

৭১টি ওষুধের দাম বাঁধল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৫ জুলাই : ওষুধের লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি থেকে খানিকটা স্বস্তি পেল আমজনতা। মঙ্গলবার মোট ৭১টি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের দাম বেঁধে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে স্তন ক্যানসার, অ্যালার্জি, ডায়াবিটিসের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগ রয়েছে। ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, কোনওভাবেই নির্ধারিত দামের অতিরিক্ত মূল্য গ্রাহকদের থেকে চাওয়া যাবে না। প্রস্তুতকারকরা শুধুমাত্র জিএসটি যোগ করতে পারবেন। যে সমস্ত ওষুধের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে রিলায়েন্স লাইফ সায়েন্সের ট্রাস্টুজুমাব। এই ওষুধটি মেটাস্ট্যাটিক স্তন ক্যানসার এবং গ্যাস্ট্রিক ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। এনপিপিএ এই ওষুধটির প্রতি ভায়ালের দাম ১১,৯৬৬ টাকা রেখেছে।

অপরদিকে টরেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, এসোমেপ্রাজল এবং অ্যামোক্সিসিলিন দিয়ে তৈরি ওষুধের দামও বেঁধে দিয়েছে

সরকার। পেপটিক আলসার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত প্রতি ট্যাবলেটের জন্য ১৬২.৫০ টাকা করে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রাণঘাতী সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত সেফট্রিয়াক্সোন, ডিসোডিয়াম এডিটেট এবং সালব্যাকটাম পাউডারের প্রতিটি কম্বিপ্যাকের দাম ভায়াল পিছু ৬২৬ টাকা রাখা হয়েছে। এনপিপিএ বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সংক্রমণের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধের মিশ্রণ যা সেফট্রিয়াক্সন, ডিসোডিয়াম এডিটেট এবং সালব্যাকটাম পাউডার দিয়ে তৈরি, তার প্রতি ভায়ালের দাম রাখা হয়েছে ৫১৫.৫০ টাকা।

বাম নেতা খুন

হায়দরাবাদ, ১৫ জুলাই : প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীদের গুলিতে খুন হলেন তেলেঙ্গানার এক সিপিআই নেতা। নাম চান্দু রাঠোর (৪৭)। মঙ্গলবার সকাল ৭.৩০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে হায়দরাবাদের শালিভাহানা নগর পার্কে। পুলিশ জানিয়েছে, আচমকা তিন-চারজন দুষ্কৃতী গাড়ি থেকে নেমে রাঠোরের চোখে লংকাগুঁড়ো ছেটায়। এরপর খুব কাছ থেকে পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয় বাম নেতাকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। পার্কে তখন ২০-২৫ জন থাকলেও ভয়ে এগিয়ে আসেননি কেউ।

বন্ধ বাড়িতে মানব কঙ্কাল

হায়দরাবাদ, ১৫ জুলাই : হারিয়ে যাওয়া ক্রিকেটের বল খুঁজতে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে নরকঙ্কাল মিলল। কঙ্কাল দেখে চমকে যান বল খুঁজতে আসা এক তরুণ। সোমবার হায়দরাবাদের নামপল্লীর ঘটনা। পুলিশ এসে কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ক্রিকেট খেলার সময় বলটি পাশের পরিত্যক্ত বাড়িতে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, বাড়িটি সাত বছরেরও বেশি বন্ধ। বাড়ির রান্নাঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়েছিল নরকঙ্কালটি। আশপাশে হাড়, বাসনপত্র মিলেছে। কঙ্কাল দেখে চমকে যান ওঠেন ওই তরুণ। চিৎকার করে ডাকেন অন্যদের।

হায়দরাবাদের এসিপি কিসান কুমার মঙ্গলবার জানিয়েছেন, পরিত্যক্ত বাড়ির মালিক মুনির খান। যে কঙ্কালটি মিলেছে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যাবে ময়নাতদন্তের পর। তিনি সম্ভবত ৫০ বছর বয়সি।

প্রাথমিক অনুমান, স্বাভাবিক কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। শুরু হয়েছে তদন্ত। বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

বিদ্যার এ কী বদল!

৪৬ বছর বয়স হল। বহুবিধ চরিত্রে অভিনয় করে নিজের আলাদা পরিচয়ই তৈরি করেছেন। সেই বিদ্যা একটা ম্যাগাজিনের কভারশুটের জন্য নিজেকে বদলালেন এবং এ কী বদল? ইনস্টায় তাঁর সেই ছবি দেখে কুপোকাত তাঁর অনুরাগীবৃন্দ, হাততালি দিতেও ছাড়ছেন না অবশ্য তাঁরা। পিকক ম্যাগাজিনের জন্য তাঁর এই ফোটোশুট, যার শিরোনাম 'এ ফোর্স টু রিকন উইথ'। একটা শক্তি, আরেকবার বিবেচনা করে দেখুন। আর একটু স্পষ্ট করে বললে, একটু সামলে দেখুন। পুরুষশাসিত ইন্ডাস্ট্রিতে বিদ্যা একা একটা নাম। সেখানেই নিজেকে এবার অন্যভাবে তুলে ধরলেন তিনি। একটিতে লাল গাউন, আর একটিতে ব্রাউন গাউন, নেকলাইন বেশ গভীর, শরীরের অনেকটা উন্মুক্ত, নতুন হেয়ারস্টাইল, নামমাত্র গয়না, বিদ্যা একেবারেই অন্য লুকে। নেট মহল অভিভূত হয়ে নানা মন্তব্যে ভরিয়ে দিচ্ছে কমেন্ট বক্স। সকলেরই মত, বিদ্যাকে গর্জাস লাগছে। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছে ভুলভুলাইয়া ৩-এ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কার্তিক আরিয়ান, তৃপ্তি ডিমরি, মাধুরী দীক্ষিত প্রমুখ।

মাথা দিয়ে কাচ ভাঙলেন শাহরুখ

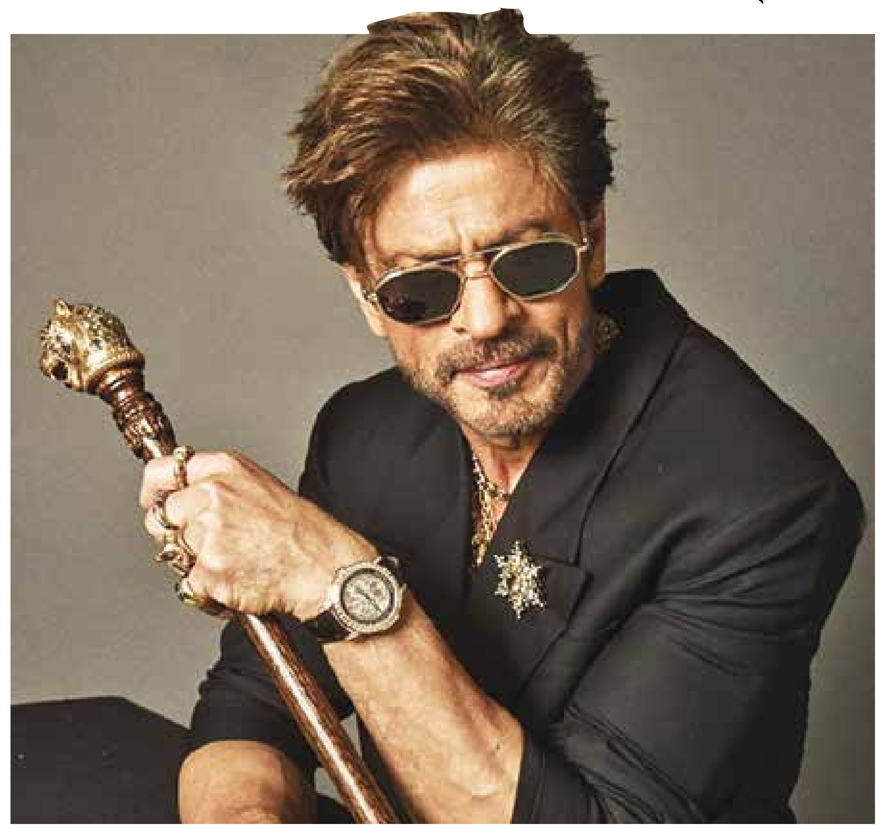

৫৯-এ এসে মাথা দিয়ে কাচ ভেঙে ফেললেন শাহরুখ খান। সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপন চিত্রের জন্য এরকমই রোমহর্ষক ভঙ্গিতে দেখা গেল তাঁকে। তাঁর সঙ্গে ছবিতে আছেন এ আর রহমান, মেরি কম ও জসপ্রীত বুমরাহ। জোমাটোর এই বিজ্ঞাপনের ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি সিংহাসনে বসে আছেন, মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। সামনে টিভি চলছে, তাতে তাঁর পুরনো বিখ্যাত ছবির দৃশ্যাবলী দৃশ্যমান। শুটিংয়ের সময়ে ক্যামেরার পিছনের কিছু দৃশ্যও এখানে দেওয়া হয়েছে। তিনি লোহার বার তুলে নিজের শারীরিক শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি তাঁর পুরনো ছবির স্টান্ট নিজে করছেন-- তার মধ্যে একটি, এই মাথা দিয়ে কাচ ভাঙা। এর সঙ্গে আছে তাঁর কথা, ইউনিক হওয়ার দরকার নেই, তোমার পরিশ্রমই নিজের জায়গায় ইউনিক। ছবিতে মন্নতও এসেছে। সেখানে লেখা, খিদে তোমাকে যে জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। এই শাহরুখকে দেখে অনুরাগীরা অভিভূত। কমেন্ট বক্স তাঁরা ভরিয়ে দিয়েছেন অভিনন্দনে, তাঁদের বক্তব্য শাহরুখ বিশ্বের সেরা স্টার, সম্পূর্ণ বহিরাগত হয়ে বিনোদন জগতের শিখরে গিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এখন তিনি কিং ছবির শুটিংয়ের জন্যও ব্যস্ত। ছবিতে রানি মুখোপাধ্যায়, সুহানা খান, অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে তিনি পর্দা শেয়ার করছেন।

একনজরে সেরা ৫

ভিলেন অপরাজিতা

পুরুলিয়ার জঙ্গলে ঘেরা গ্রামের নাম বানসারা। এখানে জাগ্রত বনদেবীই গ্রামকে রক্ষা করেন। এই বানসারা নামেই ছবি হচ্ছে। ছবিতে রাজমাতার চরিত্রে অপরাজিতা আঢ্যকে দেখা যাবে। তিনি ভিলেন। ছোট রাজমাতা হয়েছে তানিসি মুখোপাধ্যায়। ছবিতে আছেন বনি সেনগুপ্ত। কলকাতা, পুরুলিয়া মিলিয়ে শুটিং হবে। পরিচালক আতিউল ইসলাম।

রামায়ণের বাজেট

নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণের দুটো ভাগের জন্য ৪০০০ কোটি টাকা বাজেট ধার্য। সূত্রের খবর, এই বিশ্বমানের ছবিতে এর ভিএফএক্সকে সেই মানে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাজেট বেড়েছে। এ কথা প্রযোজক নমিত মালহোত্রা স্বীকার করেছেন সম্প্রতি। ছবির ডাবিংয়ে এআই কারিগরি ব্যবহৃত হবে যাতে সব ভাষায় ছবি দেখা যায়। ভারতে এমনটি এই প্রথম।

লাদাখে প্রদর্শন

১৪ জুলাই আমির খান অভিনীত সিতারে জমিন পর দেখানো হল লাদাখে, ১৪০ আসনের এক সিনেমা হলে। এক সরকারি স্কুলের ১২ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশু ও ৬ জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। ১২ জুলাই অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও তাদের বাবা-মায়েদের নিয়ে আরেকটি প্রদর্শন হয়। পরিচালনায় আরএস প্রসন্ন।

হলিউডে বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ জামেওয়াল হলিউডের লাইভ অ্যাকশন ছবিতে। বিখ্যাত ক্যাপকম ভিডিও গেম ফ্র্যাঞ্চাইজি অবলম্বনে ছবি স্ট্রিট ফাইটারে তাঁকে দেখা যাবে। তিনি হচ্ছেন ঢালসিম। আধ্যাত্মিক ও শারীরিকভাবে শক্তিশালী এই মানুষটি তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করে। পরিচালক কিটাও সাকুরাই। ছবির গল্প জানা যায়নি। ছবিতে আছেন অ্যান্ড্রিউ কোজি, নোয়া সেনটিনিও প্রমুখ।

অসুস্থ আসিফ

পঞ্চায়েত সিরিজের অভিনেতা আসিফ খান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রবিবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। দ্রুত চিকিৎসা হয়। ৩৪ বছর বয়সি এই অভিনেতার অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। একটু সুস্থ হয়ে তিনি নিজেই তাঁর স্বাস্থ্যের কথা জানিয়ে পোস্ট করেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। আসিফ পঞ্চায়েত ছাড়া পাতাললোক, মির্জাপুরের মতো সিরিজে অভিনয় করেছেন।

পরলোকে ধীরজ কুমার

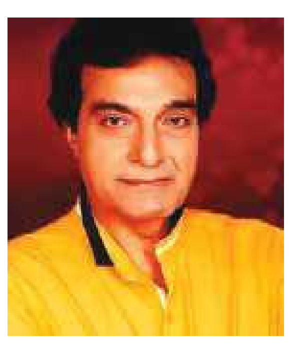

বিশিষ্ট অভিনেতা ধীরজ কুমার আর নেই। মঙ্গলবার মুম্বইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি জটিল নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯। তাঁর পারিবারিক বন্ধু অজয় শুক্লা এই খবর দিয়েছেন। তাঁর পরিবার থেকেও একটি বিবৃতি দিয়ে এই খবরে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৫ সালে রাজেশ খান্না, পরিচালক সুভাষ ঘাইদের সঙ্গে তিনি একটি ট্যালেন্ট হান্টে যোগ দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে রাতোঁ কা রাজা ছবি দিয়ে তাঁর অভিনয় জীবন শুরু হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে রোটি কাপড়া অউর মকান, ক্রান্তি, স্বামী, সরগম ইত্যাদি অন্যতম। টেলিভিশনেও তাঁর আদালত, কাহাঁ গয়ে উয়ো লোগ, শ্রী গণেশ, রিস্তো কা ভঁওয়ার ইত্যাদি দারুণ জনপ্রিয় হয়। দূরদর্শনে তাঁর ওম নমঃ শিবায় ধারাবাহিকটি ১৯৯৭ থেকে ২০০১ পর্যন্ত চলেছিল।

ডন ৩ ছাড়লেন বিক্রান্ত

ফারহান আখতারের পরিচালনায় ডন ৩ ছবির শুটিং খুব শিগগির শুরু হবে। ছবির নায়ক রণবীর সিং। ভিলেন হওয়ার কথা ছিল বিক্রান্ত মাসের। এখন শোনা যাচ্ছে, বিক্রান্ত ছবি থেকে সরে এসেছেন। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে, চরিত্রের গভীরতা কম, তিনি আরও একটু পরিবর্তন চেয়েছিলেন তাতে। সম্ভবত পরিচালক রাজি হননি। বিক্রান্ত তাই আর ডন ৩-এ নেই। এখন খবর, আদিত্য রায় কাপুর বা বিজয় দেবেরাকোন্ডাকে ভাবা হচ্ছে ভিলেন হিসেবে। সঠিক খবর এখনও নেই। বিক্রান্তের শেষ ছবি আঁখো কি গুস্তাখিয়াঁ, তাঁর নায়িকা শান্যা কাপুর। অন্যদিকে অনুরাগীরা মুগ্ধ ধুরন্ধর-এ রণবীরের লুক দেখে।

নীলাচলে আবারও সদলবলে শ্রীগৌরাঙ্গ

পুরী এবং জগন্নাথদেবকে নিয়ে বরাবরই নস্টালজিক রানা সরকার। আর যিশু তো জীবনের শুরুতেই শ্রীচৈতন্য সেজেছেন। তাহলে বাকি ছিলেন কেবল সৃজিত। এবার রানা আর যিশুর সঙ্গে তিনি নিজেও নীলাচল, জগন্নাথদেব এবং মহাপ্রভুর বন্ধনে জড়িয়ে পড়লেন। 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। হ্যাঁ, পুরীর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আপাতত এ কথাটাই বলছেন তাঁরা।

তবে যিশু সেনগুপ্ত এখানে চৈতন্য সাজেননি। তিনি এই ছবির নিত্যানন্দ। শ্রীচৈতন্য হলেন দিব্যজ্যোতি দত্ত। বিনোদিনী হয়েছেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি, ব্রাত্য বসু রয়েছেন গিরীশ ঘোষের চরিত্রে। সঙ্গে রয়েছেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, ইশা সাহা, সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়, দেবদূত ঘোষ, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই ছবি পরিচালনা করতে গিয়ে কেমন লাগছে? সৃজিত মুখোপাধ্যায় জানালেন, 'দারুণ অভিজ্ঞতা। ছোটবেলার অনেক স্মৃতি আছে পুরীতে। মনে পড়ে পুরীর সমুদ্র ভয়ংকর উত্তাল ছিল। এখনও সমুদ্র ঠিক সেরকম। সেই কারণে সকালে একটা অদ্ভুত উন্মাদনা কাজ করে। প্রথমে দিব্যজ্যোতিকে (দত্ত) নিয়ে শুটিং ছিল। নীলাচলে মহাপ্রভুর আইকনিক দৃশ্য। সেটা শুট করতে গিয়ে সত্যিই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। বাকি দৃশ্যের শুটিংও মনে রাখার মতো। তিনটে শতাব্দীর গল্প বলছি। তিনটে শতাব্দী থেকে যেসব চরিত্র আসছে, সকলের শুটিং ছিল বলেই সবাই মিলে ছবিটা তুলতে পারলাম।'

অনুপম হলে কিছুতেই পারতেন না

দিলজিতের অধিকার আছে। কিন্তু তিনি থাকলে কিছুতেই এ কাজ করতেন না বলে জানিয়েছেন অনুপম খের। পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির সেই ছবিতে থাকার জন্য 'সর্দারজি ৩' এদেশে মুক্তি পায়নি। দিলজিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে

প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু বক্স অফিসে তার কোনও প্রতিক্রিয়া পড়েনি। সারা দুনিয়ার যেখানে দেখানো হয়েছে, ছবিটা ভালো বাজার ধরেছে।

কিন্তু দিলজিত দোসাঞ্জের সমালোচনা আর বন্ধই হচ্ছে না। এমনকী এবার অনুপম খের নিজেও মুখ খুলেছেন। অনুপম খেরের ছবি 'তনভি দ্য গ্রেট' মুক্তি পাবে ১৮ জুলাই। তার আগে অনুপম বলেছেন, 'তুমি আমার বাবাকে থাপ্পড় মেরেছ। হতে পারে তুমি ভালো গান গাও, দারুণ তবলা বাজাও, সুতরাং তুমি আসছ, আমার বাড়িতে পারফর্ম করছ। আমি অত ভালো মানুষ নেই। হতে পারে আমি হয়তো পালটা মারব না। কিন্তু আমার বাড়িতে ঢুকতেও দেব না। আর আমি আমার বাড়িতে যে নিয়ম পালন করি, সেটা দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমি কখনোই

আমার বাড়ির লোককে মার খেতে, বা আমার বোনেদের সিঁদুর মুছে যেতে দেখতে পারব না। এবার যারা মেনে নিতে পারে, তারা পারে। সম্পূর্ণ অধিকার আছে।'

পরিচালনায় অরিজিৎ সিং

এই সময়ের সবচেয়ে বড় খবর বোধহয় এটাই যে, অরিজিৎ সিং পরিচালনায় আসছেন। তবে কোনও সামাজিক কিংবা সাংগীতিক ছবি নয়। একেবারে রহস্য রোমাঞ্চের ছবি বানাবেন বলে ঠিক করেছেন অরিজিৎ। জঙ্গলকেন্দ্রিক এই ছবির সবটা জুড়ে থাকবে রোমাঞ্চ। সর্বভারতীয় স্তরের জন্য এক বিগ বাজেট ছবি বানাতে চলেছেন অরিজিৎ।

আপাতত কোয়েল সিং-এর সঙ্গে মিলে কাহিনি নির্মাণ করেছেন অরিজিৎ। এবার শিল্পী নির্বাচনের পালা। যেহেতু এটা সর্বভারতীয় ছবি, সুতরাং সর্বভারতীয় মুখ থাকবেন এই ছবিতে। সে ব্যাপারে নিশ্চিত অরিজিৎ। তবে কারা কারা থাকবেন, সে তালিকা এখনও ঠিক হয়নি। আগামী এক থেকে দু মাস সময় লেগে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

আসলে অরিজিৎ হুড়োহুড়ি করতে চাইছেন না। চিত্রনাট্য লক হয়েছে। অত্যন্ত নীরবে কাজ এগিয়েছেন অরিজিৎ। কাউকে বিন্দুবিসর্গও জানতে দেননি। এবার শিল্পী নির্বাচনের সময়ও ঢাকঢোল পেটাতে চাইছেন না। তাঁর প্রযোজক মহাবীর জৈন-ও অনেকটা তাঁরই মতো। কোনও তাড়াহুড়ো নেই। মহাবীর আপাতত বিক্রান্ত মেসিকে নিয়ে শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের জীবনী তৈরিতে ব্যস্ত।

শিবলিঙ্গে জল ঢালতে জল্পেশ, জয়ন্তী, বাবাধামে পাড়ি দেন শিলিগুড়ির বহু ভক্ত। অনেকে আবার যান বাগডোগরা লাগোয়া জংলিবাবার মন্দিরেও। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে শ্রাবণ মাস। শিবের আরাধনায় এখন জায়গা করে নিয়েছে ‘ড্রেস কোড’।

শিব ভক্তদেরও নজর পোশাকে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : শ্রাবণে ভোলেবাবার আরাধনায় শামিল হন শিবভক্তরা। শিবলিঙ্গে জল ঢালতে জল্পেশ, জয়ন্তী, বাবাধামে পাড়ি দেন শিলিগুড়ির বহু ভক্ত। অনেকে আবার যান বাগডোগরা লাগোয়া জংলিবাবার মন্দিরেও। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে শ্রাবণ মাস। প্রথম সোমবার থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হবে মন্দির চত্বর। তবে শিবের আরাধনায় এখন জায়গা করে নিয়েছে ‘ড্রেস কোড’। অনেক ভক্তই এবিষয়ে খুব সচেতন। অন্তত মহাবীরস্থানের পোশাকের ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই বোঝা গেল। অনেকে দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন শিবপুজোর কুর্তি হবে দাদা? ক্রেতার দাবি মেনে বিক্রেতারাও হাসিমুখে তেমন কুর্তি বের করে দেখাচ্ছেন।

মহাবীরস্থানের পাশাপাশি বিধান মার্কেটে গেলেও চোখে পড়বে শিবপুজোর টি-শার্ট, কুর্তি, পাঞ্জাবি সহ নানা পোশাকের সম্ভার। কোনও পোশাকে শিবলিঙ্গ আঁকা, কোনওটাতে আবার শিবের ছবি। এমনকি শিবের ছবি দেওয়া ব্যাগও পাওয়া যাচ্ছে।

মহাবীরস্থানের দোকানে শিবপুজোর জন্য বিশেষ পোশাক।

মহাবীরস্থানের সংকটমোচন মন্দিরের পাশে জামাকাপড়ের দোকান রয়েছে নাড়ু পালের। শিবপুজোর জন্য নতুন পোশাকের চাহিদা নিয়ে প্রশ্ন করতেই হেসে নাড়ু বললেন, ‘এখন তো এটাই ট্রেন্ড।’

বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আগামী শুক্রবার থেকে শ্রাবণ মাস শুরু হলেও, অনেকে গুরুপূর্ণিমার পরের সোমবার থেকেই শিব আরাধনায় শামিল হয়েছেন। পুরো শ্রাবণ মাস শিবের আরাধনা করবেন ভক্তরা। ভক্তি তো রয়েইছে, এবার তার মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ‘ড্রেস কোড’। হোলি, ক্রিসমাসের মতো এখন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে শিবপুজোর জামা। শিশু থেকে বয়স্ক সকলের মাপেই রয়েছে এই পোশাক।

বিধান মার্কেটের পোশাক বিক্রেতা সমর সরকারের কথায়, ‘বেশিরভাগ ভক্তই কমলা জামায় শিবের ছবি দেওয়া পোশাক কিনছেন।’

শহরের কাছাকাছি রয়েছে জংলিবাবার মন্দির, এছাড়াও অনেকে জল্পেশ, শিবখোলা, সেবক শিব মন্দিরে পুজো দিতে যান এই মাসে। সেকারণে পোশাক কেনার জন্য বাজারে ভিড় জমাচ্ছেন অনেকেই। মহাবীরস্থানে শিবপুজোর জামা কিনতে এসেছিলেন মিলনপল্লির বাসিন্দা তনিমা সেনগুপ্ত। তিনি বললেন, ‘শিবপুজো যে শুরু, তা বাজারে গেলেই বোঝা যাচ্ছে।’

বিক্রেতারা জানালেন, পোশাকের দাম শুরু হচ্ছে একশো টাকা থেকে। এছাড়াও দুশো টাকায় পাওয়া যাচ্ছে ব্যাগ। চাহিদা থাকায় বিক্রিও হচ্ছে ভালোই। অন্যদিকে, শিবের আরাধনার জন্য পছন্দসই পোশাক পেয়ে খুশি ক্রেতারাও।

আগামী শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে শ্রাবণ মাস। প্রথম সোমবার থেকে পুণ্যার্থীদের ভিড়ে মুখরিত হবে মন্দির চত্বর

শিবের আরাধনায় এখন জায়গা করে নিয়েছে ‘ড্রেস কোড’। অনেক ভক্তই এবিষয়ে খুব সচেতন। অন্তত মহাবীরস্থানের পোশাকের ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই বোঝা গেল

মহাবীরস্থানের পাশাপাশি বিধান মার্কেটে গেলেও চোখে পড়বে শিবপুজোর টি-শার্ট, কুর্তি, পাঞ্জাবি সহ নানা পোশাকের সম্ভার

কোনও পোশাকে শিবলিঙ্গ আঁকা, কোনওটাতে আবার শিবের ছবি। এমনকি শিবের ছবি দেওয়া ব্যাগও পাওয়া যাচ্ছে

পোশাকের দাম শুরু হচ্ছে একশো টাকা থেকে। এছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে ব্যাগ

অ্যাম্বুল্যান্সে বসেই মাদক সেবন

এক টানেতে যেমন তেমন...

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৫ জুলাই : ‘এক টানেতে যেমন তেমন, দুই টানেতে রুগী, তিন টানেতে রাজা উজীর, চার টানেতে সুখী...’, পাঠক ভাবছেন হঠাৎ নয়ের দশক কাঁপানো ত্রয়ী ছবির এই গান নিয়ে কেন পড়লাম? আসলে কারণটা হল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বর। সূয্যি মামা পাটে যেতেই এখানে বসছে মদ-গাঁজার আসর। বাদ যাচ্ছে না ব্রাউন সুগারও। রমরমিয়ে মাদক সেবন চলছে অ্যাম্বুল্যান্সে বসেই! ভাবুন একবার। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চত্বরে বাড়ছে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য। এতে রোগীর পরিজনদের পাশাপাশি অতিষ্ঠ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে পদক্ষেপের জন্য পুলিশের কাছে লিখিতভাবে আর্জি জানিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায়। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা জানিয়েছেন, কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

তবে ইসলামপুর হাসপাতাল চত্বরে মাদকাসক্তদের দাপট নতুন ঘটনা নয়। মাঝে কড়া পদক্ষেপের জেরে এসব পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি ফের নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়েছে। চত্বরে অস্থায়ী ঠেক বানাতে শুরু করেছে তারা। হাসপাতালের মর্গের দিকে যাওয়ার রাস্তায়, জেনারেটর ঘরের আড়ালে, গাড়ি পার্কিংয়ের পিছনে থাকা শেডের আড়ালে ঠেক বানিয়েছে মাদকাসক্তরা। অভিযোগ, বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরেও বসছে মদের আসর। চুপিসারে চলছে গাঁজার পুরিয়া কেনাবেচাও। রাত যত বাড়তে থাকে ততই চত্বরে বাড়ে মাদকাসক্তদের আনাগোনা। এরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে। গালিগালাজ করছে। এতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন রোগীর পরিজনরা।

এক অ্যাম্বুল্যান্সচালকের কথায়, ‘অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতর মদ সহ নানা ধরনের নেশা চলছে। এমনকি সেখানে মধুচক্রের আসরও বসানো হচ্ছে। কিছু মানুষের কারণে আমাদের সকলের বদনাম হচ্ছে।’

এদিকে, রোগীকে অন্যত্র রেফার করা হলে তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে পরিজনদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নেপথ্যে মাদকাসক্তরা। কোন অ্যাম্বুল্যান্সে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেটা নাকি নেশাগ্রস্তরা ঠিক করে দেয়! রোগীর পরিবার প্রতিবাদের সাহস পায় না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক রোগীর পরিজন বলেছেন, ‘আমি প্রতিবাদ করতেই মাদকাসক্তরা মারমুখী হয়ে উঠেছিল। সেই সময় হাসপাতালের কিছু কর্মী এসে আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচান।’

হাসপাতাল চত্বরে এদিক-সেদিক মদের বোতল পড়ে থাকতে দেখা যায় প্রায়ই। চত্বরে থাকা এক ওষুধের দোকানদারের অভিজ্ঞতা, ‘আমরা সব দেখেও চুপ থাকি। কারণ এদের সঙ্গে শত্রুতা করলে টিকে থাকা কঠিন।’

এবিষয়ে সহকারী সুপার সন্দীপন বলেছেন, ‘মাঝে এসব প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে সম্প্রতি চক্রটি ফের সক্রিয় হয়েছে। পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে লিখিত আর্জি জানিয়েছি।’ অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের বক্তব্য, ‘হাসপাতাল চত্বরে পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি মাদকাসক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।’ এখন কবে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে লাগাম পড়ে, সেদিকে তাকিয়ে সকলে।

ইসলামপুর হাসপাতাল চত্বরে পড়ে মদের বোতল।

নেশায় বুঁদ

- ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে বসছে মদ-গাঁজার আসর
- বাদ যাচ্ছে না ব্রাউন সুগারও
- রমরমিয়ে মাদক সেবন চলছে অ্যাম্বুল্যান্সে বসেই
- রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চত্বরে বাড়ছে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য
- এবিষয়ে পদক্ষেপের জন্য পুলিশের কাছে লিখিতভাবে আর্জি জানিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী সুপার

দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের এলাকা পরিদর্শন

জঙ্গলে পাইপলাইন পাতার অনুমতি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : মঙ্গলবার শিলিগুড়ির দ্বিতীয় জলপ্রকল্পে বন দপ্তরের ছাড়পত্র মিলতেই এলাকা পরিদর্শন করলেন বনাধিকারিকরা। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরা। এলাকা পরিদর্শনের পর যে জায়গায় পাইপলাইন বসানোর কাজ বাকি ছিল সেই এলাকায় গাছ সরানোর কাজ শুরু করেছে বন দপ্তর। প্রায় ৯ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে গাছ তুলে পাইপলাইন পাততে হবে। ওই এলাকার পাশাপাশি বন্যপ্রাণ এলাকা, যেখানে জলাধার তৈরি হবে, সেই এলাকাও পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা।

এ নিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘যে এলাকায় পাইপলাইন পাতার জন্যে বন দপ্তরের অনুমতি প্রয়োজন ছিল, সেই এলাকায় কাজ শুরু হচ্ছে। বন দপ্তরের অনুমতি পেয়ে গিয়েছি। আর একটি ফাইল রাজ্য ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডের কাছে রয়েছে। সেটি কেন্দ্রীয় ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডে পাঠানো হবে।’

শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। গজলডোবায় তিস্তা নদী থেকে জল পাইপলাইনের মাধ্যমে এনে ফুলবাড়িতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে পরিশোধন করা হবে। সেখান থেকে জল আবার পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পাঠানো হবে। এই পর্যায়ে আরও ১০ হাজার বাড়ির সংযোগের জন্যে পাইপলাইন পাতা হচ্ছে। পাশাপাশি তিস্তা থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত জল আনার জন্যেও পাইপলাইন পাতা হচ্ছে। কিন্তু ওই পাইপলাইন পাতার সময় মাঝপথে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল পড়ছে। ওই জঙ্গলে পাইপ পাততে হলে বন দপ্তরের অনুমতি প্রয়োজন ছিল। সেই অনুমতির জন্যেই এতদিন পাইপ পাতার কাজ আটকে ছিল। মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে আধিকারিকদের বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন। এরপরেই তড়িঘড়ি বন দপ্তরের প্রধান সচিব পদক্ষেপ করে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে অনুমতি দিয়ে মেয়রকে চিঠির প্রতিলিপি হোয়াটসঅ্যাপ করেন। সেই অনুমতি পাওয়ার পর কাজ শুরু হয়। মঙ্গলবার ওই কাজ দেখতে গিয়েছিলেন বন দপ্তর এবং পুরনিগমের কর্তারা। কত গাছ সরাতে হবে, কোন গাছ কোথায় যাচ্ছে সেগুলি দেখা হয়। ১০ দিন লাগবে গাছ সরাতে। এরপর, শুরু হবে পাইপ পাতার কাজ।

কী পরিকল্পনা

- তিস্তা থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত জল আনার জন্য পাইপলাইন পাতা হচ্ছে
- কিন্তু ওই পাইপলাইন পাতার সময় মাঝপথে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল পড়ছে
- ওই জঙ্গলে পাইপ পাততে হলে বন দপ্তরের অনুমতি প্রয়োজন ছিল
- অনুমতির জন্য এতদিন কাজ আটকে ছিল
- মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে এসে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেন

ধর্ষণের চেষ্টা, ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : বন্ধুর নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগে সোমবার রাতে প্রমোদ শর্মা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযোগ, নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে রেখে তার বাবা-মা বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে প্রমোদ ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেন। তারপর নাবালিকাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন প্রমোদ।

নাবালিকা ভয়ে পরিবারের সদস্যদের ফোন করে বিষয়টি জানায়। অবস্থা বুঝে অভিযুক্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। নাবালিকার পরিবার সোমবার মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। নাবালিকার মা বলেন, ‘প্রমোদ আমাদের বাড়িতে এসেছিল। মেয়েকে বাড়িতে রেখে আমি বাজারে গিয়েছিলাম। বৃষ্টি নেমে যাওয়ায় আমার স্বামী আমাকে আনতে বাজারে এসেছিল। সেই সুযোগে প্রমোদ আমার মেয়েকে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে।’ ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক অভিযুক্তকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

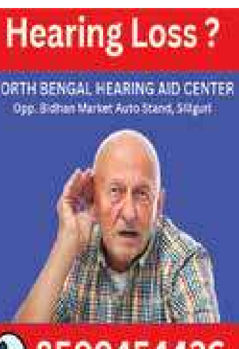

জন্মজয়ন্তী

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : শিলিগুড়ি বিগ আর্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরাম ও নর্থবেঙ্গল গ্রেটার আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় রামকিঙ্কর বেইজ-এর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হল। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে অনুষ্ঠান হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। রামকিঙ্কর সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নাট্যকার পার্থপ্রতিম মিত্র, দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড ফোরামের প্রেসিডেন্ট অমিত সরকার, শিলিগুড়ি বিগ আর্ট ফাউন্ডেশনের কর্ণধার দীপায়ন ঘোষ প্রমুখ।

অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং শাখার তরফে অক্ষয়কুমার মিত্রর জন্মবার্ষিকী পালন করা হল। পাশাপাশি মঙ্গলবার সূর্য সেন পার্কে অবস্থিত বাংলার নবজাগরণের অন্যতম লেখক ও প্রবন্ধকার অক্ষয়কুমারের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

ঋণের চাপে

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘা যতীন কলোনির ২/৪ নম্বর রাস্তার বাসিন্দা বাপি দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হল মৃতের পরিবার। সোমবার বাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় বাপির দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার জানিয়েছে, বাপি ক্যানসার আক্রান্ত ছিলেন। তারপর আবার ঋণে জড়িয়ে পড়েন। বাড়ির লোকের দাবি, ঋণের চাপে এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন। মৃতের আইনজীবী অলোক দাস জানান, যারা ঋণ দিয়েছিল তারা চড়া সুদ নিচ্ছিল। লাগাতার চাপ দেওয়ার ফলে বাধ্য হয়েই বাপি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। যাদের থেকে তিনি ঋণ নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ির জাবরাভিটা আন্ডারপাসের বেহাল দশা। যে কোনও সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। - সূত্রধর

বিধায়ক তহবিলের পরিমাণ কম : গৌতম

জয়ন্ত-শিখা বরাদ্দ দেননি, অভিযোগ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : শংকর ঘোষের অভিযোগের জবাব ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিলেন গৌতম দেব। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের টাকা তিনি অনুমোদন দেওয়ার পরেও রাজনৈতিক কারণে ব্যয় করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে সোমবার অভিযোগ তুলেছিলেন বিধায়ক শংকর। মঙ্গলবার পালটা সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র গৌতমের দাবি, ২০২৪-’২৫ এবং ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষে মোট ৪৬ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে। সেই কাজ শুরু করার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন।

পাশাপাশি, ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষের পর শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট আর কোনও কাজের অনুমোদন দেননি বলে মেয়রের অভিযোগ।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে মেয়র বলেন, ‘শংকর মোট ৪৬ লক্ষ টাকার কাজ দিয়েছিলেন। কিছু কাজ গত মাসে এসেছে। আমি সব কাজ করে দিতে বলেছি আগেই। আমাদের সামগ্রিক ডেভেলপমেন্টে বিধায়কদের টাকাটা খুবই কম। রাজু বিস্ট ২০২২-’২৩ অর্থবর্ষের পর আর কোনও কাজ দেননি। সাংসদের চারটি কাজ আমরা করে দিয়েছি। উনি ৬ লক্ষ টাকায় একটা অ্যাম্বুল্যান্স কেনার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু ওই অ্যাম্বুল্যান্সের দাম ৯ লক্ষ টাকা। সেটার ফিজিবিলিটি রিপোর্ট জেলা শাসককে পাঠাচ্ছি।’ সেইসঙ্গে গৌতম জানান, রাজ্যসভার সাংসদ (বর্তমানে বিজেপির রাজ্য সভাপতি) শমীক ভট্টাচার্য শ্যাম মন্দির রোডে একটা ১৫ লক্ষ টাকার কাজ করার জন্য বলেছিলেন। কিন্তু ওই কাজটি ইতিমধ্যে স্টেট ডেভেলপমেন্ট স্কিমে শিলিগুড়ি পুরনিগম করছে। বিষয়টি চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে শমীককে।

বিজেপির জয়ন্ত রায় ও শিখা চট্টোপাধ্যায়কেও বিঁধেছেন মেয়র। মেয়রের বক্তব্য, ‘সাংসদ জয়ন্ত রায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকা থেকে প্রায় ৬৬ শতাংশ ভোটে জিতেছেন। কিন্তু এক টাকাও সাংসদ উন্নয়ন তহবিল থেকে পুরনিগমের সংযোজিত এলাকার জন্য দেওয়া হয়নি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও এক টাকাও বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে দেননি।’ মেয়রের অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিখা বলছেন, ‘ওঁরা শংকরকেই কাজ করতে দিচ্ছেন না। আমাদেরও দেবেন না বলেছেন। কী টাকা বরাদ্দ হয়েছে, সেটা শংকর সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, তাই জানাজানি হয়েছে। আমরা বলছি না, তাই জানাজানি হয়নি।’

দুর্ঘটনায় জখম দুই

ইসলামপুর, ১৫ জুলাই : মঙ্গলবার ইসলামপুর শহর লাগোয়া কলেজ মোড় এলাকায় একটি চার চাকার গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হয়। ঘটনায় ২ জন জখম হয়েছেন। তবে তাঁদের চোট গুরুতর না হওয়ায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসীমা পাল বলেন, ‘একটি টোটো আচমকা গাড়িটির সামনে চলে আসে। টোটোটিকে বাঁচাতে গিয়ে চার চাকা গাড়িটি বিদ্যুতের খুঁটিতে গিয়ে ধাক্কা মারে। মহকুমা শাসক ও বিডিওকে টোটো নিয়ন্ত্রণের জন্যে আর্জি জানাব। সঙ্গে ওই এলাকায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য সিভিক ভলান্টিয়ার প্রয়োজন।’

গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : বালি পাচারের অভিযোগে দুটি ডাম্পার সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন মালবাজারের বাসিন্দা কুমারবাহাদুর দোরজি ও বটতলা এলাকার অজয় দুবে। সোমবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার তাঁদের জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক অভিযুক্তদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চক্ষু পরীক্ষা

ইসলামপুর, ১৫ জুলাই : মঙ্গলবার গ্রেটার লায়ন্স ক্লাব এবং ক্ষুদিরামপল্লি সুকান্ত স্মৃতি বিদ্যাপীঠের উদ্যোগে পড়ুয়াদের জন্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন স্কুলের অধিকাংশ পড়ুয়ার চোখের সমস্যা ধরা পড়েছে। স্কুলের শিক্ষক গৌতম বর্মন বলেন, ‘এই শিবিরের ফলে পড়ুয়ারা উপকৃত হয়েছে। গ্রেটার লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে পড়ুয়াদের চোখের সমস্যার চিকিৎসা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।’

এনজেপিতে কিশোরী উদ্ধার

বীরপাড়া, ১৫ জুলাই : স্কুলে পড়তে পড়তেই রোজগেরে হতে চেয়েছিল নাবালিকা। কিন্তু তার সেই ইচ্ছা পূরণে বাধ সেধেছিল পরিবার। এরপরই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় বীরপাড়ার মহাকালপাড়ার ১৭ বছর বয়সি ওই কিশোরী। ১০ জুলাই বীরপাড়া থানায় মিসিং ডায়েরি করেছিল নিখোঁজের পরিবার। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে তাকে উদ্ধার করে বীরপাড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিন তাকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির জিম্মায় রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছে বীরপাড়া পুলিশ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, মেয়েটি শপিং মলে কাজ করতে চেয়েছিল। পরিবারের তরফে বাধা পেয়ে মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। প্রথমে শীতলকুচি এবং পরে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন লাগোয়া এলাকার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সে। তদন্তকারী অফিসার এএসআই হিমাদ্রি রায় টানা তল্লাশি চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ওই কিশোরীকে উদ্ধার করেন।

তিনবারেও শৃঙ্গ জয় অধরা

জলপাইগুড়ি, ১৫ জুলাই : তিনবারের চেষ্টাতেও সাফল্য অধরা উত্তরের অভিযাত্রীর। ২০ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উঠতে পারলেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জয় হল না পোলোগঙ্কা শৃঙ্গ।

পর্বতারোহী দলের নেতা ভাস্কর দাস বলেন, 'এত দুর্গম এলাকায়, খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে আমরা সকলে যে সুস্থ আছি, এটাই বড় কথা। তবে ৬টি সংস্থার সদস্যদের নিয়েও যে অভিযান করা যায়, তা উত্তরবঙ্গের অভিযাত্রীরা দেখিয়ে দিয়েছেন। আশা করছি, ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই শৃঙ্গ জয় সম্ভব হবে।' মঙ্গলবার বেস ক্যাম্প থেকে মানালির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে দলটি।

১ জুলাই ১১ জন অভিযাত্রী রওনা দিয়ে ৭ জুলাই ওই অভিযাত্রীরা প্রায় ১৬ হাজার ফুট উচ্চতায় বেস ক্যাম্প তৈরি করেন। ১০ জুলাই ক্যাম্প ওয়ান করা হয় প্রায় ১৭ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতায়। তবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় দলের সদস্য হীরক ব্রহ্ম অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে নিয়ে ডাঃ স্বরূপ খান এবং সুস্মিতা সরকার বেস ক্যাম্পে ফিরে আসেন। বাকিরা ১১ জুলাই ১৯ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছোন। সেদিন পর্যন্ত আবহাওয়া মোটামুটি ঠিক থাকে।

৮ জন সদস্য ক্যাম্প টু-তে পৌঁছোতে সফল হন। খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে ১৩ জুলাই ভোরে আট অভিযাত্রী এবং দুই গাইড শৃঙ্গের পথে কঠিন পাথর এবং বরফ ভেঙে উঠতে শুরু করেন।

তবে প্রায় ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় তুষারপাত বেড়ে যাওয়ায় অভিযাত্রীরা আর এগোতে না পেরে ক্যাম্প টু-তে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। পরের দিন আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হলে আবার আরোহণের চেষ্টা করেও সফল হননি। এরপর আর ঝুঁকি না নিয়ে ক্যাম্প ওয়ানে ফিরে আসেন সকলে।

প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ সংবাদে দলের এই বিদ্রোহের খবর প্রকাশিত হতেই তৃণমূলের জেলার শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা ফাঁসিদেওয়া গিয়ে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। কলকাতার নির্দেশে খোদ শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এলাকায় গিয়ে জনপ্রতিনিধি, দলের নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন।

কিন্তু তার পরেও চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের একটা বড় অংশই জানিয়েছিলেন, তাঁরা ২১ জুলাইয়ের আগেই অনাস্থা পেশ করবেন। বিডিও অনাস্থার চিঠি জমা না নিলে তাঁরা সেখানেই অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসবেন। সেইমতোই মঙ্গলবার অনাস্থার চিঠি বিডিও অফিসে জমা দিয়েছেন। ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস সেই চিঠি গ্রহণ করে সরকারি সিলমোহর দিয়েছে।

চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেছেন, 'অনাস্থা পেশের খবর পেয়েছি। আমাকে সরিয়ে দিলে দেবে। তবে, কোনওদিন অন্যায়, দুর্নীতির সঙ্গে আপস করিনি। স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করেছি। আগামীতেও করব।' দলীয় সূত্রের খবর, শুধু চটেরহাট নয়, ফাঁসিদেওয়া এবং জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতেও যে কোনওদিন অনাস্থা পেশ হবে। এই দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতেও দ্রুত প্রধান বদল না হলে দলে বিদ্রোহের আশঙ্কা রয়েছে। এই ঘটনায় দলের ফাঁসিদেওয়া ব্লক সভাপতি (১) মহম্মদ আখতার আলির ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

বিক্ষুব্ধ জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ, ব্লক সভাপতিকে অনেক আগেই পঞ্চায়েতের অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি। তাই বাধ্য হয়েই অনাস্থার পথে হাঁটতে হয়েছে।

উত্তমের নথি নিয়ে ধোঁয়াশা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৫ জুলাই : মঙ্গলবার অর্থাৎ ১৫ জুলাই অসম ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর। কিন্তু শেষপর্যন্ত অসম ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে তিনি নথি জমা দিলেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকে গেল। এদিন চৌধুরীহাট সাদিয়ালের কুঠিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, উত্তম সস্ত্রীক বাড়িতে নেই। বাড়িতে শুধু বয়স্ক মা ও ছোট ছেলে। মায়ের কাছে ছেলের কথা জিজ্ঞেস করতেই তাঁর সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'আমি জানি না।' এদিন উত্তমকে বারবার ফোন করা হলেও সাড়া মেলেনি।

গত বছর ডিসেম্বরে কোচবিহার জেলা পুলিশ এবং দিনহাটা থানা মারফত অসম সরকারের নোটিশ আসে উত্তমের কাছে। এরপর এবছর জুলাই মাসে অসম সরকারের নোটিশ প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য রাজনীতিতে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সামাজিক মাধ্যমে উত্তমকে নিয়ে পোস্ট করেন। অসমের মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তমের প্রসঙ্গ তুলে তার জবাব দেন।

এদিকে, অসম সরকারের নোটিশ পাওয়া পরেই উত্তম তাঁর আইনজীবীর পরামর্শমতো ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত নথি জমা দেন অসম ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে। কিন্তু তারা আরও বেশ কিছু নথি চেয়ে পাঠায়। এবং ১৫ জুলাই পর্যন্ত সেই কাগজ জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেয়। যদিও শেষপর্যন্ত তিনি নথি জমা দিয়েছেন কি না, তা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি উত্তমের কাছে। উত্তম যে আতঙ্কে এখনও রাতে নিজের বাড়িতে থাকেন না, তা জানিয়েছেন তাঁর প্রতিবেশীরা।

তবে অসমে যাচ্ছেন না উত্তম, এমনই দাবি করেছেন চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাধারানি বর্মন। তাঁর কথায়, 'দল যেহেতু উত্তমকে যেতে নিষেধ করেছে তাই তিনি অসম যাবেন না। এর বাইরে কিছু জানা নেই আমার।' এদিন উত্তমের আইনজীবী অপূর্ব সিনহা বলেন, 'উত্তমের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। তাই এই কেস সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই।'

বাড়ছে ধন্দ

- ১৫ জুলাই অসম ফরেনার্স ট্রাইবিউনালে নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল দিনহাটার উত্তমকুমার ব্রজবাসীর
- কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি নথি জমা দিলেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল
- মঙ্গলবার চৌধুরীহাট সাদিয়ালেরকুঠিতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, উত্তম সস্ত্রীক বাড়িতে নেই

মদ্যপান ঘিরে বচসা

নকশালবাড়ি, ১৫ জুলাই : নকশালবাড়ি থানার মেরিভিউ চা বাগানে মদ্যপানকে কেন্দ্র করে দাম্পত্যকলহের জেরে স্ত্রীর গলা টিপে জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী। দাবি, ওষুধ নয়, বিষ খাওয়ানো হয়েছে। ঘটনার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন স্ত্রী। সোমবার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ২১ জুলাই পর্যন্ত তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃতের নাম মহম্মদ সুলতান। বচসার পরে তাঁর স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেন। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকায় তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি আপাতত স্থিতিশীল।

তরুণীর বাবা মহম্মদ নেহরু এই নিয়ে নকশালবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। নেহরু বলেন, 'মেয়েকে ব্যথার ওষুধের নাম করে বিষ খাওয়ানো হয়েছে। ফলে সে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে।'

১৫ বছর আগে মেরিভিউ চা বাগানের বাসিন্দা সুলতানের সঙ্গে বিয়ে হয় কিলারামজোতের বাসিন্দা ওই তরুণীর। তাঁদের তিন সন্তান রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই সাংসারিক অশান্তি শুরু হয়। সুলতান রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। নেহরু বলেন, 'প্রতিদিন মদ্যপান করে জামাই মেয়ের উপর অত্যাচার করে। সেদিন রাতে মদ্যপান করে বাড়িতে ঢুকেই মারধর করতে শুরু করে সুলতান। মেয়ের গলা টিপে ধরে সে। জোর করে ওষুধ খাইয়ে দেয়। তার পরেই অসুস্থ হয়ে পড়ে স্ত্রী।'

অমরনাথ যাত্রায় নজর শ্রীনগরে নিরাপত্তারক্ষীর। -পিটিআই

পোলোগঙ্কায় ক্যাম্প-২'তে অভিযাত্রীরা। -ফাইল চিত্র

রোহিঙ্গা নিয়ে সুকান্তর তোপ

বাঙালি বিদ্বেষের অভিযোগ মোকাবিলায় পালটা তোপ মমতাকে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ জুলাই : রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এমনই অভিযোগ তুললেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাটে এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোকে তোপ দাগেন সুকান্ত। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল নেত্রী বাঙালি বাঙালি করে আসলে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। এটাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তৃণমূল নেত্রী আদতে বাঙালিদের ভালো চান না।'

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন শুরু হয়েছে। তবে এ রাজ্যে বিশেষ সংশোধনে আপত্তি রয়েছে তৃণমূলের। এনিয়ে রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ শানিয়েছেন সুকান্ত। তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের আড়াল করতেই আপত্তি শাসকদের।

এদিকে, কয়েকটি রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের হেনস্তা ও বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এনিয়ে পথে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাঙালি আবেগকে সামনে রেখে তৃণমূলের পথে নামাকে কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত।

তাঁর কথায়, 'এই রাজ্যে কাজ নেই। তাই বাধ্য হয়ে বাঙালি ছেলেমেয়েদের কাজের জন্য দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, গুজরাট, হায়দরাবাদ সহ অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে।' রাজ্যে খুন, ধর্ষণের মতো অপরাধ বাড়ছে। এনিয়ে সুকান্ত বলেছেন, 'তৃণমূল এ রাজ্যকে অস্ত্রের রাজ্য বানিয়ে ফেলেছে। রাজ্যের সর্বত্র অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যায়।'

এদিকে, ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে। বালুরঘাটের সাংসদ বলেন, 'কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তরকন্যা গড়ে উঠলেও সেখানে গিয়ে মানুষ কোনও পরিষেবাই পায় না। উত্তরবঙ্গ বঞ্চিতই থেকে গিয়েছে। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে জনগণ সেদিন রাস্তায় নামবে।'

এবিষয়ে সুকান্তকে পালটা দিয়েছেন তৃণমূলের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুভাষ চাকি। তিনি বলেছেন, 'কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নানাভাবে মানুষকে হয়রান করছে। বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে মানুষকে হয়রানের চেষ্টা চলছে।'

এদিন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যাশক্তি প্রকল্পে বালুরঘাটে কোচিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। বালুরঘাট ললিত মোহন আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে ওই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন আইআইটি মাদ্রাজের বিদ্যাশক্তি কনভেনার শিবা সুব্রহ্মণিয়াম, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক পার্থপ্রতিম দত্ত। বিদ্যাশক্তি প্রকল্পের লক্ষ্য স্কুল শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ভাষার দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে পড়ুয়াদের ডিজিটালি শিক্ষা দেওয়া। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় আরও দুটো কোচিং ক্যাম্প হবে।

বিদ্যাশক্তি প্রকল্পে কোচিং ক্যাম্পের উদ্বোধনে সুকান্ত মজুমদার।

> তৃণমূল নেত্রী বাঙালি বাঙালি করে আসলে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। এটাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য। তৃণমূল নেত্রী আদতে বাঙালিদের ভালো চান না।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**
> কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

পঞ্জাবের জেলে মালদার ছয় পরিযায়ী শ্রমিক

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ১৫ জুলাই : এবার আপ শাসিত পঞ্জাবে হেনস্তার শিকার হলেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। লুধিয়ানায় মুরগির খামারে কাজে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ছয় পরিযায়ী শ্রমিক। পশুহত্যা সহ তিনটি ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তাঁরা লুধিয়ানার সেন্ট্রাল জেলে বন্দি রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রবল উদ্বেগে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

ওই শ্রমিকদের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগে লুধিয়ানায় কাজের সন্ধানে যান জাকির হোসেন, রায়হান আলম, কুরবান আলি, আজম আলি, মিনজার আলি ও মুক্তার আলম। সেখানে একটি মুরগির খামারে কাজে যোগ দেন তাঁরা। খামারের একটি গোডাউন ঘরে থাকছিলেন ওই শ্রমিকরা। চলতি মাসের ২ তারিখ রাতে হঠাৎ সেখানকার স্থানীয় পুলিশ এসে তাঁদের গ্রেপ্তার করে। পুলিশের পক্ষ থেকে ফোনে পরিবারের লোকেদের সেই খবর দেওয়া হয়। সোমবার পরিবারের সদস্যরা লুধিয়ানায় পৌঁছান। জেলে দেখা করতে গিয়ে জানতে পারেন, পুলিশি হেপাজতে ওই ৬ শ্রমিকের উপর শারীরিক নিগ্রহ করা হয়। এমনকি ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ পরিবারের। পরিবারের লোকেদের আরও অভিযোগ, একজন পুলিশ মারফত তাঁরা আইনজীবীর নম্বর পেয়েছিলেন। ওই আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করে আইনি সহায়তার জন্য মাথাপিছু ১০ হাজার টাকা করেও দেন। কিন্তু আইনজীবী কোনও কাজ করছেন না। ধৃত শ্রমিক জাকির হোসেনের দাদা মহম্মদ আনোয়ারুল হক বলেন, 'আমাদের অবস্থা খুব খারাপ। যেটুকু টাকা এনেছিলাম, সেটাও শেষ। কোনও আইনি সহায়তা পেলাম না। কী করব, কোথায় যাব, বুঝতে পারছি না। রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন আমাদের সহায়তা না করলে কোথায় যাব?'

পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম বলেন, 'পঞ্জাবে সাধারণত এমন হেনস্তার ঘটনা হয় না। এগুলো বিজেপি শাসিত রাজ্যে হয়। বিষয়টি ঠিক কী হয়েছে, খোঁজ নিয়ে দেখছি। আইনিভাবে যেটা সহায়তা দরকার আমরা করব।' উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর দাবি, 'তৃণমূলের অপদার্থতার জন্য বাংলার ছেলেদের বাইরে কাজে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এতদিন এরা বলত, এগুলো বিজেপি শাসিত রাজ্যে হয়। এখন কী বলবে।'

মালতীপুরের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক যে রাজ্যতেই সমস্যায় পড়ুক, আমরা পাশে আছি।' জেলা শ্রম দপ্তরের যুগ্ম আধিকারিক বিতান দে বলেন, 'আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে। কোন কোন ধারায় মামলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ভিনরাজ্যে বিপাকে

- লুধিয়ানায় মুরগির খামারে কাজে গিয়ে গ্রেপ্তার চাঁচলের ছয় শ্রমিক
- পশুহত্যা সহ তিনটি ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে
- পুলিশি হেপাজতে ওই ৬ শ্রমিকের উপর শারীরিক নিগ্রহ করা হয়
- এমনকি ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার করা হয়

নথি লাগবে না

প্রথম পাতার পর

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ অন্য খাতে খরচ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, 'উদয়নবাবু কখনও এটার প্রতিবাদ করতে পারেন না। উদয়নবাবু তো বীরপুরুষ। ওঁর মধ্যে বীররসের আধিক্য রয়েছে। ওঁর মধ্যে আমরা রাবণকে দেখতে পাই। উনি যেভাবে বিজেপির বিরোধিতা করেন, সেভাবে বিধানসভায় কেন জানাচ্ছেন না যে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের দেওয়া টাকা খরচ করা যাচ্ছে না কী কারণে?'

রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের বাতাবরণ বাড়ছে বলে অভিযোগ তুলে শমীক বলেছেন, 'কোচবিহারকে ব্যবহার করে বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপ করা হচ্ছে। নানা ছক কষা হচ্ছে।' শিঙাড়া-জিলিপিতে স্বাস্থ্য সতর্কতা থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। সেই নির্দেশের বিরোধিতা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সেই প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'কোনও খাবার থেকে যদি নির্দিষ্টভাবে কোনও সংক্রমণ হয় বা অসুস্থতা হয় স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্যমন্ত্রক বিষয়টি দেখবে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মূল শিল্পই হল চপশিল্প। তাই আমি বলব স্বাস্থ্যমন্ত্রক যাতে ওই নির্দেশিকা থেকে যেন চপকে বাইরে রাখে।'

বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই কোচবিহারে রাজনীতির ময়দান কার্যত সরগরম। তৃণমূল নানা কর্মসূচি শুরু করেছে। বিজেপিতেও যেভাবে পুরোনো নেতারা এগিয়ে এসেছেন তাতে আগামীতে রাজনীতির লড়াই কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় এখন সেটাই দেখার।

শ্বাসরোধ করে শিশু খুনে যাবজ্জীবন সাজা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৫ জুলাই : দেড় বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগে সদানন্দ রায় নামে এক অভিযুক্তের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল আলিপুরদুয়ার আদালতের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। গত ১০ জুলাই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। মঙ্গলবার তার যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করা হয়েছে বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারি আইনজীবীরা জানিয়েছেন। সরকারি আইনজীবী দুলাল ঘোষ বলেন, 'একজন শিশুকে শ্বাসরোধ করে এভাবে খুন করা বিরলতম ঘটনা। অভিযুক্তের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা হওয়ার ফলে সমাজের কাছে বিশেষ বার্তা যাবে।'

সরকারি আইনজীবী সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ২০১৩ সালে ২০ জুলাই আলিপুরদুয়ার মথুরা চা বাগান এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছিল। ঘটনার দিন ফুলমন্তি ওরাওঁ নামে এক বধূ তাঁর দেড় বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় দোষী সদানন্দ ফুলমন্তিকে ডাকলে তিনি মেয়েকে ঘরে রেখে বাইরে বের হন। সদানন্দ এলাকায় প্রধান নামে পরিচিত। তাঁদের মধ্যে আর্থিক লেনদেন জনিত সমস্যা ছিল। মহিলার স্বামী চা বাগান শ্রমিক। সেদিন দুই পক্ষের কথা কাটাকাটির পর সদানন্দ ফুলমন্তিকে মারধর শুরু করে। তিনি মুখে ও চোখে আঘাত পান। সদানন্দের হাত থেকে বাঁচতে ফুলমন্তি অন্যত্র যাওয়ার চেষ্টা করতেই দোষী ঘরে ঢুকে শিশুকন্যাকে নিয়ে চা বাগানের দিকে ছোটে। ফুলমন্তি প্রতিবেশীদের ডাকায় সকলে যখন সদানন্দের পিছু নেন তখন সে চা বাগান এলাকার একটি নালায় শিশুটিকে ফেলে তার গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শ্বাসরোধ হয়ে শিশুটির সেখানেই মৃত্যু হয়েছিল। ময়নাতদন্তে শিশুটির ফুসফুস থেকে কাদামাটি বের হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সদানন্দকে মারধর শুরু করেন এবং আলিপুরদুয়ার থানায় ফুলমন্তির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। খুন করার উদ্দেশ্যে বাড়িতে প্রবেশ, অপহরণ ও পরিকল্পিত খুন সহ একাধিক ধারায় মামলা শুরু হয়। ১৩ জন সাক্ষ্য দেন। সকলের সাক্ষ্যগ্রহণের পর অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আগ্রাসী গঙ্গা ভাঙছে পাড়। মঙ্গলবার মানিকচকে আজাদের ক্যামেরায়।

শুভাংশু যেন

প্রথম পাতার পর

হাত নাড়তে নাড়তে শুভাংশু জলযানের ডেকে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যান। লখনউয়ে তখন তাঁর বাবা শম্ভুদয়াল বলে উঠলেন, 'মিশন সফলভাবে শেষ হওয়ায় ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

শুভাংশুকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক অভিযান। ভারতের প্রথম নভশ্চর যিনি আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে দুর্দান্ত নিষ্ঠা, সাহস এবং কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের কোটি কোটি মানুষকে নতুন স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। এই অভিযান আমাদের দেশীয় মহাকাশ অভিযান গগনযানের লক্ষ্যপূরণের দিকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, 'এটা প্রতিটি ভারতীয়র গর্বের মুহূর্ত। ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শুধু মহাকাশ স্পর্শ করেননি, ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন।' সামাজিক মাধ্যমে বাংলায় লেখা পোস্টে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'শুভাংশু শুক্লা, আপনি যা করে দেখিয়েছেন, সেটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়।' শুভাংশু ও পেগি ছাড়া আর ড্রাগনে ফিরে আসা মহাকাশযাত্রীরা হলেন স্লাওস উজানস্কি ও টিবর কাপু।

বেশ কয়েকবার অভিযান স্থগিত হওয়ার পর গত ২৫ জুন ফ্লোরিডার স্পেস কেনেডি রিসার্চ সেন্টার থেকে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনের উদ্দেশে পাড়ি দেন শুভাংশুরা। স্পেসএক্সের মহাকাশযানের মাধ্যমে নাসার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই অভিযানের পোশাকি নাম অ্যাক্সিয়ম-৪। এই অভিযানে শুভাশুর অংশগ্রহণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো।

এক বিবৃতিতে ইসরো জানিয়েছে, মিশন চলাকালীন শুভাংশু শুক্লা জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রগুলিতে একাধিক পরীক্ষা করেছেন। অঙ্কুরোদ্গম প্রকল্পে তাঁর অংশগ্রহণ মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে উদ্ভিদদের বংশবৃদ্ধি পর্যালোচনা এবং মহাকাশে কৃষিকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শুভাংশুর তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে ভারতীয় প্রজাতির মুগ এবং মেথি দানার অঙ্কুরোদ্গম ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে বলে ইসরো জানিয়েছে। মহাকাশে ৭টি পরীক্ষায় অংশ নেন ভারতীয় মহাকাশচারী।

নেতার বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর

প্রথম পাতার পর

এই নেতা এবং তাঁর লোকজনের কর্মকাণ্ডে স্থানীয়রা অনেকদিন ধরেই ক্ষুব্ধ। কিন্তু শাসকদলের নেতা হওয়ায় কেউই মুখ খুলতে পারেননি।

ইদানীং ধীমান তাঁর ওষুধের দোকানের পাশের সরু গলি দখল করে চেয়ার, টেবিল পেতে আড্ডা শুরু করেছেন। অথচ এই গলি দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। অভিযোগ, আড্ডার নামে এই নেতা এবং তাঁর লোকজন মানুষকে উত্ত্যক্ত করা, এলাকার পরিবেশ নষ্ট করার কাজ করছেন।

দীর্ঘদিন এসব সহ্য করে এবার নিজেই এগিয়ে এসেছেন এক শিক্ষিকা। কৃষ্ণমায়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার আরও একটি পরিচয় হচ্ছে, তিনি জাতীয় দলের ক্রিকেটার রিচা ঘোষের কাকিমা। তিনি সোমবার শিলিগুড়ি থানায় গিয়ে লিখিতভাবে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ধীমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। মহিলা থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। যদিও অভিযোগকারীর বক্তব্য, 'অভিযোগপত্র গ্রহণ করা ছাড়া পুলিশ এখনও এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপই করেনি।' শাসকদলের নেতার বিরুদ্ধে পুলিশ পদক্ষেপ করবে না ধরে নিয়েই এবার মাস পিটিশন দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবারই স্থানীয়রা এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে মাস পিটিশন লিখে প্রত্যেক পরিবার থেকে সই সংগ্রহ করতে শুরু করেছেন। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, এই অঞ্চল বরাবর শান্তিপূর্ণ। এখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মেয়র, বরো চেয়ারম্যানের বাড়ি। এটা একটা শিক্ষা হাব হিসাবেও পরিচিত। এই এলাকার পরিবেশ নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। বুধবার তাঁরা শিলিগুড়ি থানায় মাস পিটিশন জমা দেবেন বলে ওই শিক্ষিকা জানিয়েছেন।

জাদেজাকে ফুল মার্কস দিয়েও

প্রশ্ন সানির

লন্ডন, ১৫ জুলাই : হারলেও মাথা উঁচু করে ফেরা।

জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজকে নিয়ে রবীন্দ্র জাজেদার দুরন্ত লড়াই প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে ক্রিকেটমহলের। কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড শিবিরও। পিচ, পরিস্থিতিকে সরিয়ে রেখে জাদেজা যেভাবে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন জয়ের পথে, তা দীর্ঘদিন মনে রাখবে ক্রিকেটপ্রেমীরা।

হার প্রাপ্য ছিল না ভারতের : নাসের

দুরন্ত লড়াই শেষে হৃদয় ভাঙা নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় যে সুর ধরা পড়েছে শচীন তেন্ডুলকারদের গলাতে। জাদেজাদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে মাস্টার ব্লাস্টার লিখেছেন, 'তীরে এসে তরী ডোবা। এত কাছাকাছি পৌঁছোয়েও অধরা জয়। একেবারে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছে জাদেজা, বুমরাহ, সিরাজরা। অসাধারণ লড়াই। ভালো খেলেছে ইংল্যান্ড। চাপ বজায় রেখে জয় তুলে নিল। অভিনন্দন প্রাপ্য।'

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নাসের হুসেনের কথায়, লর্ডসে যা খেলেছে ভারত, হার প্রাপ্য ছিল না। বলেছেন, 'পাঁচদিনের টেস্ট ক্রিকেটের দুরন্ত বিজ্ঞাপন। সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। মাঠে উত্তাপও ছড়াল। কিন্তু শেষটা হল ক্রিকেটীয় স্পিরিট বজায় রেখে। ভেঙে পড়া ভারতীয় দুই ব্যাটারকে সান্ত্বনার হাত বাড়িয়ে দিল ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা। যেমন দেখেছিলাম, ২০০৫ সালের অ্যাসেজে অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ সান্ত্বনা দিচ্ছে ব্রেট লি-কে।'

নাসের আরও বলেছেন, 'জাদেজা ও ভারতীয় টেল এন্ডাররা অসাধারণ লড়াই চালিয়েছে শেষপর্যন্ত। প্রবল চাপের মুখে যেরকম প্রতিরোধ চালিয়েছে, হারটা মোটেই প্রাপ্য ছিল না ওদের। সাম্প্রতিককালে আমার দেখা পাঁচদিন ধরে চলা সেরা টেস্ট ম্যাচ।'

দীনেশ কার্তিক বলেছেন, 'জাদেজার লড়াই উপভোগ করেছি। উলটো দিক থেকে পার্টনারের অভাব। কিন্তু তারপরও চাপ ধরে রেখে ঠান্ডা মাথায় নিখুঁত ব্যাটিং করে গেল। বুমরাহ, সিরাজও যে মানসিকতা দেখাল তা শিক্ষণীয়। সহজে হার মানেনি ওরা।'

সুনীল গাভাসকারের মুখেও জাদেজার প্রশংসা। তবে জয়ের এত কাছাকাছি পৌঁছেও হারটা মানতে পারছে না। আর এক্ষেত্রে প্রশ্ন তুললেন জাদেজার রক্ষণাত্মক ব্যাটিং পরিকল্পনা নিয়ে। সানির যুক্তি, বুমরাহ ও সিরাজ মিলে ৮৪ বল খেলেছে। এরমধ্যেই জয়ের রান তোলার চেষ্টা চালানো উচিত ছিল জাদেজার।

ভারতের হার নিয়ে পর্যালোচনা সানি বলেন, 'শোয়েব বশির যখন বল করতে এল, ভেবেছিলাম জাদেজা সুযোগটা কাজে লাগাবে। জো রুটের বিরুদ্ধেও হাত খুলবে। বুমরাহ, সিরাজ লম্বা সময় ক্রিজে কাটিয়েছে। অন সাইডে অনেকটা জায়গা অরক্ষিত ছিল। ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকরগুলি কাজে লাগিয়ে কয়েকটা বাউন্ডারি এলে ফলাফল অন্যরকম হত। কিন্তু তা হয়নি। তারপরও অবশ্য দুরন্ত লড়াই, মরিয়া চেষ্টার জন্য ফুলমার্কস দেব জাদেজাকে।'

লর্ডস টেস্টে দুই ইনিংসে ৫০ প্লাস স্কোর (ভারতীয়)

ক্রিকেটার	রান	সাল
ভিনু মানকড়	৭২ ও ১৮৪	১৯৫২
রবীন্দ্র জাদেজা	৭২ ও ৬১*	২০২৫

শুভমান-জাদেজাদের

সান্ত্বনা ব্রিটেনের রাজার

লন্ডন, ১৫ জুলাই : মুহূর্তের ভুল। চিরকালের আফসোস!

শোয়েব বশিরের অফস্পিন সোজা ব্যাটে ডিফেন্স করে মহম্মদ সিরাজ কোনও ভুল করেননি। কিন্তু সেই বল তাঁর ব্যাটে লাগার পর পায়ের পিছন দিয়ে স্টাম্প ভেঙে দেয়।

সেই মুহূর্ত এখন ইতিহাস। একইসঙ্গে সমাজমাধ্যমে ভাইরালও। টেস্ট ক্রিকেট যতদিন থাকবে, ততদিনই হয়তো সিরাজের দুর্ভাগ্যজনক আউটের ভিডিও থেকে যাবে। শুধু তাই নয়, বিস্ময় বোল্ডের পর সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজাদের মুখ ও শরীরী ভাষাও কোনও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী ভুলতে পারবেন না। ২২ রানে লর্ডস টেস্ট হেরে সিরিজে পিছিয়ে পড়ার পর শুভমান গিলও কি কোনওদিন ভুলতে পারবেন তাঁর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার কথা?

২৩ জুলাই থেকে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ক্রিকেট মাঠে শুরু অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের চার নম্বর টেস্ট। তার আগে মাঝের কয়েকদিনের মধ্যে শুভমানরা ধাক্কা সামলে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন বাকি সিরিজে? জবাব দেবে সময়। কিন্তু তার আগে আজ লন্ডনে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের দরবারে হাজির হয়েছিলেন শুভমান সহ পুরো ভারতীয় দল। ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও। গতকাল লর্ডসে ম্যাচ হারের পর সিরাজকে যেভাবে ওলি পোপ, জো রুটরা সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আজ সেভাবেই ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস ভারতীয় ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দিয়েছেন আগামীর পরামর্শ। সঙ্গে সান্ত্বনাও। একইসঙ্গে রাজা তৃতীয় চার্লস লর্ডসে টিম ইন্ডিয়ার মরিয়া লড়াইকেও কুর্নিশ করেছেন। বলেছেন, 'যেভাবে বল স্টাম্পে লাগার পর বেল পড়েছিল, সেটা নিশ্চিতভাবেই বিরক্তিকর।' সিরাজের আউট নিয়ে হতাশার কথা যেমন ভারতীয় ক্রিকেটারদের জানিয়েছেন প্রিন্স তৃতীয় চার্লস। ঠিক তেমনই অধিনায়ক শুভমানের সঙ্গেও আলাদাভাবে কথা বলেছেন ব্রিটেনের রাজা। তাঁদের কথোপকথনের ভিডিও বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে। যা নিয়ে ভারত অধিনায়ক শুভমান বলেছেন, 'আমরা তৃতীয় চার্লসকে জানিয়েছি, লর্ডসের হার আমাদের জন্য বিশাল দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। উনিও সেটা স্বীকার করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাকি থাকা দুই টেস্টের জন্য ওঁর থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি।' একইসঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার পেসার আকাশ দীপের ক্যানসার আক্রান্ত দিদিরও খোঁজ নিয়েছেন তৃতীয় চার্লস।

ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে কথা বলছেন বুমরাহ। শ্রোতা শুভমান-ঋষভ।

> আমরা তৃতীয় চার্লসকে জানিয়েছি, লর্ডসের হার আমাদের জন্য বিশাল দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। উনিও সেটা স্বীকার করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাকি থাকা দুই টেস্টের জন্য ওঁর থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছি।
>
> **শুভমান গিল**

ব্রিটেনের রাজার আশীর্বাদ টিম ইন্ডিয়াকে আগামীর অক্সিজেন দেবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে লর্ডসের হতাশায় এখনও ডুবে টিম ইন্ডিয়া। এভাবে ম্যাচ হারতে হবে, ভাবতে পারেনি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ব্যর্থতা ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার মাঝে টিম ইন্ডিয়ার জন্য একটাই সুখবর, ঋষভ পন্থের চোট গুরুতর নয়। ২৩ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেলতে সমস্যা হবে না ঋষভের। এদিকে, লর্ডসে হারের পর আজ ও আগামীকাল ভারতীয় দলের ছুটি। বৃহস্পতিবার টিম ইন্ডিয়া লন্ডনের অদূরে বেকেনহামের মাঠে অনুশীলন করবে। শুক্রবার ফের অনুশীলন বন্ধ শুভমানদের। শনিবার লন্ডন থেকে ম্যাঞ্চেস্টার যাবে ভারতীয় দল। সেখানেই চতুর্থ টেস্টের চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু হবে শুভমানদের।

ব্যাটারদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : তিনি বিস্মিত। তিনি হতাশও।

শোয়েব বশিরের বলে মহম্মদ সিরাজের হতাশাজনক বোল্ড হওয়ার পরই উৎসবে মেতে উঠেছিল ইংল্যান্ড। আর হতাশার সাগরে ডুবে গিয়েছিল শুভমান গিলের ভারত।

অন্য অনেকের মতো সেই হতাশায় ডুব দিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। এজবাস্টনে দুর্দান্ত পারফর্ম করে সিরিজে সমতা ফেরানোর পর প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মনে হয়েছিল, লর্ডসে টিম ইন্ডিয়া সিরিজে এগিয়ে যাবে। বাস্তবে সেটা হয়নি। নিশ্চিত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে শুভমানদের। লর্ডসে ভারতীয় দলের ২২ রানে হারের ঘটনায় মহারাজ নিজে বিস্মিত, হতাশও। রাতেই সমাজ মাধ্যমে টিম ইন্ডিয়ার লর্ডস হার নিয়ে সরব হয়েছিলেন তিনি। আজ কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে মহারাজ বলেছেন, 'ভেবেছিলাম লর্ডসে শুভমানরা জিতে যাবে। দুর্দান্ত খেলেছে ওরা। কিন্তু তারপরও জয় অধরা। আমার মনে হয় শেষ দিনের উইকেটে ভারতীয় ব্যাটারদের আরও বেশি দায়িত্ব নেওয়া উচিত ছিল।'

ঋষভ পন্থ, লোকেশ রাহুলরা আউট হওয়ার পরই ম্যাচ জয়ের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ড। চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেই চাপ কাটিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করার লক্ষ্যে দলের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। সিরাজ অদ্ভুতভাবে বোল্ড না হলে ম্যাচের ফল কী হত, বলা কঠিন। কিন্তু সৌরভের মতে, ভারত জিততেই পারত। মহারাজের কথায়, 'আমি এখনও বিশ্বাস করি লর্ডসে জেতা উচিত ছিল ভারতের। টপ অর্ডার ব্যাটাররা যদি আরও বেশি দায়বদ্ধতা দেখাতেন, তাহলে হয়তো ম্যাচের ফল ভিন্ন হত।'

লর্ডসে বেন স্টোকস (টেস্টে)

১৯৩ ও ৩ উইকেট
প্রতিপক্ষ : নিউজিল্যান্ড, ২০১৫

৬০ রান ও ৬ উইকেট
প্রতিপক্ষ : ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ২০১৭

১২৮ রান
প্রতিপক্ষ : অস্ট্রেলিয়া
২০১৯

৭৭ রান ও ৫ উইকেট
প্রতিপক্ষ : ভারত
২০২৫

ছিটকে গেলেন সিরাজ-বধের নায়ক বশির

আর্চারের সাফল্যের নেপথ্যে সৌরভ!

লন্ডন, ১৫ জুলাই : চার বছর পর টেস্ট ফরম্যাটে প্রত্যাবর্তন।

ক্রিকেট মক্কায় ফেরার মুহূর্তকে রঙিন করে রাখলেন জোফ্রা আর্চার। গতি, বাউন্স ও সুইংয়ের দুরন্ত মিশেলে ব্যবধান গড়ে দিলেন। আর্চারের যে আগুনে বোলিংয়ের নেপথ্যে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়!

২০০২ সালের ১৩ জুলাই। ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনাল জেতার পর লর্ডসের ব্যালকনিতে খালি গায়ে জামা ঘুরিয়েছিলেন মহারাজ। আর্চারকে তাঁতিয়েছিল ২৩ বছর আগের সেই ঘটনা! এমনই অবাক কাহিনী সামনে এনেছেন বেন স্টোকস।

দ্বিতীয় ইনিংসে আর্চারের বোলিংয়ের হদিস পাননি যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, ওয়াশিংটন সুন্দররা। এরসঙ্গে আবার নিজের বলে এক হাতে নেওয়া সুন্দরের ক্যাচ। আর্চারের চ্যাম্পিয়ন মেজাজে ফেরার নেপথ্যে স্বয়ং সৌরভ, ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির চিরকালীন ছবি।

সৌরভের যে ঔদ্ধত্য ইংল্যান্ড ক্রিকেটমহলের পক্ষে সহজে ভোলার নয়। দিনের খেলার শুরুতে সৌরভের খালি গায়ে জার্সি ঘোরানোর স্মৃতি আর্চারকে উসকে দিয়েছিলেন স্টোকস। সকালের যে পেপ-টকের ফলাফল সবার সামনে। সৌরভের লর্ডস-কাহিনী থেকে পাওয়া আর্চারের বদলার আগুনে শেষ ভারতের জয়ের স্বপ্ন।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন আর্চার। পরবর্তী চার বছর চোটআঘাতে মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে। লর্ডসে হতাশার প্রাচীর ভেঙে ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য নিজেই দেওয়াল তুলে দেন। আর্চারের কথায়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। গত ৩-৪ বছর মনের মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ চলেছে। সেখান থেকে এভাবে ফেরা, আবেগ বশ মানছে না।

আর্চারের কথায়, দীর্ঘ রিহ্যাব, চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার। সুস্থ হয়ে ফেরার লড়াই। ধীরে ধীরে ট্রেনিং, বোলিং শুরু। তারপরও অনিশ্চয়তার দোলাচল। কবে মাঠে ফিরবেন, ম্যাচের ধকল নেওয়ার জন্য কতটা ফিট, প্রশ্নগুলি সারাক্ষণ ঘুরপাক খেয়েছে। অত্যন্ত কঠিন সময়ের স্মৃতিগুলি মনে ভিড় করছে এখন।

> আজ মনে হচ্ছে অপেক্ষা, ঘাম ঝরানো স্বার্থক। সর্বক্ষণ পাশে থাকা, সমর্থন জোগানোর জন্য দল, লর্ডসের দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। ওদের সমর্থন আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে।
>
> **জোফ্রা আর্চার**

আর্চার বলেছেন, 'আজ মনে হচ্ছে অপেক্ষা, ঘাম ঝরানো স্বার্থক। সর্বক্ষণ পাশে থাকা, সমর্থন জোগানোর জন্য দল, লর্ডসের দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। ওদের সমর্থন আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে। কামব্যাক টেস্টে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। যতটা ভেবেছি, তার চেয়ে বেশি ওভার বল করেছি। ঋষভ পন্থের উইকেট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওখানেই আমরা জয়ের গন্ধ পেয়ে যাই।'

লর্ডসে ভারত-বধের খুশির মধ্যে ধাক্কা ইংল্যান্ড শিবিরে। বাকি সিরিজে দলের এক নম্বর স্পিনার শোয়েব বশিরকে পাচ্ছেন না স্টোকসরা। আঙুলের চোট নিয়েও গতকাল বল করেন। মহম্মদ সিরাজকে ফিরিয়ে ভারতের আশায় জলও ঢালেন। বশিরের বদলি বছর পঁয়ত্রিশের বাঁহাতি স্পিনার লিয়াম ডসন। যিনি কিনা শেষ টেস্ট খেলেছেন আট বছর আগে ২০১৭ সালে। তবে কাউন্টি ক্রিকেটে গত দুই বছর ভালো ছন্দে থাকার পুরস্কার দলে ডাক।

এদিকে, প্রাক্তন ইংল্যান্ড ব্যাটার জোনাথন ট্রটের মতে, ফলাফল বলছে ইংল্যান্ড জিতেছে। আসলে জিতেছে টেস্ট ক্রিকেট। পাঁচদিন ধরে প্রতিটি ইঞ্চির জন্য মরিয়া টক্কর। হারতে হারতে সিরাজদের প্রতিরোধ। দুরন্ত ক্রিকেট। একটা দল জিতত। তফাত শুধু, রক্তচাপ বাড়ানো পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত জয়ের হাসি হেসেছে ইংল্যান্ড।

টেস্ট জয়ের পর বেন স্টোকসের সঙ্গে জোফ্রা আর্চার।

অলিম্পিকে ক্রিকেট ফেরার দিন ঘোষণা

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৫ জুলাই : ২০২৮ সালের ১২ জুলাই। ১২৮ বছরের প্রতীক্ষার অবসানে ওইদিন অলিম্পিক পরিবারে ফিরছে ক্রিকেট। ১৯০০ সালের পর প্রথমবার 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ'-এ দেখা যাবে ব্যাট-বলের টক্কর।

অলিম্পিকে একবারই ক্রিকেট হয়েছে ১৯০০ সালে। ফ্রান্সকে দুইদিনের ফাইনাল ম্যাচে হারিয়ে সোনা জিতেছিল ইংল্যান্ড। তারপর শতাধিক বছর ধরে অলিম্পিক আসরের বাইরে ক্রিকেট। টি২০ ফরম্যাটের আগমন, ক্রিকেটের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে অবশেষে সিদ্ধান্ত বদল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠেয় ২০২৮ সালের পরবর্তী আসরে ক্রিকেট ফেরার ঘোষণা অনেক আগেই হয়েছিল। এদিন টুর্নামেন্টের সূচি ঘোষণা করা হল। প্রত্যাবর্তনের আসরে ক্রিকেট ইভেন্টের প্রথম ম্যাচ ১২ জুলাই। পদকের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২০ এবং ২৯ জুলাই। সব ম্যাচই হবে ফেয়ারগ্রাউন্ডস স্টেডিয়ামে। ক্রিকেটের জন্যই অস্থায়ী স্টেডিয়াম তৈরি করা হয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের পোমেনা শহরে। টি২০ ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত যে প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলা, দুই বিভাগে ৬টি করে দল অংশগ্রহণ করবে। প্রতিটি দলে ১৫ জন করে খেলোয়াড় থাকবেন।

২০২৮ সালের ১২ জুলাই প্রথম ম্যাচ

বেশিরভাগ দিন ডাবল হেডার। প্রথম ম্যাচ স্থানীয় সময় সকাল ৯টা থেকে শুরু হবে। পরের ম্যাচ সন্ধে ৬.৩০ মিনিট থেকে। পদকের নির্ণায়ক ম্যাচের সময় সূচিও এক থাকবে। ফেয়ারগ্রাউন্ডস স্টেডিয়ামে মূলত পরিচিত ফেয়ারপ্লেক্স হিসেবে। বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট ছাড়াও যেখানে ট্রেড শো, কনসার্ট হয়ে থাকে। ২০২৮ সালে যে মঞ্চেই অলিম্পিক প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে ক্রিকেটের।

১৫ বলে ৫ শিকার স্টার্কের

২৭ রানে অল আউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ

কিংস্টন, ১৫ জুলাই : কথায় আছে 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। দিনরাতের টেস্টের ক্ষেত্রে কথাটা কিছুটা পালটে বলা যায় 'গোলাপি বলের শোভা বাড়ে মিচেল স্টার্কের হাতে'।

একে নেমেছিলেন শততম টেস্ট খেলতে, তার উপর সামনে ছিল ৪০০ উইকেটের নজিরের হাতছানি। সেটাও আবার পছন্দের গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্টে। এমন উপলক্ষ্যে স্টার্কের (৯/৬) আগুনে বোলিংয়ে ঝলসে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। নিজের প্রথম ১৫ বলেই তিনি তুলে নিলেন ৫ উইকেট। এক ইনিংসে সবচয়ে কম বলে ৫ উইকেট পেলেন স্টার্ক। দ্বিতীয় ইনিংসে ২০৪ রানের লক্ষ্যে নেমে ক্যারিবিয়ানরা অল আউট হয় ২৭ রানে। যা টেস্টে এক ইনিংসে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। রোস্টন চেজদের (০) ইনিংস স্থায়ী হল মাত্র ১৪.৩ ওভার। ৭ ব্যাটার আউট হলেন ০ রানে।

নড়বড়ে উইন্ডিজ ব্যাটারদের পেয়ে শেষ দিকে হ্যাটট্রিক সেরে ফেলেন স্কট বোল্যান্ডও (২/৩)। নিটফল ১৭৬ রানে জয়ী অজিরা।

৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে উঠে অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের মন্তব্য, 'অদ্ভুত একটা ম্যাচ হল। মনে হচ্ছিল যেন সবকিছু ফাস্ট ফরওয়ার্ডে চলছে। ফিটনেস এবং স্কিলের দিক থেকে স্টার্ক কতটা শক্তিশালী সেটা আজ দেখাল।'

গ্লেন ম্যাকগ্রাথের পর দ্বিতীয় অজি জোরে বোলার হিসেবে ১০০টি টেস্ট খেলতে নেমে একাধিক নজির গড়লেন স্টার্ক। শেন ওয়ার্ন, ম্যাকগ্রাথ এবং নাথান লায়োনের পর চতুর্থ অজি হিসেবে ৪০০ উইকেটের ক্লাবে নাম লেখালেন নিউ সাউথ ওয়েলসের বাঁহাতি জোরে বোলার। স্টার্ক বলের নিরিখে দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে ৪০০ উইকেট তুললেন। সামনে শুধু ডেল স্টেইন।

পছন্দের দিনরাতের টেস্টে ১৪ ম্যাচে ৮১ উইকেট হয়ে গেল স্টার্কের। তিনিই একমাত্র বোলার যিনি গোলাপি বলের টেস্টে ৫ বার ৫ উইকেট পেলেন।

টেস্টে ৪০০ উইকেট নেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক।

টেস্টে সর্বনিম্ন স্কোর

রান	দল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
নিউজিল্যান্ড	২৬	ইংল্যান্ড	অকল্যান্ড	১৯৫৫
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	২৭	অস্ট্রেলিয়া	কিংস্টন	২০২৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩০	ইংল্যান্ড	গবেরহা	১৮৯৬
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩০	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	১৯২৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৫	ইংল্যান্ড	কেপটাউন	১৮৯৯

টেস্টে দ্রুততম ৫ উইকেট (বলের বিচারে)

বল	বোলার	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
১৫	মিচেল স্টার্ক	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কিংস্টন	২০২৫
১৯	এর্নি টোসাক	ভারত	ব্রিসবেন	১৯৪৭
১৯	স্টুয়ার্ট ব্রড	অস্ট্রেলিয়া	নটিংহাম	২০১৫
১৯	স্কট বোল্যান্ড	ইংল্যান্ড	মেলবোর্ন	২০২১
২১	শেন ওয়াটসন	দক্ষিণ আফ্রিকা	কেপটাউন	২০১১

শেষ দুই টেস্টেও খেলা উচিত বুমরাহর, বলছেন কুম্বলে

বেঙ্গালুরু, ১৫ জুলাই : ইংল্যান্ড-২ ভারত-১।

প্রথম তিন টেস্টের পর সিরিজের স্কোরলাইন। সিরিজ জিততে হলে বাকি দুই ম্যাচে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই ভারতের। বেন স্টোকসরা সেখানে শেষ দুইয়ের একটা জিতলেই অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফির দখল নেবেন।

এহেন পরিস্থিতিতে ওল্ড ট্রাফোর্ড ও ওভালের শেষ দুই টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহকে খেলানোর পরামর্শ দিলেন অনিল কুম্বলে। প্রাক্তন অধিনায়ক তথা হেডকোচের মতে, ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত, বুমরাহর খেলার বিষয়টি নিশ্চিত করা। তিনি দায়িত্বে থাকলে এটাই করতেন।

কুম্বলে বলেছেন, 'শেষ দুই ম্যাচে বুমরাহর খেলা গুরুত্বপূর্ণ। জিততে হলে ওর থাকা জরুরি। নাহলে সিরিজ জয়ের আশা শেষ। ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্টে থাকলে আমি বুমরাহর খেলা নিশ্চিত করতাম। সঙ্গে বুমরাহরও উচিত দুইটি টেস্টে খেলা। জানি, ও বলেছে সফরে তিনটি টেস্ট খেলবে। তবে এই সিরিজের পর তো লম্বা ছুটি। প্রয়োজনে ঘরের সিরিজ থেকে বিশ্রাম নিক।'

বিতর্ক 'ওয়ার্কলোড' নিয়ে

ইরফান পাঠান আবার অন্য একটা বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। তাঁর মতে, ওয়ার্কলোডের যুক্তি দেখিয়ে, বুমরাহকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। দাবি, চোট থেকে ফেরা জোফ্রা আর্চার, চোটপ্রবণ বেন স্টোকসরা যে চাপটা নিল, তার থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল ভারতের।

ইরফান বলেছেন, 'পঞ্চম দিনের সকালে স্টোকস ৯.২ ওভারের লম্বা স্পেল করেছে। ব্যাটিং করেছে লম্বা সময়। বোলিংয়ের পাশাপাশি ঋষভ পন্থের গুরুত্বপূর্ণ রানআউট। অসাধারণ ক্রিকেটার। কিন্তু কখনও ওয়ার্কলোড নিয়ে মাথা খারাপ করতে দেখিনি। সেখানে ভারত? বুমরাহকে ৫ ওভার বল করিয়ে অপেক্ষা করেছে রুটের জন্য! ওয়ার্কলোডের কারণে দ্বিতীয় টেস্টে খেলেনি বুমরাহ। তাহলে বিশ্রাম নিয়ে যখন লর্ডসে খেলছে, সেখানে ওয়ার্কলোড ইস্যু হবে কেন?'

আর্চারের কথা টেনে ইরফান বলেছেন, 'চার বছরের বেশি সময় পর টেস্টে ফিরেছে। তারপরও অসম্ভব ধকল নিল। সকালের স্পেলে ৬ ওভার। তারপরও একাধিক স্পেল। স্টোকসকে দেখিনি ওয়ার্কলোড নিয়ে মাথা খারাপ করতে। ৯ ওভার টানা বল করল। আমার ধারণা বুমরাহর ওয়ার্কলোড নিয়ে মাথা খারাপ করা আমাদের পিছিয়ে দিয়েছে।'

জাতীয় কোচের পদে আবেদন খালিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করলেন খালিদ জামিল।

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের দেওয়া সৈয়দ আব্দুল রহিমের নামাঙ্কিত সেরা কোচের তকমা তিনি পেয়েছেন বারবার। আইজল এফসি-র মতো এক নতুন দলকে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করাই হোক কী নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র অন্তর্বর্তী কোচ হিসাবে টানা ১০ ম্যাচে জয় বা জামশেদপুর এফসি-কে প্লে-অফে নিয়ে যাওয়া অথবা তার আগে সুপার কাপের ফাইনালে পৌঁছানো। সাম্প্রতিককালে কোনও ভারতীয় কোচের সাফল্য তাঁর ধারেকাছে নেই। তাই চরম ব্যর্থ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা সরে যাওয়ার পর নতুন কোচ হিসাবে বিদেশিদের থেকেও তিনিই প্রথম পছন্দ সব মহলের। স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের আমলের ফিফা র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি বা ইগর স্টিমাকের কোচিংয়ে কিছু টুর্নামেন্ট জয় ও দুই কোচের সময়েই এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার পর মানোলো চরম ব্যর্থ। এমনকি ভারতের এখন এশিয়ান কাপের মূলপর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। তাই সাধারণ ফুটবলপ্রেমী থেকে ফেডারেশনের টেকনিকাল কমিটির সদস্য, সকলেরই দাবি ভারতীয় কোচদের এবার অন্তত দায়িত্ব দিয়ে দেখা হোক। যার মধ্যে সবারই প্রথম পছন্দ খালিদ এবং তারপর সঞ্জয় সেন।

কিন্তু শোনা যাচ্ছিল, খালিদ নিজে নাকি এই পরিস্থিতিতে জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে দ্বিধায় ছিলেন। এর আগে অনূর্ধ্ব-২৩ দলের দায়িত্ব দেওয়া হলেও তিনি তা নিতে চাননি। যা খবর তাতে এবার তাঁকে নাকি রাজি করিয়েছেন জামশেদপুরের এক শীর্ষ কর্তাই। হঠাৎই এফএসডিএলের পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ স্থগিত করার কথা জানানো হয়। পরিস্থিতি বলছে নভেম্বরের আগে আইএসএল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফলে অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে দুই ম্যাচে খালিদের পক্ষে দায়িত্ব নিতে অসুবিধা নেই। এমনিতেই এখন অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্বই কোচকে দিতে পারবেন কল্যাণ চৌবেরা। অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্তই মেয়াদ থাকবে নতুন কোচের। খালিদ আবেদন না করলে অবশ্যই এগিয়ে থাকতেন বাংলার কোচ সঞ্জয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেল খালিদের আবেদনে। তবে

এঁরা ছাড়াও আবেদন করেছেন এদেশের ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, ভার্গেটিস স্টাইকোস, আন্দ্রেই চেরনিশভ, আন্তোনিও রুয়েদারা। এছাড়াও ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার আরও কিছু নামী-দামি কোচও আছেন এই তালিকায়। তবুও আবেদন করার পর সম্ভবত সবার থেকে এগিয়ে থাকলেন খালিদ জামিলই।

অর্ণবের হাতে হার ইস্টবেঙ্গলের

পাঠচক্র-১ (ডেভিড) ইস্টবেঙ্গল-০

সায়ন ঘোষ

ব্যারাকপুর, ১৫ জুলাই : রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর পরেই মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়লেন পাঠচক্র গোলরক্ষক অর্ণব দাস।

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল না খাওয়ায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সদ্য মাতৃহারা অর্ণব। কথা রাখলেন তিনি। তেমনি কথা রেখেছে তাঁর দল পাঠচক্র। মঙ্গলবার লাল-হলুদের বিরুদ্ধে অর্ণবের জন্য নিজেদের সেরাটা দেওয়ার হুংকার দিয়েছিলেন ফুটবলাররা। ফলাফল পাঠচক্র-১ ইস্টবেঙ্গল- ০। ম্যাচের পর তাই চোখের জল নিয়ে নিজের প্রয়াত মাকেই যেন খুঁজলেন তিনি।

ম্যাচের শুরু থেকে একের পর এক আক্রমণ শানালেও অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছিলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। ৭ মিনিটে তন্ময় দাসের দুরন্ত শট বাঁচিয়ে দেন অর্ণব। ২৫ মিনিটে ফের গোলের সুযোগ পেয়েছিল লাল-হলুদ। এবারও অর্ণবের বদান্যতায় গোল হয়নি।

পাঠচক্রের পরিকল্পনাই ছিল রক্ষণ জমাট করে প্রতি আক্রমণে গোল তুলে নেওয়া। সেই পরিকল্পনায় সফল তারা। গোটা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে গোলের মুখ খুলতেই দিল না পাঠচক্র ডিফেন্স। দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গেলেন ইসমাইলরা। সেই সঙ্গে গোলরক্ষক অর্ণব। রবিবার মাতৃহারা হয়েছেন। শোকের আবহে ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন। এদিন নিজের সেরা পারফরমেন্সটা দিয়ে গেলেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জেসিন টিকে ও আমন সিকে-কে নামিয়ে ম্যাচ বের করার চেষ্টা করেন বিনো জর্জ। এই পর্বে আরও আক্রমণাত্মক ছিল লাল-হলুদ। কিন্তু সব আক্রমণই অর্ণবের বিশ্বস্ত হাতে আটকে যায়। উলটে ৮৭ মিনিটে গোল করে যায় পাঠচক্র। পরিবর্ত হিসাবে নামা অনুব্রত মাইতির থ্রু পাশ থেকে ফিনিশ করেন স্ট্রাইকার ডেভিড মোটলা। ম্যাচের একদম অন্তিমলগ্নে গোলশোধের সুযোগ পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে প্রভাত লাকড়ার শট বাঁচিয়ে দেন অর্ণব। এদিন অন্তত ছয়টি গোল বাঁচিয়ে ম্যাচের সেরা তিনিই। জীবনের সবথেকে বড় ট্র্যাজেডিকে সামলে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন অর্ণব।

ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল গোল হজম করার পর রাগে প্রতিপক্ষ সমর্থকদের ওপর চড়াও হন লাল-হলুদ সমর্থকরা। এমনকি পাঠচক্রের এক কর্তার সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে বলে অভিযোগ। অবশ্য পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।

এদিকে, ডার্বির আগে হেরে আরও চাপে পড়ে গেল ইস্টবেঙ্গল।

সতীর্থ গোলরক্ষকের মাকে গোল উৎসর্গ ডেভিডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ব্যারাকপুর, ১৫ জুলাই : তাঁর গোলেই ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে পাঠচক্র। কিন্তু গোল করে বিশেষ উচ্ছ্বাসে মাতলেন না স্ট্রাইকার ডেভিড মোটলা। বরং সদ্য মাতৃহারা সতীর্থ অর্ণব দাসকে সান্ত্বনা দিতে ম্যাচের পর জরিয়ে ধরলেন তিনি। পরে ডেভিড বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে গোল করে ভালো লাগছে। তবে কয়েকদিন আগে আমাদের গোলরক্ষক অর্ণবের মা প্রয়াত হয়েছেন। এই গোলটা ওঁকে উৎসর্গ করলাম।'

উলটোদিকে ম্যাচের পর যেন নিজের কান্না চাপতে পারছিলেন না অর্ণব। ম্যাচের পর তাই ধরা গলায় বললেন, 'শুরুর আগে মায়ের কথা মনে পরছিল। তবে মাঠে নামার পর এইসব নিয়ে ভাবিনি। এই জয়টা আমার একার নয়, গোটা দলের জন্য। সতীর্থদের ধন্যবাদ। ডেভিডকেও ধন্যবাদ জানাই।'

চার ম্যাচে চার গোল। আপাতত কলকাতা লিগে ডেভিডের গোলবর্ষণ চলছে। হিমাচলপ্রদেশ থেকে উঠে আসা এই স্ট্রাইকারের আদর্শ কিন্তু বেলজিয়ান তারকা এডেন হ্যাজার্ড। পাশাপাশি লিস্টন কোলাসোকেও পছন্দ করেন। আপাতত দেশের জার্সি গায়ে চাপানোই লক্ষ্য ডেভিডের।

ম্যাচ জয়ের আনন্দে পাঠচক্র কর্তারা পুরো দলকে বিরিয়ানি খাওয়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফুটবলাররা বিরিয়ানি খাননি। বরং ক্লাব কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছেন, পুরো টাকাটা যেন প্রয়াত অর্ণবের মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে খরচ করা হয়।

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে পাঠচক্রের জয়ের দুই নায়ক- অর্ণব দাস (বাঁয়ে) ও ডেভিড মোটলা। ব্যারাকপুরে মঙ্গলবার।

ইস্টবেঙ্গল ছাড়লেন নীশু, এলেন জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও দলবদলের বাজার থেমে নেই। সাইড ব্যাক সমস্যা মেটাতে এদিনই জয় গুপ্তাকে সই করাল ইস্টবেঙ্গল। তাঁর বর্তমান ক্লাব এফসি গোয়ার তরফে এই খবর জানানো হয়। ১.৬ কোটি ট্রান্সফার ফি দিয়ে চুক্তি করা হল এই তরুণ সাইডব্যাকের সঙ্গে। তিনি যখন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে চাপাতে এলেন তখন দল ছাড়লেন নীশু কুমার। তিনি গেলেন জামশেদপুর এফসি-তে। প্রাক্তন ছাত্র জয়েশ রানেকেও দলে নিলেন খালিদ জামিল। একইসঙ্গে জামশেদপুরে গেলেন ভিন্সি ব্যারেটোও।

জয় গুপ্তা

এদিকে, এদিন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই বিষয়ে সঠিক জায়গায় কথা বলতে যাব। কারণ, এভাবে দেশের সেরা লিগ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।' তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছেও এই বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানান ও বলেছেন, 'হঠাৎ করে পরিবর্তন করলে সবাই সমস্যায় পড়বে। তার থেকে একটা সেট আপ যখন তৈরি হয়ে গিয়েছে, তখন আপাতত সেটাই চলতে দিলে ভালো হয়।' আপাতত অবশ্য সব পক্ষই সুপ্রিম কোর্টের নয়া সংবিধান প্রকাশ্যে আনার দিকে তাকিয়ে।

জন্মদিনের এই পার্টিতে বামন এনে স্পেনের আইন ভেঙেছেন লামিনে ইয়ামাল।

জন্মদিনের পার্টিতে বামন এনে বিতর্কে ইয়ামাল

বার্সেলোনা, ১৫ জুলাই : জন্মদিনের পার্টিতে বামন। বিতর্কে জড়ালেন স্প্যানিশ তারকা লামিনে ইয়ামাল। সদ্য ১৮ বছরে পা দিয়েছেন। পরিবার ও কিছু কাছের বন্ধুদের নিয়ে জন্মদিনের সেলিব্রেশন করেছেন ইয়ামাল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, ওই পার্টিতে মনোরঞ্জনের জন্য কয়েকজন বামনকে ডেকেছিলেন বার্সেলোনার তারকা। তাতেই বিপত্তি।

স্পেনের বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য তৈরি এক সংগঠন এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। বামনদের ব্যঙ্গ করা বা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার করা স্পেনে আইন বিরোধী। ফলে আইনি জটিলতায় জড়াতে পারেন ইয়ামাল। ঘটনায় ইতিমধ্যেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে গোটা বিশ্বজুড়ে।

ড্র বৈভবদের

বেকেনহাম, ১৫ জুলাই : বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রেদের চারদিনের ম্যাচ ড্র হয়ে গেল। অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল ৬৩ ওভারে অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলকে জয়ের জন্য ৩৫০ রানের টার্গেট দিয়েছিল। যার জবাবে তারা দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৭০ রানে থামে। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেন মাইকেল ভনের ছেলে আর্চি (২ ও ৩)।

পথ দুর্ঘটনা থামাল ফৌজাকে

জলন্ধর, ১৫ জুলাই : ৮৯ বছরে রেসের ট্র্যাকে নেমে ফৌজা সিং হয়ে উঠেছিলেন টারবান টর্নেডো। টরোন্টো ম্যারাথনে ৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ৪ সেকেন্ডে শেষ করাটাই ছিল তাঁর কেরিয়ারের শেষ সময়। লন্ডন, নিউ ইয়র্ক ম্যারাথনেও ফৌজাকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা গিয়েছে। ১০২ বছর বয়সে প্রতিযোগিতামূলক দৌড় থেকে তিনি অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও সমাজকল্যাণমূলক কাজে ফৌজাকে দৌড়াতে দেখা গিয়েছে। ১১৪ বছরে পৌঁছেও সুস্থ থাকা ফৌজাকে চিরকালের জন্য থামিয়ে দিল পথ দুর্ঘটনা। সোমবার দুপুরে জলন্ধর-পাঠানকোট হাইওয়েতে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। এরপর ফৌজাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

যুবভারতীর ট্র্যাকে একা ফিটনেস ট্রেনিংয়ে মুকেশ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুলাই : ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে তিনি ছিলেন। সফর শেষে দেশে ফিরেও এসেছেন মুকেশ কুমার।

সামনে আপাতত কোনও খেলা নেই। এমন অবস্থায় নিজের ফিটনেস বজায় রাখার জন্য গতকাল থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠে একাকী অনুশীলন শুরু করেছেন মুকেশ। উদ্দেশ্য, আগামী সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলা ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুমের পাশে ঘরের মাঠে আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য তৈরি থাকা।

চলতি অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের ভারতীয় দলের স্কোয়াডে জায়গা পাননি মুকেশ। তাঁকে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে না রাখার পাশাপাশি সিরিজের শুরুতে হর্ষিত রানাকে দলে রাখা নিয়ে বিস্তর বিতর্কও হয়েছিল। যদিও

সিরিজের তিনটি টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর সেই বিতর্কের রেশ আপাতত নেই। মুকেশও কলকাতায় ফিরে দিনকয়েক বিশ্রামে ছিলেন। সূত্রের খবর, বিশ্রামে থাকা মুকেশের কাছে দিনকয়েক আগে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে নির্দেশ আসে ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করার। কিন্তু কোথায় ফিটনেস ট্রেনিং করবেন মুকেশ? কলকাতায় টানা বৃষ্টি চলছে। ফলে ইডেন গার্ডেন্সে জিমে সময় কাটাতে পারলেও মাঠে ফিটনেস ট্রেনিং সম্ভব ছিল না। এমন অবস্থায় বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে মুকেশকে পরামর্শ দেওয়া হয় সল্টলেকের যুবভারতীর ট্র্যাকে ফিটনেস ট্রেনিংয়ের। সেখানে ফিটনেস ট্রেনিংয়ের অনুমতি পাওয়া নিয়ে সমস্যা হয়েছিল শুরুতে। পরে রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে সমস্যা মিটে যায়। সেখানেই এখন মুকেশ জোরকদমে ফিটনেস ট্রেনিং করছেন। নিয়মিতভাবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কাছে সেই ফিটনেসের রিপোর্টও যাচ্ছে।

জানা গিয়েছে, মুকেশ গতকাল থেকে যুবভারতীর ট্র্যাকে অনুশীলনও শুরু করেছেন। আপাতত কয়েকদিন চলবে তাঁর ফিটনেস ট্রেনিং।

মেয়র'স কাপ টেবিল টেনিস শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : পুরনিগমের মেয়র'স কাপ টেবিল টেনিস মঙ্গলবার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে ছেলেদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল ও বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুল। প্রথম সেমিফাইনালে বয়েজ ৩-২ ব্যবধানে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বাণীমন্দির একই ব্যবধানে মোদি পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েদের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি বিভাগে ফাইনালে উঠেছে টেকনো ও জার্মেলস অ্যাকাডেমি। প্রথম সেমিফাইনালে টেকনো ৩-০ ব্যবধানে এনজেপি গার্লস স্কুলকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে জার্মেলস ৩-১ ব্যবধানে শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। মেয়েদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে ফাইনালে নামবে মোদি পাবলিক ও মার্গারেট স্কুল। প্রথম সেমিফাইনালে মোদি পাবলিক ৩-১ ব্যবধানে শিলিগুড়ি গার্লসকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মার্গারেট ৩-২ ব্যবধানে টেকনোর বিরুদ্ধে জয় পায়। বুধবার ছেলেদের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি বিভাগে সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে শিলিগুড়ি বয়েজ-দার্জিলিং পাবলিক স্কুল ও মার্গারেট-মোদি পাবলিক। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী প্রমুখ।

কেন কল্যাণীতে বড় ম্যাচ? প্রশ্ন তুলে দিল মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : শনিবার কল্যাণীতে কলকাতা ফুটবল লিগে মরশুমের প্রথম ডার্বি। মঙ্গলবার সরকারিভাবে জানিয়ে দিল আইএফএ। সব ঠিকঠাক থাকলে বুধবার থেকেই অনলাইনে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার কথা।

মাঝে সময় তিনদিন। এই পরিস্থিতিতে ডার্বি আয়োজন ঘিরে ঝুড়ি ঝুড়ি অভিযোগ মোহনবাগান ক্লাবের। গঙ্গাপাড়ের ক্লাবের প্রথম অভিযোগ, যুবভারতী ছেড়ে মর্যাদার ডার্বি কেন কল্যাণীতে? প্রশ্ন নিড়াপত্তা নিয়েও। বাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু বলেছেন, 'কল্যাণীতে কলকাতা লিগের ডার্বি আয়োজনের কী মানে তা আমরা বুঝছি না।' এই ব্যাপারে রাজ্য ফুটবল সংস্থার সচিব অনির্বাণ দত্তর পালটা, '২০১৯-'২০ মরশুমে চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ সহ গোটা মরশুমে আই লিগের সিংহভাগ হোম ম্যাচ কল্যাণীতেই খেলেছে মোহনবাগান। তাহলে এখন কীসের আপত্তি?' নিরাপত্তার বিষয়টিও প্রশাসনের তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানান তিনি। আইএফএ সচিবের সংযোজন, 'সাম্প্রতিক সময় কলকাতা লিগের ডার্বিতে যা দর্শক হয় তাতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ভরে না। গতবছরও ১৫ হাজারের কম সমর্থক মাঠে এসেছিল। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত।'

এদিকে, মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'লিগ বা শিল্ডে ডার্বি হলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের সদস্যরা বিনামূল্যে টিকিট পান। চিরকাল তাই হয়ে এসেছে। অথচ টিকিটের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু জানানোও হয়নি এখনও। তবে মোহনবাগান ডার্বি খেলবে।' অনির্বাণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'দুই ক্লাবের সদস্যদের জন্য এক হাজার করে মোট দুই হাজার টিকিট বিনামূল্যে দেওয়া হবে।' বুধবার থেকেই অনলাইনে বড় ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। টিকিটের দাম রাখা হয়েছে ১৫০ টাকা। মোট ১৩ হাজার টিকিট বিক্রির অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। এদিকে, একাধিকবার কলকাতা ময়দানে লিগের ম্যাচ ফেরানোর আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিন মোহনবাগান ক্লাবের তরফে সভাপতি দেবাশিস বলেছেন, 'আমাদের মাঠ তৈরি হতে দেরি হচ্ছে হকির জন্য। ১৫ মে পর্যন্ত ওরা মাঠ নিয়ে রাখে। মোহনবাগান প্রস্তুতির জায়গা পাচ্ছিল না বলেই প্রথমে ডুরান্ড খেলতে চায়নি।'

বাগানের আজ ডার্বির মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : বড় ম্যাচের মহড়া।

বুধবার কলকাতা ফুটবল লিগে ফের মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কল্যাণী স্টেডিয়ামে সবুজ-মেরুনের প্রতিপক্ষ কালীঘাট মিলন সংঘ। শনিবার ডার্বি। অর্থাৎ সবদিক থেকেই এই ম্যাচ মোহনবাগানের কাছে ডার্বির মহড়া সেরে নেওয়ার সেরা সুযোগ।

চারটি ম্যাচ খেলা হয়ে গেলেও এই মরশুমে এখনও জয় অধরা কালীঘাট মিলন সংঘের। অবস্থান গ্রুপের একেবারে নীচের দিকে। উলটোদিকে প্রতিপক্ষ দুর্বল হলেও মোহনবাগানও যে খুব স্বস্তিতে আছে সেকথা বলা যায় না। দলের ধারাবাহিকতার অভাব রীতিমতো মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও সবুজ-মেরুন রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো লক্ষ্যে অবিচল। ঘরোয়া লিগকে ফুটবলার তৈরির মঞ্চ হিসাবেই ব্যবহার করতে চাইছেন তিনি।

আজ কলকাতা লিগে
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম কালীঘাট মিলন সংঘ
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : কল্যাণী স্টেডিয়াম

কার্ড সমস্যায় কালীঘাটের বিরুদ্ধেও সালাউদ্দিন আদনানকে পাচ্ছে না সবুজ-মেরুন। কিয়ান নাসিরি, সুহেল আহমেদ বাট, গ্লেন মার্টিন্সরা প্রস্তুতিতে যোগ দিলেও এখনই তাঁদের মাঠে নামানোর পরিকল্পনা নেই বলেই জানালেন বাগান রিজার্ভ দলের কোচ। ডেগি বলেছেন, 'কিয়ান, সুহেলরা এখনও ম্যাচ খেলার মতো জায়গায় নেই। এই মুহূর্তে যারা হাতে আছে তাদের নিয়েই ভাবছি। কালীঘাটের বিরুদ্ধেও কিছু নতুন মুখ খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে। নতুনদেরও ম্যাচে সময় দিতে চাইছি।'

কালীঘাটের বিরুদ্ধে স্কোয়াডে তো বটেই, মোহনবাগানের প্রথম একাদশেও হয়তো দুই থেকে তিনজন নতুন মুখ দেখা যাবে। প্রস্তুতিতেও সেই ইঙ্গিত মিলল। তবে চোট সারিয়ে মিংমা শেরপা ফেরায় দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমছে। মাঝমাঠে অধিনায়ক সন্দীপ মালিকের সঙ্গে সম্ভবত তিনিই জুটি বাঁধবেন। এছাড়া আক্রমণে করণ রাইয়ের সঙ্গে শুরু করতে পারেন অনূর্ধ্ব-১৭ দল থেকে উঠে আসা শিবম মুন্ডা।

পরের ম্যাচই ডার্বি। তার আগে হোঁচট খেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেটা কি একটু হলেও বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে সবুজ-মেরুনকে! ডেগির সাফ কথা, 'ইস্টবেঙ্গল কী করেছে তা নিয়ে ভাবতে চাই না। আমরা আমাদের ম্যাচ নিয়ে ভাবছি। ডার্বির আগে এই ম্যাচটা নিজেদের শক্তি যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ।'

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

গত ২০ শে আষাঢ়, ১৪৩২ (৫ জুলাই, ২০২৫) শনিবার আমার পরমারাধ্যা মা ঁমন্দিরা সেন (মুক্তি) আমাদের মায়া ত্যাগ করে সজ্ঞানে অমরধামে গমন করেছেন। তদুপলক্ষ্যে আগামী বৃহস্পতিবার ৩২ শে আষাঢ়, ১৪৩২ (১৭ জুলাই, ২০২৫) নিজ বাসভবনে পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আমন্ত্রণ রইল।

ভাগ্যহীনা : **মৌমিতা বোস (সেন)।**

শ্রাদ্ধবাসর : ১নং এপিসি সরণি, এনটিএস মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন নরেন্দ্রনাথ ক্লাবের অমিত রায়।

জিতল নরেন্দ্রনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রুপ 'এ'-তে নরেন্দ্রনাথ ক্লাব ১-০ গোলে জয় পায় অগ্রগামী সংঘের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৪৫ মিনিটে কুঙ্গা তাশি দোরজি লামা গোল করেন। ম্যাচের সেরা হয়ে নরেন্দ্রনাথের অমিত রায় পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। বুধবার গ্রুপ 'বি'-তে খেলবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাব।

জয়ী কেষ্টপুর

নকশালবাড়ি, ১৫ জুলাই : জাবরা চা বাগানে আয়োজিত ফুটবলে মঙ্গলবার কেষ্টপুর টাইব্রেকারে ১-০ গোলে সন্ন্যাসী চা বাগানকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা হয়েছেন কেষ্টপুরের কুশল কুজুর।

ম্যাচের সেরা কুশল কুজুর। ছবি : মহম্মদ হাসিম

রানার্স রানিডাঙ্গা

মালবাজার, ১৫ জুলাই : আন্তঃ ব্যাটালিয়ন ও ক্ষেত্রীয় মুখ্য কার্যালয় স্তরের খো খো-তে রানার্স হল রানিডাঙ্গা। মঙ্গলবার মাল ৪৬ নম্বর বাহিনীর সশস্ত্র সীমা বলের প্রধান কার্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তাদের হারিয়েছে জলপাইগুড়ি ক্ষেত্রীয় মুখ্য কার্যালয়ের দল।

মোহনবাগান দিবসে রাজু পাচ্ছেন জীবনকৃতি

সেরা খেলোয়াড়ের তালিকায় জেমি-আপুইয়া-দীপেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জুলাই : মোহনবাগান দিবসে সুভাষ ভৌমিক নামাঙ্কিত সেরা স্ট্রাইকারের পুরস্কার পাচ্ছেন জেমি ম্যাকলারেন। আর তাঁর সতীর্থ দীপেন্দু বিশ্বাস পাচ্ছেন সেরা তরুণ ফুটবলারের পুরস্কার। এবারের মোহনবাগানরত্ন সম্মান যে টুটু বসু পাচ্ছেন, এই কথা আগেই সিদ্ধান্ত হয়। এদিন বাকি পুরস্কারগুলিরও ঘোষণা করা হল ক্লাবের তরফে। কার্যনির্বাহী সমিতির সভার পর সচিব সৃঞ্জয় বসু বলেছেন, 'আমরা প্রতিবারের পুরস্কারগুলির সঙ্গে একটি বিশেষ সম্মান এবার দিচ্ছি। ভারতের মহিলা দল এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতার্জন করেছে। যেখানে কোচ সহ তিনজন ফুটবলার ছিলেন বাংলা থেকে। তাঁদের আমরা সম্মানিত করব।' কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী, শেষ ম্যাচের গোলদাতা সংগীতা বাসফোর, রিম্পা হালদার ও অঞ্জু তামাং। মূল পুরস্কারগুলির জন্য যাঁরা বিবেচিত হলেন, জেমি ম্যাকলারেন (সেরা স্ট্রাইকার), আপুইয়া (বর্ষসেরা ফুটবলার), দীপেন্দু (সেরা তরুণ ফুটবলার), রাজু মুখোপাধ্যায় (জীবনকৃতি সম্মান), রণজিৎ সিং খইরা (সেরা ক্রিকেটার), অর্জুন শর্মা (হকি), অর্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যাথলেটিক্স), মিলন দত্ত (সেরা রেফারি), কমলকুমার মৈত্র (সেরা কর্মকর্তা), রিপন মণ্ডল (সেরা সমর্থক)। গত মরশুমে জামশেদপুরে খেলা দেখতে গিয়ে ঝাড়খণ্ড পুলিশের হাতে মার খান ও তাঁর মাথা ফেটে যায়। সিনিয়ার ফুটবল দলের সদস্যরা ২৯ জুলাই উপস্থিত থাকবেন কি না জানতে চাওয়া হলে সৃঞ্জয় বলেছেন, 'আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেককে সেদিনের অনুষ্ঠানে আনার।'

২৯ জুলাই দুপুর একটায় অমর একাদশের থেকে অনুষ্ঠান শুরু। এরপর ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন। ক্লাবের মাঠে ২-৩ জন প্রাক্তন ফুটবলার ম্যাচে অংশ নেবেন। মূল অনুষ্ঠান এবার আর ক্লাবে নয়। বিকেল ৫টা থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা আনন্দ বাউরি - কে 02.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64G 11851 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি কখনও কল্পনা করিনি যে এত স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচের বিনিময়ে এত বড় একটি পরিবর্তন আসবে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই এই অবিশ্বাস্য আশীর্বাদের জন্য। আমার সমস্ত স্বপ্ন এবং ইচ্ছা এখন বাস্তবে পরিণত করতে সক্ষম হবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।